भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या
Class No. B 891.442
पुस्तक संख्या
Book No. V8651h
रा० पु०/ N. L. 38.

MGIPC—S4—9 I NL/66—13-12-66—1,50,000,

# হরিশ্চন্দ্র নাটক।

শ্রীমনোমোহন বসু-কর্ত্তৃক

বহুবাজারস্থ-বঙ্গ-নাট্যসমাজের অভিপ্রায়ানুসারে

প্র ণী ত

এবং

তদ্ব্যয়ানুকূল্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো——"

"স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি——"

"আপৎসু যো ধারয়তি ধর্ম্মং ধর্ম্মবিদুত্তমঃ।"


কলিকাতা।

সিমুলীয়া, ৩০ নং করন্ ওয়ালিস ষ্ট্রীট,

মধ্যস্থযন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯৭।

NATIONAL LIBRARY
No. 22775
Dt. 14.1.70
CALCUTTA

# উৎসৃষ্ট উপহার।

প্রণয়াস্পদ মান্যতম

শ্রীযুক্ত বহুবাজার নাট্যসমাজ-সভ্য মহোদয়গণ

সমীপেষু।

প্রিয় সুহৃদ্‌ মণ্ডলি!

অকৃত্রিম প্রণয়োৎসৃষ্ট অতি নিকৃষ্ট উপহারকেও স্নেহ-প্রেমার্দ্র হৃদয় উৎকৃষ্টের গৌরবে গ্রহণ করিয়া থাকে; সুদ্ধ সেই ভরসাতেই এই যৎসামান্য নাটকখানি আপনাদের কর-কমলে অর্পণ করিতে সাহসী হইতেছি।

উচ্চ ধাতুর রুচি ও নাট্যোৎসাহিতা, সুতরাং স্বীয় সমাজের পরিশুদ্ধি-প্রবৃত্তিই যে আপনাদিগের অভিনয় কার্য্যের একমাত্র প্রবর্ত্তক, তাহা সহৃদয় বঙ্গীয় সমাজ অনেক দিনাবধি দেখিয়া, শুনিয়া, স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। নচেৎ আপনাদের এতাধিক পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অর্থ-ব্যয় অঙ্গীকার পূর্ব্বক এমন চিত্তহর অবৈতনিক নাট্যশালা অধিস্থাপনের কি প্রয়োজন ছিল? সেই বঙ্গোজ্জ্বল রঙ্গভূমিতে নাটক নামের অযোগ্য রামাভিষেক ও সতী নাটকের প্রদর্শনও যে আপনাদের যোগ্যতা ও নিপুণতা গুণে উচ্চ পদবী লাভ করিতে পারিয়াছিল, ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে।

কিন্তু এমন প্রশ্রয় পাইলে কোন্ লেখকের আশয় না বাড়ে? কাহার হৃদয় না কৃতজ্ঞতায় গলে? সুতরাং আপনাদের বদন হইতে আবার একখানি নাটক প্রণয়নের প্রস্তাব হইবা-মাত্র সেই হস্তের লেখনী যে ধাবিত হইবে—পারুক না পারুক, সাধ্যমত সন্তোষদানে যে চেষ্টা পাইবে, তাহা কি সঙ্গত ও স্বাভাবিক নয়? সেই চেষ্টা—সেই যত্নের ফল স্বরূপ এই মহারাজ "হরিশ্চন্দ্র" আপনাদের সমীপে প্রেরিত হইতেছেন, আশানুরূপ সুখপ্রদ না হইলেও ইনি আপনাদের অত্যজ্য। যে হেতু, ইঁহাকে আপনারা আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাই-তেছেন!

নাটকখানি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে কি? যদি বিনোদনের কোনো গুণ না থাকে, তবে হ্রস্ব দীর্ঘ দুই সমান। আর যদি সৌভাগ্যক্রমে অবৈরক্তিকর হইতে পারে, তবে আশা করি, দুই এক দণ্ড সময়দানে কি অভিনেতৃ, কি শ্রোতৃ, সদামোদীমাত্রেই কদাচ কাতর হইবেন না! বিশে-ষতঃ আমার জানা আছে, আপনারা নানা রসাত্মক নীতিগর্ব্ভ গুরুতর বিষয় ও প্রগাঢ় অভিনয়েরই পক্ষপাতী—কোনো কোনো বৈতনিক নট মহাশয়দিগের ন্যায় লঘু প্রদর্শনজনিত আমোদ উৎপাদনে এবং দেশে কেবল হস্ ধাতুমূলক রুচি বর্দ্ধনে উৎসাহী নন, এই জন্যই এবং আপনাদের মধ্যে অধি-কাংশ অভিনেতা মহাশয়েরা দর্শকশ্রেণীর অধৈর্য্য নিবারণের

যোগ্যতা ধারণ করেন জানিয়াই আমি দৈর্ঘ্য প্রস্থের দিকে তত দৃষ্টি রাখি নাই! যাহাই হউক, যদি নিতান্তই ক্লান্তিজনক বোধ হয়, তবে অভিনয় কালে তপোবনে বিশ্বামিত্রের সহিত মন্ত্রীর কথোপকথন ও ইতি প্রকরণের কোনো কোনো অংশ ছাড়িয়া দিলেই হইতে পারিবে। ফলতঃ দোষ গুণ যাহাই থাকুক, পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও প্রশ্রয়দাতা হইবেন, ইহাই আশা, ভরসা ও প্রার্থনা।

আর এক কথা বলিলেই হয়। আপনাদের ত্বরা জন্য এবারে পুস্তকের মধ্যে মধ্যে গান না বসাইয়া এককালে শেষাংশে মুদ্রিত হইল। কোন্ স্থলের কোন্ গান, সংখ্যা চিহ্ন দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

কলিকাতা,
২০২ নং করণ্ওয়ালিস ষ্ট্রীট
পৌষ, ১২৮১ সাল।

চিরবাধ্য
শ্রীমনোমোহন বসু।

# অভিনেতা।

পুরুষগণ।

রাজা হরিশ্চন্দ্র … … কোশলাধিপতি সম্রাট।
রোহিতাস্য … … … রাজপুত্র।
খগেন্দ্র … … … তুঙ্গদ্বীপের রাজপুত্র।
নাগেশ্বর … … … রাজ-সহচর ও তুঙ্গদ্বীপের মন্ত্রীপুত্র।
মন্ত্রী … … … … রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রধান সচিব।
বসন্ত … … … … মন্ত্রীপুত্র।
বিশ্বামিত্র … … … রাজর্ষি।
পাতঞ্জল … … … বিশ্বামিত্রের শিষ্য।
নগরপাল … … … রাজধানীর প্রধান শান্তিরক্ষক।
জগন্নাথ … … … প্রহরী।
বিদুর … … … … রাজকিঙ্কর।
ভ'দো … … … শ্মশান-চণ্ডাল।
মুষো … … … … চণ্ডালবেশী রাজা হরিশ্চন্দ্র।

রণবেশী পুরুষ, বৃদ্ধব্রাহ্মণ, প্রহরী, অনুচর, রক্ষী, ছত্রধারী, চামরধারী, কিঙ্করগণ প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

শৈব্যা … … … রাণী।
কমলা … … … তুঙ্গদ্বীপের রাজকন্যা।
মল্লিকা … … … রাজার জ্ঞাতি-কন্যা।
কাঞ্চনী … … … রাণীর পরিচারিকা।

---

সংযোগস্থল—কোশলনগরী, বিশ্বামিত্রের আশ্রম এবং কাশী।

# হরিশ্চন্দ্র নাটক।

## প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য।

[ মৃগয়াবেশধারী রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ ]

রাজা। (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপূর্ব্বক স্বগত) একি হলো? এমন তো হয় না—আমার বাণে বিদ্ধ হয়েও হরিণটা পলায়ন ক'ল্লে! আ'জ্ কি হস্ত তুমি এত দুর্ব্বল হয়েছ? না, জ্যারোপণে কোনো ত্রুটী ছিল? না, শরাগ্রভাগের তীক্ষ্ণতার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেছে? কারে ধিক্কার দিই, কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! অথবা শরটা তার এমন কোনো অঙ্গে বিদ্ধ হয়ে থাক্‌বে, যে স্থানটা পূর্ব্বে কোনো দুর্ব্বল হস্তের শরাঘাত পেয়ে কঠিন হয়ে আছে! অথবা কোনো মায়াধর বুঝি আমাকে লজ্জা দিবার জন্যই মায়া-মৃগ সেজে এসেছে? যাই হ'ক্ এ ভাল নয়—শরাসন ধারণ ক'রে অবধি এমন যে কখনো হয়নি—আ'জ্ ইটী বড় দুর্লক্ষণ—ভাবী অশুভ কি আ'জ্ কুরঙ্গরূপে দেখা দিয়ে তার বধচেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে আমায় ব্যঙ্গ ক'রে গেল?

[ নাগেশ্বরের প্রবেশ ]

সখা! অশ্ব দুটীকে ভাল স্থানে রেখে এসেছ তো?

নাগে। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ! তার জন্য চিন্তা নাই—এখন হরিণ কোথা গেল? দেখ্‌তে পেলেন না?

রাজা। না সখা! সে আক্ষেপে হৃদয় দগ্ধ হ'চ্ছে—

নাগে। সে কি মহারাজ? এমন লক্ষ্য-ভ্রম তো ঘ'টেই থাকে—

রাজা। (সদর্পে) আমার?

নাগে। সবারি, মহারাজ!

রাজা। সবারি? আমার কি কখনো দেখেছ? কখনো কি শুনেছ?

নাগে। (সহাস্যে) এই তো দেখ্‌লেম!

রাজা। আঃ! তোমার এই শ্লেষে আরো বুঝ্‌লেম কোনো আপৎপাত নিশ্চিত—

নাগে। (করযোড়ে) মহারাজ! ক্ষমা করুন, আমি প্রতিকূল অভিপ্রায়ে কিছুই বলিনি—

রাজা। না সখা! তুমি প্রতিকূল নও—তোমাকে প্রতিকূল ব'লে স্পষ্ট বুঝিনি—তুমি বরং দেখিয়ে দিয়ে অনুকূল বন্ধুর কাজই করেছ—সুতরাং তুমিতো প্রতিকূল নও, তা হলে চিন্তাও ছিল না; কিন্তু বোধ হ'চ্ছে আ'জ্‌ রাজা হরিশ্চন্দ্রকে দৈব প্রতিকূল হয়েছেন!

নাগে। সে কি মহারাজ! একটা হরিণ পলায়ন করেছে ব'লে এত আক্ষেপ—এত অশুভ কল্পনা?

রাজা। সখা, তুমি যথার্থ বীরের হৃদয় জাননা! যার লক্ষ্য চিরকাল অব্যর্থ, তার যে দিন ব্যর্থ হয়, সেদিন যেন তার পুরুষার্থ কে কেড়ে নিলে, এমনি জ্ঞান হয়!—ওকি? বামাস্বরে আর্তনাদ—

[ (নেপথ্যে বামাস্বরে) রক্ষা কর! রক্ষা কর! রক্ষা কর! ]

নাগে। বোধ হয় বন-তস্করেরা কোনো ভদ্র মহিলার প্রতি অত্যাচার ক'চ্ছে, আমাদের যাওয়া উচিত।

রাজা। (উচ্চৈঃস্বরে) ভয় নাই! ভয় নাই! ভয় নাই! 'রে দুর্ব্বৃত্ত! যে হ'স্, এখনি প্রতিফল পাবি—

[ বেগে প্রস্থান।

নাগে। (স্বগত) একটু অপেক্ষা ক'রে যাই—কাজ কি বাবা? শুনিছি নিকটে নাকি বিশ্বামিত্রের আশ্রম—তা হয়তো, "যা শত্রু পরে পরে!" আ'জ্ তা হ'লে দর্প-চূর্ণ হবেই হবে! —এমন দিন কি হবে? দেখা যা'ক্—

[ মন্দগতিতে প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আশ্রম সন্নিহিত তরুতল।

[ যজ্ঞবেদিকায় বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট; পশ্চাতে পাতঞ্জল বিল্বদল নির্ব্বাচনে নিযুক্ত; রাজা করযোড়ে দণ্ডায়মান; তৎপশ্চাতে নাগেশ্বর উপস্থিত ]

রাজা। প্রভো! ক্ষমা করুন; এ দাসের অজ্ঞানকৃত অপরাধ; দাস ক্ষীণ-বুদ্ধি, কিরূপে জা'ন্‌বে, যে, প্রভু অবিদ্যার শাসন ক'চ্ছিলেন? দাসের ন্যায় মূঢ়ের মন স্বপ্নেও ভাবে নাই, যে, অদ্ভুত তপঃপ্রভাবে অবিদ্যা-রূপিণী নিরাকারা রাক্ষসী, মানবের কণ্ঠস্বরে এমন ক'রে আর্ত্তনাদ ছা'ড়্‌তে পারে। প্রভু তো অন্তর্যামী; দাসের মনোগত অভিপ্রায় তো প্রভুর অগোচর নাই।

পাত। (সক্রোধে) ও সব ভণ্ডামি রেখে দেও; ত্রিলোকের লোক জানে, আর তুমি দেশের রাজা হয়ে জান না, যে, এখানে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম?

রাজা। ঋষিরাজ! সত্যই ব'লছি, আমি ইটী জান্তেম না—তা হ'লে কি এমন কাজ ক'র্ত্তে পারি?

পাত। এ আশ্রম যে না জানে, সে এ রাজ্যের রাজদণ্ড ধারণের যোগ্যই নয়—আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা!

বিশ্বা। ওহে তা কেন? উনি রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী মহারাজ—সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্রা রাজা হয়েছেন—শত শত রাজা রাজপুত্র ওঁর রাজধানীতে এসে সেবা ক'চ্ছে—উনি হলেন মর্ত্ত্যের ইন্দ্র; উনি কি দীন দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণেরা কে কোথায় থাকে, তার তত্ত্ব রা'খতে পারেন? তা হলে যে ওঁর মানের খর্ব্ব হবে! এত নীচ কাজ কি মহারাজাকে শোভা পায়? (সহসা কম্পিত-দেহে ও আরক্তনয়নে) দুরাত্মন্! এত বড় স্পর্দ্ধা! এত বড় মদগর্ব্ব! অহঙ্কারে চ'কে দেখ্‌তে পাওনা! ঐশ্বর্য্যমদে গুরুজনকে গ্রাহ্য কর না! দেব ঋষির তত্ত্ব রাখ না! রাজার প্রধান কর্ত্তব্যে এত অবহেলা! কে আর্ত্ত, কি জন্য, দয়ার পাত্র কিনা, এসব বিচার না ক'রেই দর্পান্ধ হয়ে বাহুবল প্রকাশেই ব্যগ্র! যে পুরুষ ধর্ম্মবল আর বুদ্ধিবলকে উপেক্ষা ক'রে কেবল ভুজবলেই রাজ্য শাসন করে, সে কি আর্য্যাবর্ত্তের রাজ্যপতির যোগ্য? সে শক পহ্লবাদি পার্ব্বতীয় জঘন্য বন্য জাতির অধিপতি হ'ক্—আ'জ আমি সেরূপ বলগর্ব্বিত অসার অপদার্থকে এখনি ভ্রষ্ট ক'রে জানপদকে পৈশাচ শাসন হতে মুক্ত ক'র্ব্বো—দেখি তোর ভুজবীর্য্য, শর কার্ম্মুক আর সৈন্য সামন্ত কেমন তোরে রক্ষা ক'র্ত্তে পারে?

রাজা। (ভূলুণ্ঠন পূর্ব্বক) রাজর্ষি! আপনার অসাধ্য কিছুই নাই

—আপনি ধাতা পাতা সংহর্ত্তা দেবত্রয়ের সমষ্টি অবতার—আপনি অভিনব সৃষ্টি স্থাপনক্ষম—আপনার ক্রোধ হ'লে ত্রিভুবন দগ্ধ হয়, আমি তো কোন্ কীটানুকীট! আপনার স্তব কি ক'র্ব্বো? আমি নিতান্ত অধম—সত্যই মদগর্ব্ব পাপে আমায় ঘিরেছে, নৈলে আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হবে? আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখিনে—পিতা যেমন অপরাধী পুত্রের গুরু পাপেও লঘু দণ্ড দেন, প্রভু নিজগুণে দয়া ক'রে যদি সেইরূপে এ দাসের এই গুরু পাপে কোনো লঘু দণ্ড বিধান করেন, তবেই দাস মুক্ত হয়!

পাত। আমরা শিষ্য শাখা কোনো দোষ অপরাধ ক'ল্লে তো প্রভু এই দণ্ড বিধান করেন, যে, সেদিন আমাদিগকে বেশী ক'রে ফুল বিল্বপত্র তুলে আন্তে হয়!

রাজা। যে আজ্ঞে, যদি দ্বাদশ-বার্ষিকী কঠোর ব্রত অবলম্বন—যদি প্রভুর আশ্রমে থেকে প্রভুদের সেবা পরিচর্য্যা—যদি অর্থ দ্বারা কোনো যাগ যজ্ঞের আনুকূল্য—যদি রাজ্য ধন জন সমর্পণেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, এ দাস এখনি তা ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছে!

পাত। তা আর ক'র্ত্তে হয় না মহারাজ! তবে যে মুখে ছুটো লৌকিকতা ক'রে এত দূর শিষ্টাচার দেখালেন, সেই যথেষ্ট!

রাজা। আপনারা অন্তর্য্যামী—এ আমার মুখের লৌকিকতা, কি আন্তরিক কথা, তা কি আপনাদের অগোচর থাক্তে পারে? বরং অনুকম্পাপূর্ব্বক পরীক্ষা ক'রেই দেখুন—

বিশ্বা। মহারাজ! তোমার কাতরোক্তি আর প্রায়শ্চিত্তের অভিপ্রায় শুনে আমি প্রসন্ন হয়েছি—তুমি উপযুক্ত মানসই করেছ; এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য শুদ্ধ পরিতাপ যথেষ্ট নয়—তোমার কোনোরূপ দণ্ড গ্রহণ করা উচিত।

রাজা। প্রভু যে দণ্ড বিধান ক'র্ব্বেন, দাস তাতেই প্রস্তুত—

বিশ্বা। কেমন হে পাতঞ্জল! কি ব্যবস্থা করা যায়?

পাত। আজ্ঞে, এই বনের মধ্যে যত ঋষি তপস্বী আছেন—তাঁদের শিষ্য শাখা সুদ্ধ সব্বাইকে এই খানে ব'সে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সামগ্রীতে খাওয়ালে হয় না?

বিশ্বা। (সহাস্যে) তোমার খাবার বড় ইচ্ছা হয়েছে পাতঞ্জল—ভাল, আমি যা প্রস্তাব ক'চ্ছি, তাতে একে দুইই হবে—

রাজা। আজ্ঞে করুন।

বিশ্বা। আমি তোমার যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দণ্ড ক'রেই ক্ষান্ত হব মহারাজ! আমি এক মহৎ যজ্ঞ ক'র্ব্বো, সেটী বহু ব্যয়-সাপেক্ষ—বহুবিধ দান, বহু যাজ্ঞিকের দক্ষিণা, বহু ঋষির পূজা চাই—তুমি আমাকে তার উপযুক্ত অর্থ দেও।

রাজা। (উঠিয়া করযোড়ে) প্রভো! এ আজ্ঞাতে ধন্য হলেম! কিন্তু প্রভু এ অতি যৎসামান্য প্রায়শ্চিত্ত—এ তো অনুগ্রহ; দণ্ড নয়;—এ অনুগ্রহতো বিনা অপরাধেই হতে পার্ত্তো—আমার যে গুরুতর অপরাধ হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হলো কৈ? এতে আমার মন পরিতৃপ্ত হ'চ্ছে না—যজ্ঞার্থ দান, এ তো নিত্য রাজধর্ম্ম বিশেষ কিছুই নয়! অতএব দয়া ক'রে আমার পাপের উপযুক্ত কোনো মহত্তর ত্যাগ-স্বীকার বিধানাজ্ঞা হ'ক্!

বিশ্বা। (সহাস্যে) মহত্তর দান!—পা'র্ব্বে? তখন তো কুণ্ঠিত হবে না?

রাজা। প্রভুর এই সন্দেহে পূর্ব্ব ক্রোধের অপেক্ষাও অধিক মনস্তাপ হ'চ্ছে—অনুমতি হয়তো সাক্ষাতে প্রাণদান ক'রেও জীবন সার্থক করি!

বিশ্বা। দেখো, যেন অব্যবস্থিত-চিত্তের মত না বুঝে সত্য ক'রে শেষে সত্য ভঙ্গ ক'রো না—সত্য লঙ্ঘনের পাপ তো জান?

রাজা। প্রভো! আ'জ্ এ দাসকে এত অকৃপা কেন? আমি এই পাদ-স্পর্শ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা ক'চ্ছি প্রভু যা আজ্ঞা ক'র্ব্বেন, তদ্দণ্ডেই তা পালন ক'র্ব্বো!

বিশ্বা। (সহাস্যে) তবে তোমার ভুজ-শাসিত এই সসাগরা সদ্বীপা সাম্রাজ্যটী আমি প্রার্থনা করি! তোমার অধিকৃত যত জনপদ; যত ঐশ্বর্য্য; যত পশু, পক্ষী, মানব সংঘ—তুমি আর তোমার রাজ্ঞী আর তোমার পুত্র ব্যতীত—তোমার ব'ল্‌তে আর তোমার যত কিছু আছে, সব আমাকে অর্পণ কর!

রাজা। যে আজ্ঞে—আ'জ্ হতে হরিশ্চন্দ্র আর রাজ্যাধিকারী নয়—আ'জ্ হতে ইষ্টদেব আর প্রভুর পাদপদ্ম ব্যতীত হরিশ্চন্দ্রের আর কোনো সম্পত্তি নাই—আ'জ্ হতে শৈব্যা আর রোহিতাস্য ব্যতীত হরিশ্চন্দ্রের "আমার" ব'ল্‌তে আর কিছুই রবে না!

বিশ্বা। সাধু! সাধু! সাধু!

পাত। (উঠিয়া) অ্যাঁ! আমি কি জাগ্রত? (বিশ্বামিত্রের প্রতি করযোড়ে) প্রভো! এ কি সত্য? তবে কি এ আশ্রমে আর আমাদের থাকা হবে না?

বিশ্বা। ব্যস্ত হয়ো না পাতঞ্জল! ক্ষান্ত হও— (রাজার প্রতি) মহারাজ! অত্যন্ত প্রীত হলেম; এক্ষণে তুমি রাজধানীতে যাও; আমি তথায় কল্যই গিয়ে সব ব্যবস্থা ক'র্ব্বো।

রাজা। যে আজ্ঞে! (নাগেশ্বরের প্রতি) সখা! এস—

নাগে। (জনান্তিকে) আপনি অগ্রসর হ'ন; একি সর্ব্বনাশ? এও কি সহ্য হয়? মহারাজ! আপনার বুদ্ধি আপনাতেই থা'কু, অধিক আর কি ব'ল্‌বো! আপনি গমন করুন; আমি একবার রাজর্ষির চরণে কিঞ্চিৎ নিবেদন না ক'রে যেতে পারিনে—আপনি অগ্রসর হ'ন—

রাজা। আবার কি নিবেদন? আর কি প্রয়োজন?

নাগে। আপনি যা'ননা আমি সত্বর গিয়ে রাজভবনে সাক্ষাৎ ক'চ্ছি।

রাজা। ভালই! আমারই বা আর কোনো তত্ত্বে থাকার ফল কি?

[ প্রস্থান।

নাগে। (জানু পাতিয়া করযোড়ে) প্রভো! আপনি দুর্ব্বলের বল—অসহায়ের পরম সহায়—নিরাশ্রয়ের এক মাত্র আশ্রয়! আপনার চরণে এ দাস শরণাগত—রক্ষা করুন!

বিশ্বা। কে তুমি? তুমি রাজা হরিশ্চন্দ্রের হয়ে অনুনয় ক'র্ত্তে এলে নাকি? সুচতুর কপট রাজা কি মুখে সাধুতা দেখিয়ে কৌশল-জাল বিস্তারের জন্য তোমায় রেখে গেলেন?

নাগে। না প্রভু, আমি তাঁর প্রেরিত নই—তাঁর জন্যও প্রার্থী নই—

বিশ্বা। তবে তুমি কে?

নাগে। এ দাস তুঙ্গদ্বীপের রাজপুত্র।

(ঊর্দ্ধ হইতে—না, না, না, মন্ত্রীপুত্র)

(সকলের সবিস্ময়ে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি)

পাত্র। এ আবার কি? (বিশ্বামিত্রের প্রতি) প্রভো! একি দৈববাণী? তবে তো এ ব্যক্তি মিথ্যা ব'লছে?

নাগে। আজ্ঞে না, আমি কদাচ মিথ্যা বলিনি—আমার পিতা রাজমন্ত্রী ছিলেন সত্য; কিন্তু সঞ্জয় রাজার মৃত্যুর পর প্রজাবর্গ আর সৈনিকগণের অনুরোধে তিনি রাজা হয়েছিলেন।

(ঊর্দ্ধ হইতে—না, না, না, প্রভু হনন—রাজ্য হরণ!)

পাত। এ কথার কি উত্তর দিবে ?

নাগে। আজ্ঞে, আমার পিতার শত্রু পক্ষ এই কথা রটায় বটে, কিন্তু আমি তখন বালক, আমি যেরূপ শুনিছি, তাই জানি !

পাত। আচ্ছা, তুমি যা জান তাই বল ? কিন্তু ইটী জেনো, এ পবিত্র আশ্রমে মিথ্যা ব'লে পার পাবে না ! এখানে ভ্রান্তি আর প্রতারণা, দুয়েরই সংশোধক আছে !

বিশ্বা। তার পর ?

নাগে। সঞ্জয় রাজার সিংহাসন আমার পিতার হলো—তিনি নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব ক'র্ত্তে লাগ্‌লেন। সঞ্জয় রাজার রাজ্ঞী স্বীয় ভর্ত্তার সহগামিনী হলেন। তাঁদের একটী বালক পুত্র আর ততোধিক অল্পবয়স্কা একটী কন্যা ছিল। আমার পিতা তাদের প্রতি কোনো প্রতিকূল ব্যবহার করেন নি—

(ঊর্দ্ধ হইতে—আর কিছু না, অবরোধ)

পাত। (ঘন ঘন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে) হুঁ ! কেমন আর মিছে কথা কবে ?

নাগে। আজ্ঞে, আমি তো শুনিছি, তাদের প্রতি আমার পিতা কিছু মাত্র বিরূপ ব্যবহার করেন নি ; কেবল তাদের ধাত্রীর ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যেতে দিতেন না, তাতেই বিপক্ষেরা ছল ধ'ল্লে, যে, তিনি অপোগণ্ডদের আটক করেছেন। রাজা সঞ্জয়ের সময় যে ব্যক্তি নগরপাল ছিল, তারে পিতা পদচ্যুত করেন, সেই রাগেই নগরপাল প্রধান বিপক্ষ হয়। তারি কুমন্ত্রণায় আর তারই সমভি-ব্যাহারে ঐ ধাত্রী ছেলে দুটীকে নিয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পিতার কাছে আসে। হরিশ্চন্দ্র তখন বালক। তাঁর পিতা সেই ছল পেয়ে আমার পিতাকে আক্রমণ ক'র্ত্তে স্বীয় সেনাপতি সৌবীরকে

পাঠান। সৌবীরের যুদ্ধে আমার পিতা গতাসু হন, সৌবীর আমাকে আর আমার জননীকে বন্দী ক'রে কোশল নগরে প্রেরণ করেন, আর তাঁর প্রভুর আজ্ঞাতে আপনি তুঙ্গদ্বীপের শাসনকর্ত্তা হন। মনোদুঃখে আমার মাতার পথিমধ্যেই প্রাণত্যাগ হয়।

বিশ্বা। সঞ্জয় রাজার পুত্র কন্যার কি হলো ?

নাগে। তাদের আর কি হবে ? তারা কোশলরাজের অন্তঃপুরেই থাক্‌লো। কোশলরাজ ঘোষণা ক'রে দিলেন, যত দিন না সঞ্জয়-পুত্র প্রাপ্ত-বয়স্ক হয়, ততদিন সৌবীর তাদের হয়ে শাসন ক'র্ব্বে।

বিশ্বা। তার পর তোমার কি হলো ?

নাগে। আজ্ঞে, আমিও কোশলরাজ পুরীতে থাক্‌লেম। রাজা হরিশ্চন্দ্র আর আমার একই বয়স ; সঞ্জয় রাজার পুত্রের বয়ঃক্রম আমাদের অপেক্ষা কিছু ন্যূন।

বিশ্বা। তোমরা কি রাজকুমার হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে একত্রই লালিত পালিত হয়েছিলে ?

নাগে। আজ্ঞে হাঁ—মিথ্যা ব'ল্‌বো না—রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রথম দর্শনাবধি আমার প্রতি যথার্থ সৌভ্রাত্রভাব দেখিয়ে আ'স্‌ছেন—তিনি আমায় দয়া ক'রে সখা ব'লে ডাকেন—আমিও তাঁর চিত্ত-বিনোদের নিমিত্ত যথা সাধ্য যত্ন ক'রে থাকি। আমার মনে বড় আশা ছিল, রাজা হরিশ্চন্দ্র, বৃদ্ধ রাজার স্বর্গারোহণে স্বয়ং রাজা হ'লে অবশ্যই আমার পিতৃরাজ্য আমায় অর্পণ ক'র্ব্বেন—

( ঊর্দ্ধে—হা ! হা ! হা ! ওঁর পৈতৃক রাজ্য ! )

পাত। কেমন, পিতৃরাজ্য বল ? আবার বল ?

নাগে। আজ্ঞে, কেনই বা না ব'ল্‌বো ? যখন তুঙ্গদ্বীপে আমার পিতাই শেষ রাজা ছিলেন, তখন অবশ্যই সে আমার পিতৃরাজ্য !

তাই আমি বড় আশাই করেছিলেম ; কিন্তু লোভের হাত কে এড়াতে পারে ? রাজা হরিশ্চন্দ্র কি দেবতা ? দেবতারাও লোভের বশ !

বিশ্বা। কেন ? হরিশ্চন্দ্র তোমায় কিছু আশা দিয়েছিল ?

নাগে। আজ্ঞে না—তিনি কপট ধার্ম্মিকের ন্যায় ধর্ম্মের নামেই আমায় নিরাশ ক'রে আ'স্‌ছেন !

বিশ্বা। কিসে ?

নাগে। আজ্ঞে তিনি পূর্ব্বে ব'ল্‌তেন "যদিও তুমি আমার প্রাণের সখা, কিন্তু তোমার জন্যও অবিচার ক'র্ত্তে পারিনে—সঞ্জয়-পুত্রের যথার্থ প্রাপ্য সম্পত্তি কি বিচারে তোমায় অর্পণ করি ?"

বিশ্বা। এতে কপট ধার্ম্মিকতা কি ?

নাগে। আজ্ঞে, সেইটীই নিবেদন ক'চ্ছিলেম ;—পূর্ব্বে পূর্ব্বে ব'ল্‌তেন সঞ্জয়-পুত্র প্রাপ্ত-বয়স্ক হলেই তারে তার পিতৃরাজ্য দিবেন ; আমি নিরুত্তর থাক্‌তেম।

বিশ্বা। সে কি অদ্যাপি প্রাপ্ত-বয়স্ক হয় নাই ?

নাগে। আজ্ঞে বহু দিন হয়েছে।

বিশ্বা। তবে তার রাজ্য সে পেয়েছে ?

নাগে। আজ্ঞে, বয়ঃপ্রাপ্ত হতে না হতেই বিধাতা তারে এমন চিত্তরোগের হাতে সমর্পণ করেছেন, যে, তার দ্বারা রাজকার্য্য কি কোনো সামান্য কার্য্যও হতে পারে না। তাই দেখে আমি আ'জ্ দু তিন বৎসর ক্রমাগত প্রার্থনা ক'চ্ছি, যে, তবে তো সে রাজ্য আমিই পেতে পারি। কিন্তু তার উপশমের মিথ্যা স্তোভ দিয়ে আমাকেও বঞ্চিত রা'খ্‌ছেন। ফল কথা, অমন উর্ব্বর দেশের মায়া ত্যাগ করা বড় কঠিন কথা !

বিশ্বা। সঞ্জয়-পুত্রের ব্যাধিটা কি ?

নাগে। আজ্ঞে, সে এক প্রকার পাগল হয়েছে ব'ল্‌তে হয় !

[ ( ঊর্দ্ধ হইতে করতালির সহিত )—যা, যা, না, করেছে, করেছে, করেছে, ঐ করেছে, ঐ পাপিষ্ঠই করেছে, ঐ ধূর্ত্তই কি খাইয়েছে ! ]

নাগে। করতালির সহিত দৈব-বাণী ! এও কি সম্ভব হয় ? না প্রভু এ দৈববাণী নয়—অবশ্যই আমার কোনো বিপক্ষ হবে !

পাত। তোমার বিপক্ষ ধর্ম্ম !

বিশ্বা। সে যা হ'ক্, সঞ্জয়-কন্যা কোথায় ?

নাগে। আজ্ঞে, সে শৈব্যা রাণীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী হয়ে তাঁর সাক্ষাৎ ছায়ারূপে কোশল রাজপুরেই আছে। সে এখন পরম রূপবতী যুবতী। তাই আমি প্রস্তাব করেছিলেম, যখন তার ভ্রাতা চঞ্চলমতি হলো, তখন আমার সহিত তার বিবাহ দিয়ে আমাদের উভয়কে উভয়েরই পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় করুন !—তাও না !

( ঊর্দ্ধ হইতে—হা ! হা ! হা ! অমন সুপাত্র আর পাবে কোথা ! )

পাত। চুপ ক'ল্লে যে ? বল না ? যতবার দৈববাণী হয়, ততবারই তোমার মুখ যেন শুকিয়ে বুজে যায় ; কারণটা কিহে ?

নাগে। আজ্ঞে, এ দৈব কি অপদৈব বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে ! এই বিকট হাসি ; এই টিট্‌কারি ; এও কি দৈব হতে পারে ? আর এমন পবিত্রস্থলে অপদৈব সমাগমেরই বা সম্ভাবনা কিসে ?

পাত। দৈবও নয়, অপদৈবও নয়, এ দেখ্‌ছি তোমারই দুর্দ্দৈব ! নইলে তোমার এত ভয় হবে কেন ?

নাগে। ( বিশ্বামিত্রের প্রতি করযোড়ে ) প্রভু যদি এ দাসকে অভয় দান করেন, তবেই নিস্তার !

বিশ্বা। বৎস ! আমার আশ্রমে তোমার চিন্তা কি ? ও দৈব অপদৈব যাই হ'ক্, তুমি তাতে ভয় পাও কেন ?

নাগে। প্রভুর আশ্রমে—প্রভুর সমক্ষে কোনো চিন্তা নাই সত্য, তথাপি আমরা ক্ষীণমতি মানব—

পাত। ওহে নিষ্পাপ হৃদয় কিছুতেই শঙ্কা করে না—সপাপ হলে গাছের পাতা ন'ড়্‌লেও ভয়!—আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা!—যতদূর বলেছ, সব যদি সত্য হতো আর যত টুকু ব'ল্‌তে অবশিষ্ট, তাও যদি ধর্ম্মমূলক হতো, তবে কদাচ তুমি সশঙ্কিত হতে না!—আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা! (পরিক্রমণ)

বিশ্বা। সে যাই হ'ক্‌; সঞ্জয় রাজার কন্যার সহিত তাঁর সিংহাসন প্রার্থনা ক'ল্লে, তাতে হরিশ্চন্দ্র কি ব'ল্লেন?

নাগে। আজ্ঞে, তিনিতো এম্‌নি জানালেন, যেন তাঁর তাতে অমত ছিল না, কেবল রাজ্ঞী শৈব্যার অসম্মতি জন্যই পাল্লেন না।

বিশ্বা। রাজ্ঞীর অনিচ্ছার কারণ কি?

নাগে। আজ্ঞে, তা জান্‌বো কিসে? আমার প্রতি তাঁর বিরূপ হবার আর কোনো কারণ তো ভেবে পাইনে, তবে সঞ্জয়-কুমারী কমলা যদি জনরবশ্রুত নানা কথায় মনোভার ক'রে থাকেন, আর রাজ্ঞীকেও শুনিয়ে থাকেন তো ব'ল্‌তে পারিনে!

বিশ্বা। তার পর?

নাগে। আজ্ঞে, তাঁদের আমি এ পর্য্যন্ত বুঝ্‌লেম, যে, যদিও আমার পিতৃ-দোষ যথার্থ হয়, আমার অপরাধ কি? তা শুনে রাণী নীরব ছিলেন; রাজা ব'ল্লেন "সখা, এখন কিছু দিন এ প্রস্তাব স্থগিত রাখ।" আমি নিরুপায়! কিন্তু এত দিনে বিধাতা বুঝি এ অনাথের প্রতি সদয় হলেন—এতদিনে স্বার্থপর রাজার হস্তে মুক্ত ক'রে এই নিরাশ্রয়কে বিধাতা দয়াময় স্বর্গীয় রাজর্ষির পদাশ্রয়ের অধীন ক'রে দিলেন! প্রভো! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যা শুন্‌লেম, তাতে যে কি অননুভূতপূর্ব্ব উল্লাস, আশা আর উৎসাহে মন নেচে উঠ্‌ছে তা নিতান্তই বাক্‌পথের অতীত! সুধু আমার ব'লে নয়, এত দিনে এই বিশাল ভারতবর্ষে সকল রাজা, সকল প্রজা, সর্ব্ব সমাজ যে সুবিচার ও

করুণা পাবে, করুণাসিন্ধু ভগবান তারির উপায় ক'রে দিলেন!—নইলে যে রাজর্ষি, তৃণের ন্যায় রাজত্ব-পদকে তুচ্ছ ভেবে একবার সে সব পরিত্যাগ ক'রে ব্রহ্মণ্যপদ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি যে আবার স্বহস্তে সাম্রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তার অর্থ কি? সে কি কেবল বসুমতীর পাপ, তাপ, অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতি দুষ্কৃতি ভার-মোচনের জন্য নয়?

বিশ্বা। (সহাস্যে) বৎস! তোমার কথায় অত্যন্ত প্রীত হলেম; কিন্তু তোমার ভ্রান্তি হয়েছে—আমি সাম্রাজ্যভার গ্রহণ ক'ল্লেম ব'লে স্বহস্তে যে রাজদণ্ড ধারণ আর সঞ্চালন ক'র্ব্বো, ইটী স্বপ্নেও ভেবোনা! একবার যখন সে মায়া কাটাতে পেরেছি, আর কি তাতে জড়ীভূত হই? হরিশ্চন্দ্রের শাসনের নিমিত্ত যদিও আমি তার রাজ্য গ্রহণ করি—যদিই আমাকে রাজকার্য্য চালাতে হয়, তবে আমি কি স্বয়ং তা ক'র্ব্বো? উপযুক্ত প্রতিনিধিনিয়োগ দ্বারাই সে কার্য্য নির্ব্বাহিত হবে!

নাগে। (সোৎসাহে) কিরূপ ব্যক্তির প্রতি সেই কৃপাটী হবে, তা কি এ দাস সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে পারে?

বিশ্বা। (সহাস্যে) কিরূপ প্রতিনিধি, এই তোমার জিজ্ঞাস্য? কেন, যে ব্যক্তি জাতিতে ক্ষত্রিয়, মহদ্বংশীয়, সচ্চরিত্র, বীর, যোদ্ধা, রাজকার্য্য-কুশল—যে ব্যক্তি আমার নিতান্ত বশে থা'ক্‌বে—যে ব্যক্তি হরিশ্চন্দ্রের পক্ষ নয়—যে ব্যক্তি তারে মা'র্ব্বেও না, দয়াও ক'র্ব্বে না; এমন ব্যক্তি হলেই হ'লো!

পাত। কেন প্রভু? ব্রাহ্মণে কি রাজকার্য্য চালাতে পারে না? ব্রাহ্মণ কি কখনো রাজা হয়নি? আপনি রাজর্ষি, আপনার প্রতি-নিধি ব্রাহ্মণ না হলে কি ভাল হয়?

বিশ্বা। (সহাস্যে) হলে তো ভাল হয়—তেমন ব্রাহ্মণ কৈ?

পাত। আমরা এত শিষ্য শাখা আপনার জন আছি ; এর ভিতর কি কেউ পার্ব্বেনা ?—তবে আর কেন ছাই এত কাল রাজ-নীতি দণ্ডনীতি প'ড়ে প'ড়ে মরা গেল ?

বিশ্বা। ( সহাস্যে ) যুদ্ধ ক'র্ত্তে পার্ব্বে ?

পাত। কেন ? সেনাপতি তবে কি জন্য ?

বিশ্বা। যদি সেনাপতি ম'রে যায়, কি সেনাপতি নিকটে নাই, এমন সময়ে হঠাৎ যদি কোনো শত্রু এসে চড়াও হয়, তখন কি হবে ?

পাত। শত্রু আর কে ? ক্ষত্রিয় জা'ত্ তো ? তার জন্য প্রভু ভা'ব্বেন না।

বিশ্বা। কেন ?

পাত। আজ্ঞে, তেমন তেমন দেখিতো বেটাদের হাতে গে পৈতে জড়িয়ে প'ড়্বো—আমাদের ( পবিত্র প্রদর্শন ) এই যে অস্ত্র, এ ব্রহ্ম অস্ত্র, এর কাছে এগোয় কার সাধ্য ? সে বেটাদের কি নির্ব্বংশ হবার ভয় নেই ?

বিশ্বা। ( সহাস্যে ) আর যদি ম্লেচ্ছ শত্রুই হয়—তারা তো ব্রাহ্মণ ব'লে মান্‌বে না ?

পাত। ( মৃদুস্বরে ) ও সব না দেবার গা ! —

বিশ্বা। কেন এখন গজ্‌গজ্ কর কেন ? স্পষ্ট উত্তর দেও না ?

পাত। আজ্ঞে, প্রভুর কথায় উত্তর দেওয়া কি আমার সাধ্য ? প্রভুর যারে ইচ্ছা দিবেন ; তবে কি না অচেনা লোককে বুঝে সুঝে বিবেচনা ক'রে দেওয়া উচিত, এই ব'ল্‌ছিলেম আর কি ?

নাগে। প্রভু যেরূপ প্রতিনিধির কথা আজ্ঞে ক'চ্ছিলেন, তেমন ব্যক্তি নির্ব্বাচন জন্য দেশ বিদেশে কি ঘোষণা দেওয়া হবে ? না, গোপনে কোনো ভাগ্যবান্ ব্যক্তি প্রভুর অনুগ্রহাধীন হতে পার্ব্বে ?

বিশ্বা। যদি সহজে পাওয়া যায়, তবে ঘোষণার প্রয়োজন কি ?

ঘোষণা দিয়ে কেবল জানাজানি গণ্ডগোল বৈতো না? সর্ব্বপ্রকার রাজবিপ্লবের কাজ যত গোপনে হয়, ততই ভাল; ঘোষণা দ্বারা কেবল বৈরী পক্ষকে সবল হতে সময় দেওয়া বই আর লাভ কি?

নাগে। (কম্পাগদ্গদস্বরে করযোড়ে) প্রভু দাসকে অভয় দেন তো একটী কথা—

বিশ্বা। স্বচ্ছন্দে বল?

নাগে। এ দাস কি সে কৃপা-কটাক্ষের আশা ক'র্ত্তে পারে না? —এদাসের জন্ম ক্ষত্রিয় কুলে; এদাসের পিতা ছত্রধারী—

(ঊর্দ্ধে—হা! হা! হা! ছত্রধারী!)

নাগে। কিছুকালের নিমিত্ত তো রাজা ছিলেন বটে; অন্ততঃ মন্ত্রীও তো ছিলেন, সুতরাং এ দাস মহদ্বংশীয় আখ্যাও পেতে পারে; তার পর সচ্চরিত্রতা—তা আমি নিজ মুখে কি জ্ঞাপন ক'র্ব্বো, প্রভুর সমক্ষেই রাজা হরিশ্চন্দ্র "সখা" ব'লে ডেকে গেলেন, দুশ্চরিত্র হলে কি রাজা হরিশ্চন্দ্র সেরূপ সম্বোধন করেন?

(ঊর্দ্ধে—হা! হা! হা! হা!)

সাম্‌নে সখা—কোলাকুলি—
"তোমারি মুই"—মুখের বুলি!
পেছন ফিল্লেই, গলায় ছুরি—
হায় মরি কি সাধুগিরি! (হা! হা! হা!)

নাগে। (ত্রস্ত উঠিয়া) প্রভু, এবার আমি চিনেছি—এবার ঐ ছড়াতেই চোর ধরা পড়েছে! এ আর কেউ না, সেই খগা পাগ্‌লা! সেই খগা পাগ্‌লা!

বিশ্বা। (পাতঞ্জলের প্রতি) দেখতো পাতঞ্জল, কে কোথা থেকে এরূপ ক'চ্ছে?

পাত। ( পরিক্রমণ ও ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপূর্ব্বক ) কৈ ? কোথায় ? কেউ তো না ! ( পরিক্রমণ ) ঐ কদম গাছের উচু ডালে মালা গলায় পা মেলিয়ে দিব্য দোল খা'চ্ছে বটে !

( ঊর্দ্ধ হইতে )

কদম গাছের উচু ডালে ;
মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসি গালে ;
বনমালা দিয়ে গলে ;
দোল্ দোলাদোল্ কালা দোলে !

বিশ্বা। ওরে অবতরণ ক'র্ত্তে বল—কিছু ব'লো না—ভয় দেখিও না—

পাত। (ঊর্দ্ধমুখে) ওহে ভাই চিকণকালা, একবার ডাল ছেড়ে তলায় এস দেখি—

( ঊর্দ্ধ হইতে )

নাগ রয়েছে কদম তলে ;
নাগের বিষে ম'চ্ছি জ্ব'লে !

পাত। তুমি খগা, ও নাগা, তবে আর তোমার ভয় কি ?

( ঊর্দ্ধ হইতে )

লুকিয়ে থেকে, ছোবল মেরে, ঢেলে দেয় বিষ ;
নাগের বিষের চেয়ে ওর কি কুচুটে রিষ !

পাত। ( স্বগত ) পাগল যা ব'ল্‌ছে, মিছে নয়—ওর আকৃতি যা দেখ্‌ছি, নামের সঙ্গে কিছুমাত্র অমিল নয় ! নইলে প্রতিপালক সখার রাজ্য নিতে চায় ! ( প্রকাশে ) এখন তো লুকিয়ে নেই, আর আমরা এখানে আছি—

( ঊর্দ্ধ হইতে সকোপে )

সাম্‌নে ওরে কিসের ভয় ?
সাম্‌নে পেলে, চিবিয়ে ফেলে, পাঠাই যমালয় !

পাত। তবে আর কি ? নেমে এস—

খগা পাগলা। ( নামিতে নামিতে ) এইতো নাম্‌ছি—ঋষির আজ্ঞা, এই তো যাচ্ছি ; কেন যাবনা ? ঋষির আজ্ঞা, অবশ্যই যাব ! সত্যই তো, এখন তো নাগ লুকিয়ে নেই—এখন ওরে গালে ফেলে চিবিয়ে খাবো—এত বড় স্পর্দ্ধা, এখানে খগরাজ থাক্‌তে, যার দুধ কলা খায়, তারেই ছোবল মার্ব্বে ! ( অবতরণ পূর্ব্বক লুণ্ঠিত ভাবে ঋষির চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত )

বিশ্বা। গাত্রোত্থান কর—কে তুমি ?

খগে। আজ্ঞে খগেন্দ্র আমি !

বিশ্বা। তোমার নাম কি সত্যই খগেন্দ্র ?

খগে। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীখগেন্দ্রচন্দ্র নাগান্তক !

পাত। ( সহাস্যে ) নাগেশ্বর আর খগেশ্বর ; এ কাব্য মন্দ নয় ! রাজা রাজড়াদের সংসারে কত প্রকারই থাকে—বাপ্ !

খগে। ( দৌড়িয়া পাতঞ্জলের পদধূলি গ্রহণ ) আপ্‌নি সর্ব্বান্তর্যামী—আপ্‌নি ঠিক বুঝেছেন, (অল্প নৃত্য ভঙ্গীতে) ঠিক বুঝেছেন, ঠিক্ বুঝেছেন—বিধাতা মিলিয়ে রেখেছেন—ঐ নাগরাজ, ( স্বীয় বক্ষে করাঘাত ) আর এই খগরাজ ! ( স্বীয় কটিস্থ অসি নির্দ্দেশ ) আর এই খানি খগরাজের চঞ্চু—ইহাতেই নাগের শরীরটে (দন্ত কড়মড়ি ) ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হবে ! ( অসি মোচন ও আস্ফালন পূর্ব্বক ) ইহাতেই হবে ! ইহাতেই হবে !

নাগে। ( সভয়ে পাতঞ্জলের পার্শ্বে গমন পূর্ব্বক ) প্রভু ! দেখ্‌ছেন না ? পাগল যে তলোয়ার ঝাঁকে—

পাত। ( পরিক্রমণ পূর্ব্বক ) ও কি? তা ব'লে তুমি আমার কাছে এস কেন? কাটে তোমায় কাটুক—তোমার কি ব্রহ্মহত্যারও ভয় নেই—তোমাকে না লেগে যদি আমার গায় লাগে?—তোমার তো তলোয়ার আছে, খোল্ না কেন?

নাগে। আমি কি প্রভুর সমক্ষে অশিষ্টাচার দেখাতে পারি?

খগে। ( দন্ত কড়মড়ি পূর্ব্বক ) ওরে পাষণ্ড ভীরু! ভয় নেই—তোর ভয় নেই—তোর এখনো কাল পূর্ণ হয়নি! ওরে, যত দিন ধর্ম্মরাজ হরিশ্চন্দ্র না ব'ল্‌ছেন, তত দিন তোর পাপ শরীর স্পর্শ ক'রে খগেন্দ্র হাতের কলঙ্ক ক'র্ত্তে চায় না! কেমন ঋষিরাজ?—হা! হা! হা! হা! ( চতুর্দ্দিগ দেখিয়া ) কৈ মহারাজ কোথায়? এলেম তাঁর তত্ত্বে, দেখলেম পাপিষ্ঠের মুখ! ছি, ছি, ছি! তবে কি না, সাধু সঙ্গটা হলো—তাইতেই সে পাপ কেটেছে—( নৃত্য ) ধন্য হয়েছি, ধন্য হয়েছি, ধন্য হয়েছি! তপোবন—ঋষির চরণ—সাধুর চরণ দেখিছি—দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি! ( স্তম্ভিত ভাবে চিন্তার পর ) কৈ, সাধু কৈ?—সাধু! সাধু! এঁরা যদি সাধু, তবে কেন অসাধুর মুখে সাধু রাজার নিন্দে শোনা? উঁহু, হলো না, হলো না, হলো না—কি নিগূঢ় আছে! সাধুর রাজ্য চোরকে দেওয়া!—হো! হো! হো! সচ্চরিত্র হওয়া!—নাগের মুখে অমৃত হওয়া!—হো! হো! হো! কৈ, মহারাজ কৈ? ( উচ্চৈঃস্বরে ) মহারাজ!

[ প্রস্থান।

পাত। জ্ঞানও তো বিলক্ষণ আছে। কেবল বোধ হলো এক বিষয়ে মনকে অনেকক্ষণ স্থির রাখ্‌তে পারে না—

নাগে। আজ্ঞে, ঐ পাগলের কথাকে আপনি দৈববাণী ভেবেই তো আমার সর্ব্বনাশ ক'চ্ছিলেন?

পাত। আর তোমার আক্ষেপ কেন? কঠোর তপস্যাতেও যা না হয়, তুমি অনায়াসে এখন রাজাধিরাজেন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের সেই সিংহাসন তো পেলে!

নাগে। (করযোড়ে) ঋষিরাজ! আপনি অধমের প্রতি পরিহাস ক'চ্ছেন—এত ভাগ্য কি আমার হবে?

বিশ্বা। (সহাস্যে) আচ্ছা, তুমি এখন যাও—আমি অবিলম্বে রাজধানীতে গিয়ে যা ভাল হয় ক'রে আস্‌ছি—বোধ হয় তোমাকেই মনোনীত ক'র্ব্বো!

নাগে। (সাষ্টাঙ্গে অবলুণ্ঠন পূর্ব্বক) প্রভু দয়াময়, প্রভু দীনপালক, প্রভু পতিত পাবন—অধম তারণ! কিন্তু নিজ গুণে দয়া ক'ল্লেন তো আর সন্দেহানলে দগ্ধ ক'র্ব্বেন না—শ্রীমুখের স্পষ্ট আজ্ঞা শুনে কৃতার্থ হই!

বিশ্বা। আচ্ছা তোমাকেই—

পাত। আজ্ঞে—আজ্ঞে—এখনি আজ্ঞাটা—নাই বা—

নাগে। আজ্ঞে, না প্রভু, আর বাধা দিবেন না, প্রভুর মুখে "তথাস্তু" বাক্য শুন্‌লেই এ দাসের জীবন সার্থক হয়—

বিশ্বা। তথাস্তু!

নাগে। প্রভু, আমার এমন বাক্‌শক্তি নাই যাতে মনের গূঢ় ভাব ব্যক্ত কৰ্ব্বি! (প্রণত) কিন্তু এই সঙ্গে আর একটী ভিক্ষা না দিলে এ রাজ্যলাভও বিফল হয়।

বিশ্বা। কি বল?

নাগে। আজ্ঞে সঞ্জয়-রাজকুমারী কমলাকে ভিক্ষা দিতে হবে!

বিশ্বা। সে কথায় আমার কথা কওয়া অনুচিত—তারে সম্মত ক'র্ত্তে পার ভালই! এখন তুমি নগরে যাও—

নাগে। আজ্ঞে, আমার আর রাজপুরে যাওয়া এখন দুষ্কর—

ও এমন পাগল নয়, এখনি গে সব ব'লে দেবে! অনুমতি হয় তো এই আশ্রমে থেকেই শ্রীপাদপদ্মের সেবা ক'রে জন্ম সফল করি!

বিশ্বা। তথাস্তু!

পাত। (স্বগত) শেষ থাকলে হয়!

পটক্ষেপণ।

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজান্তঃপুর—কমলার গৃহ।

(কমলা পুষ্পমাল্য গ্রন্থনে নিযুক্তা)

কম। (স্বগত) আর সব তো হলো, কেবল অনঙ্গদেবের শরাসনে আর তূণে রঙ্গণ ফুলের বাণ কটা পরাতে পাল্লেই হয়! মল্লিকে বড কুড়ে, গোটাকত রঙ্গণ তুলে আন্তে গেছে এ যুগে নয়! কি হয় তো মন্ত্রী-পুত্র বসন্তের সঙ্গেই বা উদ্যানে দেখা হয়েছে—যা হ'ক্ বড় কুড়ে—

[ মল্লিকার প্রবেশ ]

মল্লি। আমি কুড়ে? তা বটে—

কম। এলে? তবু ভাল! আমি বলি বসন্তরাজ বুঝি তোমায় যথার্থই মল্লিকে ফুল ভেবে উদ্যান থেকে আস্‌তে দিচ্ছিলেন না!

মল্লি। "তা তো নয়; তিনি আরো আমায় ভৎসনা ক'চ্ছিলেন, "কমলাকে কোথায় রেখে এলে?—প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা যেই এই পুকুরের কমল মুদিত হয়, অম্‌নি তোমাদের সোনার কমল বন আলো ক'রে বেড়ান, আ'জ্ কেন এলেন না?"

কম। আরে ভাই সেতো মুখের অনুরাগ—লোকে কেবল দূরে থেকেই কমলকে দেখে থাকে, মল্লিকে ফুলকে যেমন গলায় গেঁথে পরে, কমলের সঙ্গে কি তত ঘনিষ্ঠতা?—এখন দেও রঙ্গণের জন্যেই সাঙ্গ হ'চ্ছে না। (রঙ্গণ ফুল গ্রহণ ও গ্রন্থন) এখন বল দেখি, আ'জ্ কি সত্য সত্যই তোমার বসন্ত এসেছিলেন?

মল্লি। হ্যাঁ ভাই এসেছিলেন—সত্যই তোমার কথা অম্‌নি ক'রেই জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিলেন—

কম। অনুগৃহীত হলেম—কিন্তু আ'জ্ ভাই যাই কেমন ক'রে? আ'জ্ রাজা রাণীর বসন্তোৎসব—নানা উদ্যোগ ক'র্ত্তে হ'চ্ছে—বিশেষ ফুলের যত আয়োজন, আমার উপরেই ভার; তা ব'ল্লেনা কেন?

মল্লি। তা কি আমি বলিনি? কিন্তু তিনি ব'ল্লেন, রাজা তো রাজধানীতে নাই—কদিন ধ'রে মৃগয়া ক'র্ত্তে গেছেন—উৎসব ক'র্ব্বে কে? একথা তিনি মন্দ বলেন নি, আমিও বিকেল থেকে তাই ভাব্‌ছি।

কম। রাণীর কাছে রাজা স্বীকার ক'রে গেছেন, যেখানে থাকুন, উৎসবের মধ্যে আস্‌বেনি—এখনও সময় যায়নি—

মল্লি। ঐ শোন, গীত হ'চ্ছে—হয় তো তিনি এলেন—

[ নেপথ্য গীত—সংখ্যা ১ ]

কম। না, রাজা আসেন নি—তা হলে অমন ভাবের গান হতো না—রাণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হয়ে আপনার মনের ভাবের মত গান

গাইতে হয় তো গায়িকাদের আদেশ করেছেন, তাই অমন গান হ'চ্ছে! যাই হ'ক্ ( সহাস্যে ) রাজা যদি নাই আসেন, তবু আমাদের আয়োজন বিফল হবে না—তবু আমরা "মল্লিকা-বসন্তোৎসব" ক'র্ত্তে পার্ব্বো!

মল্লি। নেও মেনে ভাই মিছে কথায় জ্বালিও না; একে মর্ম্ম পোড়ায় পুড়ে মর্চ্ছি—মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেও কেন? বলে "কোথায় বা কি, পান্তা ভাতে ঘি!"

কম। কেন, গরম ভাতের আর অপেক্ষাই বা কি?

মল্লি। না, অপেক্ষা আর কিছুই না—কেবল চা'ল্ আর আগুন নেই! ঘটিয়ে দিতে পার্ত্তে, যা ইচ্ছে ঠাট্টা ক'র্ত্তে শোভা পেতো!

কম। আমি আর কি ক'র্ব্বো ভাই? রাণীকে যতদূর বল্‌বার, তা বলিছি—তিনিও স্বীকার পেয়েছেন, মন্ত্রী মহাশয়কে এবার নিজে অনুরোধ ক'রে দেখ্‌বেন!

মল্লি। ব'ল্‌তে পারিনে, রাণীর কথাতে যদি হয়; নইলে হবার তো কোনো লক্ষণই দেখিনে!

কম। তাই তো, কি আশ্চর্য্য! তোমার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, সর্ব্বগুণে গুণবতীর সঙ্গে ছেলের বে দিতে তাঁর এত আপত্তি যে কেন কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। তুমি এর কিছু নিগূঢ় পেয়েছ?

মল্লি। এত দিন পাইনি, আ'জ্ পেয়েছি—আ'জ্ বসন্তের মুখ দে ব্যক্ত না করিয়ে ছাড়িনি—

কম। কি শুন্‌লে?

মল্লি। যা শুন্‌লেম, শুনে ঘৃণায় আর প্রাণ রাখ্‌তে ইচ্ছা করে না!

কম। এত দূর? কি বল দেখি শুনি?

মল্লি। ওরে ভাই শুন্‌বে আর কি? বুঝ্‌তে পাচ্ছো না—আমি রাজার একজন দুঃখী জ্যোতিষীর মেয়ে বৈ তো না, আমার সঙ্গে বে

দিলে, রাজা যদিও ধন রত্ন দেন, একটা রাজ্য পণ তো দেবেন না—সৌবীর এখন তোমার বাপের রাজ্যের রাজা ব'ল্লেই হয় ; বিশেষ তুঙ্গ-দ্বীপের কাছাকাছি আবার একটী রাজ্যও নাকি সৌবীরের হয়েছে। মন্ত্রী মহাশয়ের মনের ভাব, সৌবীরের মেয়ের সঙ্গে বে দিয়ে বসন্তকে সেই দেশের রাজা ক'রে দেন—বসন্ত তায় ঘোর প্রতিবাদী, স্পষ্ট "না" বলেছেন ; বাপের পায় ধ'রে বিস্তর কেঁদেছেন ; মাকে দিয়েও কত বলিয়েছেন ; তবু তাঁর দৃঢ় পণ !

কমল। কিন্তু রাজা—

মল্লি। রাজা এত কথারি কিছুই জানেন না, বিশেষ মন্ত্রী আর সৌবীর, দুজনেরই অনুরোধে পড়েছেন—

কম। কিন্তু, আমি তোমাকে নিশ্চিত ব'ল্‌ছি, রাণী সে অনুরোধ রাখ্‌তে দিবেন না—সে বিবাহ কখনই হতে দিবেন না !

মল্লি। ( দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক ) একজন কবি লিখেছেন, "আশা বড় বন্ধু অসময় !" তুমিই দয়া ক'রে সেই অসময়ের বন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ক'রে দিচ্ছ—এখন সেই দুরাশার উপরই আমার মরণ বাঁচন নির্ভর—দেখি তুমি আর তিনি দুজনে অভাগিনীকে ক দিন আর বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার ?

কম। সখি ! তোমার কথা শুনে যে গা কেঁপে উঠে—তবে কি সখি, প্রেম এম্‌নি ভয়ানক বস্তু ?

মল্লি। সাক্ষাৎ বিষধর—সাক্ষাৎ অপদেবতা ! আহা ! আহা ! তোমার ধাই মা গল্প করেছিলেন শোননি ? তাঁর স্বামী ভূতের ওঝা ছিলেন, দু তিনটে ভূত তাঁর পোষা ছিল—তাদের যখন যা ক'র্ত্তে ব'ল্‌তেন, তারা তখনি তা ক'র্ত্তো—তাদের গুণে তাঁর নাম, যশ, সুখের সীমা ছিল না ! কিন্তু দৈবাৎ একদিন আত্মসারা ভুলে অসাবধানে ছিলেন, অমনি তিন্‌টেতে প'ড়ে তাঁর ঘাড় মুচ্‌ড়ে খিড়্‌কী

পুকুরের পাঁকে গুঁজে রেখে গিছ্‌লো! প্রেমও তেম্‌নি জান্‌বে—হাতে হাতে স্বর্গে তুলে দেয়—ইহ জন্মে মানুষের যত সুখ হতে পারে, সেই অমৃত কুণ্ডে ডুবিয়ে রাখে, কিন্তু একটু আত্মসারা ভুলে গেলেই অম্‌নি মরমে মরমে ঘাড় ভেঙে দেয়!

কম। তোমাদের পক্ষে তা খাট্‌লো কই? তোমরা তো আত্ম-সারা ভোলনি?

মল্লি। ভুলিছি বই কি? তিনি যদি পিতার মত নিয়ে আমার মন নিতেন, তবে আর এমন হতো না!

কম। তুমি যে ভাই দুঃখের সময় হাসালে—প্রেম কি মা বাপের মতের জন্যে ব'সে থাকে?

মল্লি। তাও বটে!—আমার ভাই মাথার ঠিক নেই—দেখ না কেন, যে কথা রাত দিন জপমালা, তাতেই এই ভুল!—সে যা হক্‌, তবে নাকি তুমি প্রেমের তত্ত্ব জান না?

কম। প্রেমের তত্ত্ব ভাই কে না জানে? দেখে শুনেও কি জান্তে পারে না?

মল্লি। এ তো দেখে শুনে শেখার মত কথা নয়, এ যে ঠিক্‌ ঠেকে শেখার মতন!—আচ্ছা সখি! তুমি সত্য ক'রে বল দেখি, কারোর প্রতি তোমার যথার্থ প্রেম কি হয়নি? চুপ ক'রে রইলে যে?—(চিবুক ধারণ পূর্ব্বক) কৈ দেখি চন্দ্রবদনখানি একবার ভাল ক'রে দেখি—তবে কি তুমিও বাঁধা পড়েছ?

কম। না—সখি—

মল্লি। আবার না কেন? আমি তোমাকে মন প্রাণ সকলি খুলে দিই—আমার কাছে তোমার লজ্জা!

কম। না সখি, লজ্জা নয়—আমারও মন বাঁধা পড়েছে সত্য—কিন্তু—

দিলে, রাজা যদিও ধন রত্ন দেন, একটা রাজ্য পণ তো দেবেন না—সৌবীর এখন তোমার বাপের রাজ্যের রাজা ব'ল্লেই হয়; বিশেষ তুঙ্গদ্বীপের কাছাকাছি আবার একটী রাজ্যও নাকি সৌবীরের হয়েছে। মন্ত্রী মহাশয়ের মনের ভাব, সৌবীরের মেয়ের সঙ্গে বে দিয়ে বসন্তকে সেই দেশের রাজা ক'রে দেন—বসন্ত তায় ঘোর প্রতিবাদী, স্পষ্ট "না" বলেছেন; বাপের পায় ধ'রে বিস্তর কেঁদেছেন; মাকে দিয়েও কত বলিয়েছেন; তবু তাঁর দৃঢ় পণ!

কমল। কিন্তু রাজা—

মল্লি। রাজা এত কথার কিছুই জানেন না, বিশেষ মন্ত্রী আর সৌবীর, দুজনেরই অনুরোধে প'ড়েছেন—

কম। কিন্তু আমি তোমাকে নিশ্চিত ব'ল্‌ছি, রাণী সে অনুরোধ রাখ্‌তে দিবেন না—সে বিবাহ কখনই হতে দিবেন না!

মল্লি। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) একজন কবি লিখেছেন, "আশা বড় বন্ধু অসময়!" তুমিই দয়া ক'রে সেই অসময়ের বন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ক'রে দিচ্ছ—এখন সেই দুরাশার উপরই আমার মরণ বাঁচন নির্ভর—দেখি তুমি আর তিনি দুজনে অভাগিনীকে ক দিন আর বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার?

কম। সখি! তোমার কথা শুনে যে গা কেঁপে উঠে—তবে কি সখি, প্রেম এম্‌নি ভয়ানক বস্তু?

মল্লি। সাক্ষাৎ বিষধর—সাক্ষাৎ অপদেবতা! আহা! আহা! তোমার ধাই মা গল্প করেছিলেন শোননি? তাঁর স্বামী ভূতের ওঝা ছিলেন, দু তিনটে ভূত তাঁর পোষা ছিল—তাদের যখন যা ক'র্ত্তে ব'ল্‌তেন, তারা তখনি তা ক'র্ত্তো—তাদের গুণে তাঁর নাম, যশ, সুখের সীমা ছিল না! কিন্তু দৈবাৎ একদিন আত্মসারা ভুলে অসাবধানে ছিলেন, অম্‌নি তিন্‌টেতে প'ড়ে তাঁর ঘাড় মুচ্‌ড়ে খিড়্‌কী

পুকুরের পাঁকে গুঁজে রেখে গিছ্‌লো! প্রেমও তেম্‌নি জান্‌বে—হাতে হাতে স্বর্গে তুলে দেয়—ইহ জন্মে মানুষের যত সুখ হতে পারে, সেই অমৃত কুণ্ডে ডুবিয়ে রাখে, কিন্তু একটু আত্মসারা ভুলে গেলেই অম্‌নি মরমে মরমে ঘাড় ভেঙে দেয়!

কম। তোমাদের পক্ষে তা খাট্‌লো কই? তোমরা তো আত্ম-সারা ভোলনি?

মল্লি। ভুলিছি বই কি? তিনি যদি পিতার মত নিয়ে আমার মন নিতেন, তবে আর এমন হতো না!

কম। তুমি যে ভাই দুঃখের সময় হাসালে—প্রেম কি মা বাপের মতের জন্যে ব'সে থাকে?

মল্লি। তাও বটে!—আমার ভাই মাথার ঠিক নেই—দেখ না কেন, যে কথা রাত্‌ দিন জপমালা, তাতেই এই ভুল!—সে যা হক্‌, তবে নাকি তুমি প্রেমের তত্ত্ব জান না?

কম। প্রেমের তত্ত্ব ভাই কে না জানে? দেখে শুনেও কি জান্তে পারে না?

মল্লি। এ তো দেখে শুনে শেখার মত কথা নয়, এ যে ঠিক্‌ ঠেকে শেখার মতন!—আচ্ছা সখি! তুমি সত্য ক'রে বল দেখি, কারোর প্রতি তোমার যথার্থ প্রেম কি হয়নি? চুপ ক'রে রইলে যে?—(চিবুক ধারণ পূর্ব্বক) কৈ দেখি চন্দ্রবদনখানি একবার ভাল ক'রে দেখি—তবে কি তুমিও বাঁধা পড়েছ?

কম। না—সখি—

মল্লি। আবার না কেন? আমি তোমাকে মন প্রাণ সকলি খুলে দিই—আমার কাছে তোমার লজ্জা!

কম। না সখি, লজ্জা নয়—আমারও মন বাঁধা পড়েছে সত্য—কিন্তু—

মল্লি। কিন্তু কি? যখন বাঁধা পড়েছে, তখন আর কিন্তু টিন্তু নেই! এখন বল, কোন্ ভাগ্যধরের কপাল প্রসন্ন হয়েছে? এমন অমূল্য নিধি কার কপালে নাচ্ছে আমিতো ঠাউরে পাইনে!—বল, শীঘ্র বল, কে?

কম। সখি! পুরুষ নয়!

মল্লি। পুরুষ নয়! সে কি?—তাই বল যে মানুষ নয়, দেবতা!

কম। না সখি, তা নয়—এই যে ব'ল্লেম পুরুষ নয়—দেবতারাও তো পুরুষ!

মল্লি। পুরুষ নয়! তবে কি মেয়ে? সে কি? মেয়েতে মেয়েতে সহস্র ভাব থাক্, তাকে কি প্রেম বলে?

কম। এ তেমন ভাব নয় সখি, তেমন ভাব নয়! তুমি যেমন ব'ল্লে—মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন, সব সমর্পণ—সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সে ভিন্ন জগৎ শূন্য—এ ভাই সেই প্রেম!—ফল কথা সখি, আমি পুরুষের জন্যে জন্মাই নি; পুরুষের সম্পর্ক রাখ্‌বো না—পুরুষকে যে ভালবাস্‌তে হয় তা কখনই জান্‌বো না, তিনিই আমার সব—আমি তাঁতেই আপনার আত্মাকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছি—আমি তাঁর চরণেই জন্মের মত বাঁধা পড়েছি! যদি তাঁর কাছ থেকে বল ক'রে কেউ আমাকে বিচ্ছিন্ন করে, তবে বারি-হীন-মীনের যে দশা দেখেছ, আমার অভিন্ন তাই হবে—

মল্লি। (নাসাগ্রে অঙ্গুলি দান পূর্ব্বক) অবাক্! তুমি যে ভাই অবাক ক'ল্লে! এমন কখনো শুনিও নি—কেউ কখনো শুন্‌বেও না! তুমি যাঁর কথা ব'ল্‌ছো এখন তা বুঝেছি; আগে ভাব্‌তেম, তাঁরে তুমি খুব ভালবাসতে এই পর্য্যন্ত; কিন্তু এমন অসম্ভব ভালবাসা, তা স্বপ্নেও ভাবিনি!

কম। (সহাস্যে) কে বল দেখি?

মল্লি। আর কে, শৈব্যা রাণী, না?

কম। বুঝেছ, আর ব'লবো কি? এ আমার বড় গুপ্ত কথা —এ তুমি ব'লেই শুন্তে পেলে, আর কারোকে কি ফুট্‌তে পারি? ফুট্‌লে লোকে হয় পাগল ব'ল্‌বে, নয় ভাব্‌বে, ইনি বড় লোকের মনযোগানে কথা ব'লে বশ ক'র্ত্তে চান!

মল্লি। তা আর তোমাকে কারো ব'ল্‌তে হ'চ্ছে না—অন্য হলেও এক দিন শোভা পেতো! ভাল, তোমার বে হলে কি ক'র্ব্বে?

কম। বে? আমার আবার বে কার সঙ্গে? আমার বে রাণীর চরণের সঙ্গেই!

মল্লি। কমলা! তুই বলিস্ কি? বে ক'র্ব্বিনে?

কম। কদাচ নয়—এ জন্মে তো কখনই নয়!

মল্লি। আচ্ছা, যদি এমন হয়, যে, তোমার বর তোমাকে রাণীর কাছ থেকে ছাড়াবেন না, তবু কি বে কর না?

কম। তাতেও না! আমি যখন স্বামীর প্রতি মন প্রাণ দিতে পার্ব্বোনা, তখন স্বামী গ্রহণ করা তাঁর প্রতি প্রতারণা মাত্র!

মল্লি। কিছুতেই বে ক'র্ব্বে না?

কম। কিছুতেই না—

মল্লি। তবে নাগেশ্বরের দশা কি হবে?

কম। এইবার আমি এ ঘর থেকে চ'ল্লেম!

মল্লি। না, না, না,—বলি রাজা যদি নিজে অনুরোধ করেন?

কম। তিনি তা ক'র্ব্বেন না—ক'ল্লেও সে অনুরোধ থাক্‌বে না! রাজা যদি বলেন মর, তা এখনি পারি, কিন্তু উটী পার্ব্বো না!

মল্লি। আচ্ছা রাণীই যদি বিশেষরূপ অনুরোধ করেন?

কম। কখনই না—তিনি যে দিন তা ক'র্ব্বেন, আগুনও সে দিন শীতল হবে!

মল্লি। ভাল, কথার কথা ব'ল্‌ছি, যদিই তিনি বলেন ?

কম। তবে ক'র্ব্বো—কিন্তু বাঁচ্‌বো না !—

মল্লি। ও মা সে কি ? এমন তো কখনো শুনিনি—

কম। চুপ কর ভাই রাণী আস্‌ছেন !

মল্লি। কৈ পায়ের শব্দ, কি গহনার শব্দ, কি ধূলোটী নড়ার সাড়া শব্দও তো পাচ্ছিনে, তবে কেমন ক'রে জান্‌লে রাণী আস্‌ছেন ?

কম। কাণ এখনও শুন্তে পাচ্ছেনা, কিন্তু আমার প্রাণ টের পেয়েছে !

মল্লি। তুই পাগল হলি নাকি ?

কম। আচ্ছা, দেখই না কেন, রাণী এখনই আসেন কিনা ? যেই এখানে আস্‌বার জন্যে, তাঁর ঘর থেকে তিনি বেরোন, অমনি আমি টের পাই—এখনও তিনি মাঝামাঝি পথে !—না সখি, বুঝি আবার ফিরে গেলেন !

মল্লি। কিসে জান্‌লে ?

কম। আমার হৃৎপিণ্ড আগে যত কাঁপ্‌ছিল, এখন তত নয়—ইইতেই বুঝ্‌লেম !

মল্লি। কাঁপে কেন ?

কম। কে জানে ভাই ? "মাথার টনক নড়ে" এই যে একটা কথা আছে, এ যেন ঠিক্ তাই ! আমি যেখানে থাকি না কেন, রাণী আমার কাছে আস্‌বার আগে থেকেই আমার বুক যেন কেমন করে—ভয়ে নয়, অন্য ভাবেও নয়, উৎসাহে কি আহ্লাদে যেমন হয় তেম্‌নি —আবার রাণী যখন আমার কাছ থেকে চ'লে যান, তখন প্রাণে যেন টান পড়ে—চুম্বুক পাথর আর লোহাতে যেমন আকর্ষণ শুনেছ, এ যেন ঠিক তাই ! তিনিও তো দেখ্‌তে পাও, আমায় কত স্নেহ দয়া

ক'রে থাকেন ! ফল কথা, দুজনের অন্তরের ভাবে কেমন এক রকম আশ্চর্য্য মিল, কি কেমন এক রকম যে কি, তা ব'ল্‌তে পারিনে—কিন্তু কিছুতেই তার অদ্ভুত শক্তির হাত এড়াবার যো নেই !

মল্লি। সত্য নাকি ?

কম। আমি যত মিথ্যা বল্‌বার লোক, তা কি তুমি জান না ?— ঐ তিনি আবার আস্‌ছেন !

মল্লি। কেন, আবার তোমার বুক কি তেমনি ক'রে কাঁপ্‌ছে ?

কম। হ্যাঁ—ক্রমে বাড়্‌ছে ; তিনি এলেন ব'লে—কাঁপে কি, কেমন এক রকম করে তা বুঝ্‌তে পারিনে! আবার তিনি সুখী কি দুঃখী মনে আসেন, আমি আপনার হৃদয়ের বেগে তা পর্য্যন্ত টের পাই !

মল্লি। আচ্ছা, এখন সুখী কি দুঃখী হয়ে আস্‌ছেন বল দেখি ?

কম। অত্যন্ত দুঃখিত মনে আস্‌ছেন !

মল্লি। আচ্ছা, আমি রাণীকে জিজ্ঞাসা ক'রে এর পরক দেখ্‌ছি।

[ রাণীর প্রবেশ ]

রাণী। কিসের পরক মল্লিকে ?

মল্লি। আমাদের একটা পরক আছে—আচ্ছা আপনি একবার এই দিগে আস্‌তে আস্‌তে পথ থেকে কি ফিরে গিছ্‌লেন ? না, একবারেই আস্‌ছেন ?

রাণী। না, আস্‌তে আস্‌তে একবার ফিরে গিছ্‌লেম—

মল্লি। ওগো ! কমল তবে মানুষ নয়—ও অন্তর্যামী—ওরে আমরা চিন্তে পারিনি !

রাণী। কেন ?

মল্লি। আপনি এখানে আস্‌বার জন্য যখনি আপনার ঘর থেকে পা বাড়িয়েছিলেন, ও তখনি তা টের পেলে ; আবার আপনি

মাঝ পথ থেকে যে ফিরে গেলেন, তাও ও ব'ল্লে ; আবার এই যে এবার এলেন, তাও স্পষ্ট ব'লে দিলে ! ও বলে কি, যখনি আপনি ওর কাছে আসেন, দূর হতেই আহ্লাদে ওর বুকের ভিতর কেমন ক'র্ত্তে থাকে—তাইতে নাকি ও টের পায় ! আবার তখন আপনার ভাবনা চিন্তে থাকে, কি মন স্বচ্ছন্দে থাকে, তাও আপনার আস্‌বার আগেই নাকি জান্তে পারে—

রাণী। এখন আমার কি ভাবে আসা তাও কি কমল বলেছে?

মল্লি। ওতো ব'ল্লে আপনি খুব দুঃখিত আছেন !

রাণী। কমল রে ! তবে তুই সত্যিই আমার ব্যথার ব্যথী—আমার প্রাণে যে কি হ'চ্ছে, তা অন্তর্যামী গুরুদেবই জানেন, আর দেখছি তুই কেবল বুঝিছিস্‌ !

মল্লি। কেন ? বসন্তোৎসবের জন্যে ? আমিও তাই ভাবছিলেম, কিন্তু কমল বলে রাজা এখনও এলেও আস্‌তে পারেন।

রাণী। না, রাজা আস্‌বেন না ; উৎসবও হবে না ;—তা নাই হ'ক্ তাতে আর কি এসে যায় ? উৎসব আমোদ এখন মাথার উপর, তিনি যে পত্র পাঠিয়েছেন, তা প'ড়েই আমি হতজ্ঞান হয়েছি—কমল ! তোমার মত বুদ্ধিমতী দেখিনে—এর ভাব কি বল দেখি ?

কম ও মল্লি। পত্রে লেখা কি ?

রাণী। লেখা, আশ্চর্য্য নূতন কথা;—পত্রখানির আগা গোড়া যেন দুঃখ মাখা;—পত্র প'ড়ে ভয়ে আর সন্দেহে আমার বুক কাঁপ্‌ছে ! আমাকে যে সব স্নেহের পাঠ লিখে থাকেন, এতে তার চতুর্গুণ—অসাধারণ দুঃখ নইলে সহজে কি এমন ঘটে !—তাও যা হ'ক্, মূল কথা লেখা এই ;—(পত্র পাঠ) "যখন রাজপুরী নিস্তব্ধ হবে, তখন প্রাণাধিক রোহিতাশ্বকে ক্রোড়ে লয়ে, তুমি পুষ্পোদ্যানের গুপ্তদ্বারে আস্‌বে ; তোমার কি রোহিতাশ্বের অঙ্গে যেন অধিক কোনো

অলঙ্কার কি বহুমূল্য বস্ত্রও না থাকে ; বরং রজনীর হিমানীর হস্তে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তোমাদের শরীর যেন স্থূল বসনে আবৃত রয়। তুমি ইচ্ছা করিলে কমল ও মল্লিকাকে সঙ্গে আনিতে পার ; কিন্তু তাহারাও যেন সামান্য বসন ভূষণে সজ্জিতা থাকে; আমি সেই গুপ্ত-দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিব—সাক্ষাতে বিশেষ বলিব!"

মল্লি। বোধ করি, ছদ্মবেশে ভ্রমণের ইচ্ছা—

রাণী। তা হলে রোহিতাস্য কেন? বসন্তোৎসবের এত উদ্যোগ, তা ফেলে কি এরূপ ভ্রমণের সাধ হতো? তা হলে রাজ-পুরীতেই বা তিনি আস্‌বেন না কেন?

কম। ও কথা ছেড়ে দিন—যা নয়, মিছে তার কল্পনা ক'রে সময় নষ্ট করার ফল কি? আপাততঃ আপনাকে একটু প্রবোধ দেবার জন্যেই প্রিয় সখী ও কথা ব'ল্‌ছেন; কিন্তু যা ঘোর চিন্তার বিষয়, তাকে একবারে উড়িয়ে দেওয়াও উচিত নয়!

রাণী। কমল! আমার প্রাণ কেমন ক'র্চ্ছে—আমি আর দাঁড়াতে পারিনে, আমার মাথা ঘুর্চ্ছে, (উপবেশন) এ যে কি কাণ্ড কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে; অথচ মহারাজ স্বয়ং যখন উপ-স্থিত থাকবেন, তখন বিপদই বা কি, ভয়ই বা কি, তাও ভেবে পাইনে—কমল! তুমিই আমার বল বুদ্ধি সব, এর ভাবখানা কি বল দেখি?

কম। আপনাকে আর আমি কি ব'ল্‌বো? ভাল ভাব কোনো মতেই মনে লাগে না! কিন্তু মন্দ যে কি, তাও বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে—কিছু পরেই যখন মহারাজের সঙ্গে দেখা হবে—তাঁর নিজ মুখেই যখন সব শুনতে পাওয়া যাবে, তখন আর উতলা হয়েই বা কি হবে? চলুন আমরা গোপনে প্রস্তুত হইগে—কেউ যেন কিছু টের না পায় —আমি রোহিতাস্যকে কোলে ক'রে নে যাব; তার ধাত্রীকে কোনো

কাজে পাঠিয়ে আমি তার কাছে থাকিগে—দ্বারের চাবিটে নেবেন!

রাণী। তবে আমার ঘরে এস?

কম। চলুন; আর কিছু ভাব্‌ছিনে, আমার দাদা যে কোথায় গেলেন, তাও জান্তে পাল্লেম না—।

[ সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অযোধ্যা নগরী।

চত্বর—পতাকা মঞ্চ।

[ সশস্ত্র প্রহরীদ্বয় উপস্থিত ]

প্র, প্র। ও কি? কে না চেঁচাচ্চে? না গান গাচ্চে? এমন ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতের রাত্রেও গান গায়, এর আমোদ তো কম নয়!

দ্বি, প্র। রাত্রি কি আর আছে? দুর্য্যোগ না হলে শুকতারা অনেকক্ষণ দেখা যেতো। আর দুর্য্যোগই বা এখন কি দেখ্‌ছো? দুপুর রা'ত্‌ থেকে ক্রমাগত যে কাণ্ড হয়ে গেল, এখন তো তার দশ ভাগের এক ভাগও নেই। আমার পোড়া কপালে সেই সময়েই পাহারার পালা প'ড়্‌লো। উঃ! কি দুর্য্যোগই আ'জ্‌ হয়ে গেল—আমি বেঁচে কি মরেছিলেম, তা ব'ল্‌তে পারিনে—আকাশ বলে ভেঙে পড়ি, পবন দেবতা একেবারে ঊনপঞ্চাশ মূর্ত্তি ধ'রে পৃথিবী যেন তোলপাড়

ক'র্চ্ছিল—কি কড়্ কড়্ হড়্ হড়্ ক'রে বাজ প'ড়্ছিল—ঐ দেখ অত বড় জ্যান্ত গাছটাও জ্ব'লে গেছে!

প্র, প্র। এখনি বা কম কি?

দ্বি, প্র। এখন? আমি যা ভুগিছি তার কাছে এতো কিছুই নয়; তোমার কপাল ভাল, যেই তোমার পাহারার সময় এলো, দেবতাও অম্‌নি দয়া ক'রে ঠাণ্ডা হয়ে আস্‌ছে। সে যা হ'ক্ ভাই, একটা বড় আশ্চয্যি দেখিছি; সেই দুর্য্যোগে শ্যাল কুকুর বেরুতে পারে না, এক জন ভদ্রনোক পরিবার সঙ্গে কেমন ক'রে যে নগর ছেড়ে গেল, তাই দেখে আমি অবাক্ হয়েছি!

প্র, প্র। হেঁটে?

দ্বি, প্র। না, হেঁটে না; আপনি ঘোড়ার ওপর, আর মেয়ে নোক এক খানা নম্বা বয়েল গাড়িতে। তা হ'ক্, হেঁটেই যেন নয়; কিন্তু যে ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত, তাতে ঘর মাথায় থা'ক্‌লেও রাস্তায় বেরুতে পারে না; এতো কাপড় ঘেরা গাড়ি; তায় আবার তার মধ্যে ছেলেও ছিল; কেননা ছেলেটী ডেকে ব'ল্লে "বাবা, গাড়ির ভেতর জল প'ড়্ছে!" পুরুষটী খুব কাতরানির গলায় উত্তর ক'ল্লেন "কি ক'র্ব্বে বাবা চুপ্ কর!" গলার স্বরেই বুঝ্‌লেম, তাঁরা বড় নোক—

প্র, প্র। এমন নোক এমন ভয়ানক রাত্রে নগর ছেড়ে গেলেন, এও তো সামান্যি আশ্চয্যি নয়! বিদেশী হলে, আমাদের রাজার এমন ব্যবস্থা নয়, যে, থাকবার স্থান পাবেনা, আর স্বদেশী এমন নিষ্ঠুর কে, যে, তেমন দুর্য্যোগে মেয়ে ছেলে নিয়ে ঘর থেকে বেরুবে?

দ্বি, প্র। কে জানে ভাই?—সে যা হ'ক্, যার গানের কথা তুমি ব'ল্‌ছিলে, ঐ যে সে চেঁচাতে চেঁচাতে এই দিগেই আস্‌ছে—না, গান না, কেমন ধারা সুর ক'রে চীৎকার ক'চ্ছে আর কি ব'ল্‌ছে—

প্র. প্র। চুপ্ কর, কি ব'ল্ছে শোনা যাক্—

[ নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে—উঠ, উঠাও ; নগরবাসি জাগ, জাগাও ; অযোধ্যাবাসি খাঁড়া ধর, অসি ধর, ধনুক ধর ; উঠ, উঠ, উঠ, শীঘ্র উঠ ; সর্ব্বনাশ হলো ; রাজা যাওয়া ; রাজার রাজ্য যাওয়া ; সর্ব্বনাশ হওয়া ; জাগ সব জাগ ; উঠ, সব উঠ ; উঠাও সব উঠাও ; উঠাও, উঠাও, শীঘ্র উঠাও ]

দ্বি, প্র। একি ভাই ? এর মানে তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে ?

প্র, প্র। ও বুঝিছি—এ সেই তুঙ্গদ্বীপের রাজপুত্র খগা পাগলা। আহা ! কি দুঃখ, এমন লোকের ছেলে, এমন লক্ষ্মীর ভাই, নিজেও এমন সাহসী সুজন ছিল, ওদের দুই ভাই ব'ল্‌কে রাজ্যি সুদ্ধ কে না ভালবাসে ? ভগবান এমন লোকেরও এমন করেন ? এত বড় রাজপুত্র কি না খগা পাগ্‌লা হলো !

দ্বি, প্র। ভগবানের দোষ কি ? শত্তুরে পাগল ক'রে দেবে তা ভগবান কি ক'র্ব্বেন ?

প্র, প্র। শত্তুরে ? সে কি ? এমন শত্তুরই বা ওঁর কে ?

দ্বি, প্র। সে অনেক কথার কথা ; সে তখন এক সময় ব'ল্‌বো—কিন্তু ভাই, আমি ওঁরে বেশ জানি ; উনি যখন পাগল হন নি, তখন আমি ওঁর সঙ্গে কতবার শীকার ক'র্ত্তে গিছি—আঃ কি চমৎকার স্বভাবই ছিল—ওঁর কত কড়িই খেয়েছি ! উনি পাগল হবার পরও আমি নিত্যিই প্রায় দেখ্‌তে যাই, কৈ চীৎকার মীৎকার, দৌরাত্ম্যি চৌরাত্ম্যি তো কক্ষণো কিছু নেই—যা কেবল আপন মনে বকা, আর কেবল নাগেশ্বরের নাম হলেই চ'ক্ রাঙিয়ে খট্‌মটিয়ে চাওয়া কি তলোয়ারখান খোলা—

প্র, প্র। তবে বুঝি নাগেশ্বরই ওঁর শত্তুর ?

দ্বি, প্র। চুপ্ কর—তাই বটে। সে যা হ'ক্ কি ব'ল্‌ছিলেম ?

প্র, প্র। ঐ যে, তলোয়ার খোলা—

দ্বি, প্র। হ্যাঁ, এ বই ওঁর তো আর কোনো উৎপাত নেই। তবে কেন আ'জ্ এমন ক'রে উনি চেঁচাচ্ছেন, এর অবিশ্যি কিছু হেতু আর মাহেত থা'ক্‌বে। র'সো আমি ডাকৃছি—ও রাজপুত্র! ও খগেন্দ্র যুবরাজ! একবার এই দিকে আসুন!

[ খগেন্দ্রের প্রবেশ ]

খগে। আর আসা! কেও জগন্নাথ? জগন্নাথ! সর্ব্বনাশ হলো—রাজা যাওয়া—সেই পপিষ্ঠ রাজ্য নেওয়া—সর্ব্বনাশ হওয়া—( সোপানদ্বারা মঞ্চে উঠিতে ২ ) সর্ব্বনাশ হওয়া—রাজা যাওয়া—রাণী যাওয়া—আঃ! ভগ্নী যাওয়া—আঃ! ভগ্নি! কমল! সোনার কমল! কোথা গেলি? হায়! কোথায় গেলি? হায় তোর দাদাকে কেন ফেলে গেলি? হায় কি হলো—

(মঞ্চোপরি দঁড়াইয়া বাহু বিস্তার পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে )

হা নগর বাসি! হা অযোধ্যাবাসি! উঠ, উঠাও; জাগ, জাগাও; খাঁড়া ধর; অসি খোল; বাণ ছাড়; সর্ব্বনাশ হলো, সর্ব্বনাশ হলো; রাজা যাওয়া, রাণী যাওয়া, পাপিষ্ঠ নাগেশ্বর রাজা হওয়া! ভগ্নী যাওয়া—হা ভগ্নি! ভগ্নি, ভগ্নি. ভগ্নি, হা ভগ্নি! কোথায় যাওয়া? হা রাজন্! হা রাজ্ঞি! হা ভগ্নি কোথায় যাওয়া? নগরবাসি! উঠ, উঠাও! জগন্নাথ! জগন্নাথ! নগরপালকে ডাকো—সখা বসন্তকে ডাকো—শীঘ্র যাও—শীঘ্র যাও—

জগন্নাথ। (প্র, প্রহরীর প্রতি) শোনো ভাই, আমি এঁরে বেস জানি, আর সেই কপট নাগেশ্বরকেও বেস জানি, ইনি প্রাণ গেলেও মিছে বল্‌বার লোক নন—অবিশ্যি রাজা রাণী আর এঁর ভগ্নী কমলার কোনো বিপদ হয়ে থা'ক্‌বে—যদিও ভাই ভেতরের

কথা ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, আর ঝড় জলে আমি যেন মর মর হইছি, তবু আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যেতে পারিনে; তোমার পাহারার সময়, তুমি পাহারা দেও; আমি ওঁর কথামত নগরপাল মশাইকে আর বসন্তদেবকে এখানে ডেকে আনি।

প্রহ। তাঁরা পাগলের কথায় আস্‌বেন ?

জগ। এই দেখ না, তাঁরা পাগলকে বিশ্বাস করেন কি না? (খগেন্দ্রের প্রতি) রাজপুত্র! তবে আমি নগরপাল মশাই আর বসন্তদেবকে ডেকে আনিগে, আপনি এখানে থাকুন—

খগে। যাও, যাও, শীঘ্র যাও; এখনি আনো, এখনি আনো—

[ জগন্নাথের প্রস্থান।

(উচ্চৈঃস্বরে) হা নগরবাসি! উঠ, উঠাও; জাগ জাগাও;—

[ অনুচর সঙ্গে নগর পালের প্রবেশ ]

নগ। একি? তুঙ্গ-রাজপুত্র খগেন্দ্র এমন গোল ক'র্চ্ছেন কেন?

প্রহ। মশাই! উনি ব'লছেন, রাজা, রাণী আর ওঁর ভগ্নী কোথায় গেছেন!

খগে। (উচ্চৈঃস্বরে) নগরপাল! সর্ব্বনাশ হওয়া; রাজা যাওয়া, রাণী যাওয়া, ভগ্নী যাওয়া—হা কমল! হা ভগ্নি! হায় রাজপুরী শূন্য হয়েছে দেখে এলেম রে!

নগ। এযে অসম্ভব কথা; অথচ খগেন্দ্রের মুখে এরূপ বৃথা প্রলাপও তো অসম্ভব। মহারাজ তো মৃগয়ায় গেছেন, আ'জ্ বসন্তোৎসব, তাঁর নিশ্চিত আস্‌বার কথা, কৈ তাও তো তিনি রাজধানীতে আসেন নি। তা বিপদ হয় মহারাজারই হতে পারে, রাণী আর কমলার কেন হবে? এযে কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে—

[ জগন্নাথের সঙ্গে বসন্তের প্রবেশ ]

খগে। বসন্ত! হা বসন্ত! সর্ব্বনাশ হওয়া—সর্ব্বনাশ হওয়া—রাজা যাওয়া, রাণী যাওয়া, কমল যাওয়া,—হা কমল! হা ভগ্নি! হা রাজন্! হায় রাজ্য যাওয়া, পাপিষ্ঠ নাগেশ্বর রাজ্য নেওয়া!

বস। সখে! কিসে রাজ্য যাওয়া? বিষে, না অসিতে?

খগে। না, বিষ না, অসিও না; ঋষি, ঋষি, ঋষি, বিশ্বামিত্র ঋষি, পাপিষ্ঠ নাগেশ্বরকে রাজ্য দেওয়া—বিশ্বামিত্র দেওয়া—তাই রাজা যাওয়া, রাণী যাওয়া, সোনার কমল যাওয়া, তোমার মল্লিকেও যাওয়া, রাজপুত্র যাওয়া, হায় রাজপুরী শূন্য হওয়া! (বসন্তের গ্রীবা বেষ্টন পূর্ব্বক) হা বসন্ত! প্রাণ যায়! কমল নাই—রাজা নাই—রাণী নাই—মল্লিকে নাই—রোহিতাশ্ব নাই—রাজপুরী শূন্য! হায় রাজপুরী শূন্য! দেখে এলেম সব শূন্য—সব শূন্য!

বস। ভাল সখে! বিশ্বামিত্র কি অভিশাপ দিয়েছেন?

খগে। অভিশাপ না, অভিশাপ না; রাজা মৃগয়ায় যাওয়া, কি অপরাধ করা জানি না—হা কমল! কোথায় গেলি?

বস। তাইতে ঋষি কি রাজাকে—

খগে। ঋষি রাজাকে ব'ল্লেন, যা চাবে তাই দিব—ঋষি রাজ্য চেয়ে রাজ্য পেয়েছেন—রাজা চ'লে এয়েছেন—পাপিষ্ঠ নাগেশ্বর ঋষির স্তব ক'চ্ছে—রাজ্য চাচ্ছে—দেখে এলেম সখা! স্বকর্ণে শুনে এলেম সখা—(সহসা অসি মোচন ও আস্ফালন) সেই পাপিষ্ঠ খেয়ে প'রে মানুষ হয়ে রাজ্য নেওয়া, মার্, মার্, মার্, (লম্ফদান পূর্ব্বক পতনোদ্যত ও বসন্ত কর্ত্তৃক ধৃত) মার্ পাপিষ্ঠকে মার্—খোল্, খোল্, সব অসি খোল্—নগরবাসি! উঠ, উঠাও; জাগ, জাগাও; মার, মার্, অসি খোল্—

বস। ( নগরপালের প্রতি ) মহাশয়! সকলই বুঝা গেল, সর্ব্বনাশ হলো—মহারাজ মৃগয়ায় গে বিশ্বামিত্র ঋষির আশ্রম না জেনে সেখানে হয় তো কোনো অপরাধ ক'রে থাক্‌বেন ; শেষ ঋষিকে সান্ত্বনা করবার জন্যে তিনি বিনয় ক'রে হয় তো এমন ব'লেছিলেন, আপ্‌নি যা ব'ল্‌বেন তাই ক'র্ব্বো—যা চাবেন তাই দিব। তিনি তো বিশ্বামিত্র ঋষি, সাম্রাজ্যই দান লয়েছেন ; হয় তো তার পর নাগেশ্বর কোনোরূপে তাঁরে প্রসন্ন ক'রে সেই সাম্রাজ্যের আধিপত্য ঋষির কাছে ভিক্ষা ক'রে নিয়েছে—রাজা হয় তো মনের দুঃখে, অভিমানে, লজ্জায় কারুকে না ব'লে রাণী, রাজপুত্র, কমলা আর মল্লি—দুই এক জনকে সঙ্গে ক'রে রাত্রেই চ'লে গেছেন—

খগে। গেছেন, গেছেন, রাত্রেই গেছেন! হায় কোথায় গেলেন?

নগ। কৈ মহারাজ তো নগরে আসেন নি?

খগে। এসেছেন, এসেছেন, অবশ্য এসেছেন, অবশ্য সঙ্গে ক'রে সব লয়ে গেছেন—হা কমল! কমল রে!—

বস। হয় তো গোপনে এসেছিলেন—

নগ। আঃ! এখন আমার চৈতন্য হলো—এখন আমার এক প্রহরীর কথা সম্পূর্ণ সত্য বোধ হ'চ্ছে। কি সর্ব্বনাশ! তখন যদি তা বিশ্বাস ক'রে ছুটে যাই, তবেই হয় তো মহারাজের দর্শন পাই! হায়! হায়! কেন তারে প্যাগল ব'লে উড়িয়ে দিলেম?

বস। প্রহরী কি বলেছিল?

নগ। যখন বড় দুর্য্যোগ, তখন একজন প্রহরী ছুটে এসে আমায় ব'ল্লে, যে একখানি গোশকটে কয়েক জন স্ত্রীলোক আর সেই সঙ্গে এক জন অশ্বারোহী নগরের বাইরে গেলেন। তার পর সে চুপি চুপি ব'ল্লে "যিনি ঘোড়ায়, তিনি ঠিক মহারাজের মত!"

বস। তবেই ঠিক—কোন্ দিগে? কোন্ তোরণ দে?

জগ। ( করযোড়ে ) অনুমতি হয় তো, আমিও যা দেখেছি—

বস। বল বল—শীঘ্র বল?

জগ। বড় দুর্য্যোগের সময়, এই মঞ্চের নীচে দে, ঐ রূপ একজন ঘোড়ায় চড়া এক খান বহেল গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন; অন্ধকারে দেখা আমাদের অভ্যেস আছে; যদিও আঁধারে ভাল ক'রে দে'খ্‌তে পাইনি, কিন্তু তবু তিনি যে একজন বড় নোক তা তাঁর আকার প্রকারে বেস বোধ হলো। সেই সময় গাড়ির মধ্যে একটী বালক কাঁদ্‌ছিল, তারে দু তিনজন স্ত্রীনোক ভুলোচ্ছিলেন, তাঁদের গলার সুরেও বুঝ্‌তে পাল্লেম তাঁরা সামান্যি ঘরের মেয়ে নন!

বস। তবেই সব দিগে মিলেছে—হায় অযোধ্যায় কা'ল্ কি কাল রাত্রিই এসেছিল! আকাশে যেমন, আমাদের অদৃষ্ট-আকাশেও তেম্‌নি দুর্য্যোগ ঘটেছে! হা রাজ্ঞি! হা কমল! হা রোহিতাশ্ব! (মৃদুস্বরে) হা মল্লিকে! হায় তোমরা কি অসহ্য কষ্টই পাচ্ছো!

নগ। যা হবার হয়েছে, এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভা'ব্‌লে কি হবে? চলুন, মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট সকলে যাই—

বস। নগরপাল মহাশয়! আপ্‌নি পিতাকে ব'লে তাঁর অনুমতি লয়ে সেনাপতির নিকট যা'ন, তিনি তাঁর সৈন্য সমাবেশ করুন, রাজধানী রক্ষা ক'র্ত্তে হবে—সিংহের আসনে শৃগাল ব'স্‌বে, আর আমরা হাত যোড় ক'রে তার কাছে দাঁড়াব—তার শৃগাল-আসনের নীচে ব'স্‌বো—তার আজ্ঞা পালন ক'র্ব্বো, এতো কখনই হবে না! হয়ে কেন মলুম না!

নগ। চলুন, আমরা আপনার মাননীয় পিতা মহাশয়ের কাছে যাই; এ অবস্থায় যা ভাল হয়, তিনি তার অবশ্যই বিধান ক'র্ব্বেন।

বস। না, আমি রাজানুসরণে যাব, আপনারা আমার নাম ক'রে

পিতাকে ব'ল্‌বেন, সূর্য্যবংশের প্রধান মন্ত্রী হয়ে কখনই খদ্যোতের আলোকে মুগ্ধ না হন!—মুগ্ধ! যারে গৃহে রা'খ্‌লে গৃহীর প্রাণ নাশ—যারে পদতলে দলিত ক'র্ত্তেও ঘৃণা করে, সেই খদ্যোতের আলোতে আবার মুগ্ধ! যারা বাদুড়, চাম্‌চিকে আর নিশাচর, তারাই তারে পেয়ে সুখী হ'ক্‌গে—গরুড় অবধি চড়া পর্য্যন্ত, যারা সূর্য্যালোকেই স্ফূর্ত্তি পায়, তারা কি তারে গ্রাহ্য করে? আমার এই কটা কথা পিতা মহাশয়কে জানাবেন! তাঁরে কিছুই জানাতে হবে না, তবু জানাবেন! আর আর সকল মন্ত্রী, সকল কর্ম্মচারী, সকল সেনা-নায়ক, সকল প্রকৃতি বর্গকে ব'ল্‌বেন, যে, যদি ব্রহ্মশাপে রাজ্য সুদ্ধ ভস্মীভূত হয়ে যায়, সেও ভাল, তবু যেন মিত্রদ্রোহী, প্রতিপা-লক-দ্রোহী, গুরু-দ্রোহী, উপকারী-দ্রোহী, অধিক কি রাজদ্রোহী নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ পামরাধমকে রাজা ব'লে কেউ যেন রসনার অবমাননা, আর্য্য নামে ধিক্কার আর কোশল রাজ্যের নামে দুরপনেয় চির কলঙ্ক রাখেন না! আমার আর অবসর নেই, নইলে, এখনি আমি নগরের পথে পথে এইরূপ দাহ্য পদার্থে আগুন জ্বেলে বেড়াতেম—এখনি আমি অযোধ্যাবাসীর ঘৃণা আর ক্রোধ রূপ অগ্নিরাশিতে স্বর্গের দেবতাদের পর্য্যন্ত তাপিত ক'রে তুল্‌তেম!

নগ। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে, আপনার গেলে কি ভাল হতো না?

বস। না, যতক্ষণ মহারাজ কোথায় কোন্ পথে কি রূপে গেলেন—যতক্ষণ তাঁদের সঠিক অনুসন্ধান না পাচ্ছি—যতক্ষণ মহারাজের স্বমুখে রোগের প্রকৃতি কি রূপ—এই অশ্রুতপূর্ব্ব ঘোর অত্যাচারের চরম সীমাই বা কোথায়, তা নির্দ্ধারণ ক'র্ত্তে না পাচ্ছি, ততক্ষণ আমার প্রাণ স্থির হ'চ্ছে না—কাজেই আপনাদের উপর ভার রেখে আমায় ছুটে যেতে হলো—এখন প্রভাত হয়েছে, আর বিলম্ব ক'র্ত্তে

পারিনে—প্রিয়সখে খগেন্দ্র! এস ভাই, আমরা যাই, তোমার প্রাণের ভগ্নীর সঙ্গে দেখা ক'র্ব্বে তো এস, শীঘ্র এস, ছুটে যাই এস!—তোমার অসি আছে তো?—আচ্ছা বেস!—জগন্নাথ! তুমি শীঘ্র যাও, আমার মন্দুরায় যাও, বলগে বাছের বাছ ভাল দুটী অশ্ব চ'ড়ে দুজন অশ্বপাল যেন হস্তিনার পথে ছুটে আসে, আমরা ততক্ষণ পদব্রজেই চ'ল্লেম!

[ খগেন্দ্রের হস্তধারণপূর্ব্বক প্রস্থান।

নগ। (স্বগত) মন্ত্রীপুত্র বসন্ত বড় বুদ্ধিমান, অত্যন্ত সাহসী, বুদ্ধে সাধ্যে এখনি বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বিয়াল্লিশকর্ম্মা—আমার তো ওঁর উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে—উনি যা ব'ল্লেন তাই কর্ত্তব্য। যাই, মন্ত্রী আর সেনাপতির নিকট গিয়ে রাজধানী রক্ষার উপায় দেখিগে—

[ বিশ্বামিত্র, পাতঞ্জল ও নাগেশ্বরের প্রবেশ ]

বিশ্বা। সেনাপতির নিকট গিয়ে রাজধানী রক্ষার উপায় করে কে? তুমি কে হ্যা বাপু?

( নগরপাল কম্পিতদেহে প্রণামপূর্ব্বক করযোড়ে দণ্ডায়মান )

তুমি কি রাজকর্ম্মচারী? তোমার কোন্ কর্ম্মের ভার?

নগ। আজ্ঞে, এ দাসকে মহারাজ দয়া ক'রে নগরপালের কর্ম্ম-ভার দিয়ে প্রতিপালন ক'চ্ছেন।

বিশ্বা। উত্তম! কিন্তু এখন কি কোনো বৈরী পক্ষ উপস্থিত, যে, রাজধানী আর রাজপুরী রক্ষার উপায় ক'র্ত্তে যাচ্ছিলে?

নাগ। আজ্ঞে, সবিশেষ জানিনে—

বিশ্বা। সবিশেষ জাননা? অথচ রক্ষার উপায় করা কর্ত্তব্য বোধ হয়েছে! আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা?

নাগ। (সকম্পিত) আজ্ঞে, একজন অপ্রকৃতিস্থ, ক্ষীণ-মস্তিষ্ক

ব্যক্তির মুখে মন্ত্রীপুত্র শুন্‌লেন, যে, মহারাজের অন্নে পালিত কোনো অকৃতজ্ঞ নাকি মহারাজের রাজ্য হরণে উদ্যুক্ত হয়েছে, তাই—

বিশ্বা। (সকোপে) একজন অপ্রকৃতিস্থ ক্ষীণ-মস্তিষ্কের মুখে শুন্‌লেন! তোমরা কি এইরূপে রাজ্য ক'রে থাক? তোমাদের মন্ত্রীপুত্র অপ্রকৃতিস্থ লোকের কথায় তোমাকে রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত নিয়োগ ক'ল্লেন?

নগ। আজ্ঞে, সে ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ বটে, কিন্তু জানা আছে, মিথ্যা কথা বা প্রলাপ বাক্য কখনই কয় না!

বিশ্বা। সে মিথ্যা কয় না—প্রলাপ কয় না! তবে কি কয়েছে? সে কি বলেছে, সেই অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি সৈন্য সমাবেশ ক'রে রাজ্য হরণ ক'র্ত্তে আস্‌ছে?

নগ। না ততদূর নয়—সে যে কি বলেছে, আমি তা ভাল বুঝ্‌তে পারিনি—কিন্তু মন্ত্রীপুত্র—

বিশ্বা। মন্ত্রীপুত্র? কেন মন্ত্রী কি গতায়ু হয়েছেন? এখন কি মন্ত্রীপুত্রের কথাতেই রাজ্য চলে?

নগ। আজ্ঞে, তেমন নয়; তিনি এই সংবাদটী তাঁর পিতাকে জানাতে বলেছেন, আর সেনাপতি মহাশয়কেও সাবধান হতে ব'লে দেছেন—জনরবটা যাহ হ'ক্, সতর্ক থাকায় দোষ কি?

বিশ্বা। সতর্ক থাকায় দোষ কি? এ সব কি ছদ্ম কথা নয়? এই ব্যবহার আমার সঙ্গে? ভাল দেখা যা'ক্! কৈ যিনি তোমাকে আজ্ঞা দিলেন, তিনি কৈ? সেই বড় বিজ্ঞ, বড় বীর, বড় ধীর, মন্ত্রীপুত্র কৈ?

নগ। আজ্ঞে, তিনি রাজানুসরণে গেলেন—

বিশ্বা। রাজানুসরণে? কেন তোমাদের রাজা কোথায়?

নগ। শুন্তে পাচ্ছি, মহারাজ নাকি গোপনে রাজধানী ত্যাগ ক'রে গেছেন।

বিশ্বা। রাজধানী ত্যাগ ক'রে গেছেন? গোপনে! এখনি! তবে যেন যা দান করেছেন, তা সন্তোষে নয়! তবে যেন দান কার্য্যটী তাঁর লজ্জাস্কর হয়েছে! তাঁকে দেখ্‌তে পেলে আমি ব'ল্‌তেম, তাঁর এমন দান আমি চাইনে! তাঁর উচিত ছিল, তাঁর বিজ্ঞ আর বীরত্বাভিমানী রাজপুরুষবর্গকে ব'লে যাওয়া—আর কিছু বলুন না বলুন, তাঁর দান করা সম্পত্তিতে কেউ আপত্তি না করে—দুঃখী ব্রাহ্মণ দেখে কেউ বলপূর্ব্বক তাড়িয়ে না দেয়, অন্ততঃ এই একটা ইঙ্গিত দিয়েও তাঁর গমন করা উচিত ছিল!

নগ। আজ্ঞে, সিংহাসন ত্যাগ করাতেই প্রকারান্তরে তাঁর বলাই তো হয়েছে!

বিশ্বা। বলাই হয়েছে, এমন বোধ কর? ভালই—ভাল, তাঁর সঙ্গে গেল কে?

নগ। আজ্ঞে, শুন্‌তে পাচ্ছি, আর কেউ না কেবল মহিষী, রাজপুত্র আর মহিষীর দুই একটী সহচরী মাত্র।

বিশ্বা। সহচরী? সহচরী কি কোনো সহচরের উপর তাঁর অধিকার তো তিনি রাখেন নি!—যা'ক্‌, সে কথা তোমাদের কাছে বলা বৃথা—

নাগে। সহচরী কে কে?

( নাগেশ্বরের প্রতি নগরপালের ঈষৎ রোষ-কষায়িত বক্রদৃষ্টি ও অসিতে হস্ত দান )

পাত। ( জনান্তিকে নাগেশ্বরের প্রতি ) সহচরী কহচরীর কথায় এখন তোমার কাজ কি? প্রকৃত কথা কও না? আগে ধনাগার টনাগার রক্ষার উপায় গে দেখ না? তার পর ব্রাহ্মণ যাগের আয়োজনটাও ক'র্ত্তে বলনা?

বিশ্বা। (সহাস্যে) কেন নগরপাল! উনি যা প্রশ্ন ক'ল্লেন, তার উত্তর না দিয়ে, কেবল আড়ে আড়ে কোপদৃষ্টি ক'ল্লে যে? — উনি কে, এখনও কি জাস্তে পারনি? —

[ জগন্নাথ ও অন্যান্য প্রহরীর সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর প্রবেশ ]

এই যে, তোমাদের প্রধান মন্ত্রীই স্বয়ং এসেছেন, এখন তুমি ত্রাণ পেলে—

মন্ত্রী। (অবলুণ্ঠনান্তে করযোড়ে) আ'জ্ বড় ভাগ্য, প্রভুর পদার্পণে অযোধ্যা ধন্য হলো! কিন্তু রাজপথে—চত্বরে কেন? রাজপুরী বা দীনদাসের কুটীর কি পবিত্র হবে না?

বিশ্বা। (সহাস্যে) এখন নিত্য হবারই সম্বন্ধ হয়েছে—তোমরা রাখ্‌লেই হয়!

পাত। (স্বগত) নিত্য সম্বন্ধ! তবে কি প্রতিনিধি নয়—স্বয়ং? তা হয়তো বেস হয়!

মন্ত্রী। প্রভো! ভ্রান্ত মানব পদে পদেই অপরাধী—সামান্য সম্পত্তি-পদের লালসা তাদের, পরম পদ লাভের ঘোর বিবাদী—তারা কি দেব ঋষিদের সহিত যথোচিতরূপে সম্বন্ধ রাখ্‌তে সমর্থ হয়? নিতান্ত নির্ম্মলতা—একান্ত লোভ-রাহিত্য ব্যতীত কি দেবতা আর ঋষিদের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক রাখা সম্ভব? সেরূপ নির্ম্মল, সেরূপ নির্লোভ, সেরূপ নিরভিমান ইহলোকে কে? কাজেই সেই প্রার্থনীয় পবিত্র সম্বন্ধ রাখা এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার! তবে যদি দেবদ্বিজ মহাশয়েরা দয়া ক'রে নিজগুণে আমাদের অপরাধ উপেক্ষা ক'রে সম্বন্ধ রাখেন, তা হলেই রয়, নইলে প্রভো আমাদের সাধ্য কি?

বিশ্বা। তোমাদের সাধ্য কি? তোমাদের সাধ্য ভক্তি! এই দেখ, তোমাদের মহারাজা কেবল ভক্তি গুণেই ত'রে গেলেন, নইলে ব্রহ্মকোপানলে রাজ্য সুদ্ধ কা'ল্ দগ্ধ হতেন!

মন্ত্রী। কেন প্রভু! এমন হয়েছিল কেন? আমাদের মহারাজ তো এমন আচরণের অযোগ্য, যাতে ব্রহ্ম-কোপানল প্রজ্জ্বলিত হতে পারে? তবে যদি অজ্ঞানকৃত কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা!

বিশ্বা। জ্ঞানকৃত হ'ক্, অজ্ঞানকৃত হ'ক্, অপরাধ তো হয়েছিল—

মন্ত্রী। তবে কি প্রভু! অজ্ঞানকৃত অপরাধেও দণ্ড আছে? অ-জ্ঞানকৃত দোষও কি ব্রহ্ম-কোপানলের ইন্ধন হয়?

বিশ্বা। স্থল বিশেষে,—বিষয় বিশেষে হয় বৈ কি, নইলেই বা হলো কেন?

মন্ত্রী। অজ্ঞানকৃত অপরাধের যখন এত দণ্ড, তখন প্রভু! জ্ঞানকৃত পাপের তো প্রায়শ্চিত্ত নাই?

বিশ্বা। আ'জ্ আমি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতে আর ধর্ম্মের বিচার ক'র্ত্তে আসি নাই—আ'জ্ কেবল তোমাদের জানাতে এসেছি, তোমাদের আর তোমাদের রাজ্যের মস্তক যিনি, তিনি যখন অজ্ঞান-কৃত পাপের জন্য তাঁর পৈতৃক আর স্বোপার্জ্জিত এত বড় সাম্রা-জ্যটী দিতে বাধিত হয়েছেন, তখন তাঁর হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যাঁরা, তাঁরা যেন সাবধান হন—তাঁরা যেন জ্ঞানকৃত অপরাধে ব্রহ্ম-কোপানল জ্বেলে সবংশে ছারখার হয়ে পুড়ে না মরেন! কেমন বুঝেছ তো?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, বুঝা আর বুঝানো কি? বিচার ক'র্ত্তে যখন আসেন নি, তখন বিচারে হ'ক্ অবিচারে হ'ক্, প্রভুর ইচ্ছামতই আদেশ হ'ক্; কেবল শ্রবণ আর পালন করা আমাদের কর্ত্তব্য কাজ বৈ তো না, আমরা তৎপক্ষেই যত্নবান্ থাকি!

বিশ্বা। উত্তম! সূর্য্যবংশের প্রধান মন্ত্রীর উপযুক্ত কথাই বলেছ; বৈধাবৈধ, কিছুই তোমাদের বিচার ক'রে কাজ নেই—ক'ল্লেও ভাল

হবে না—তোমাদের মহারাজ যা ক'রে গেছেন, আর আমি যা বলি, অবিচার্য্যরূপে তাই পালন করাই তোমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য আর শ্রেয়ঃ। তবে আর বৃথা সময় কি বাক্য ব্যয়ের আবশ্যকতা কি? মুল কথা শুন;—রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁর সাম্রাজ্য সহিত সমুদয় প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য; স্থাবর অস্থাবর; সজীব, নির্জীব সম্পত্তি আমাকে দান করেছেন—কেবল তাঁর নিজের দেহ, পত্নী আর পুত্র ভিন্ন আর কিছু-তেই তাঁর অধিকার নেই! কেমন, এতে তোমাদের কোনো সন্দেহা-পত্তি আছে?

মন্ত্রী। যাঁর বস্তু তিনি দান করেছেন, আমাদের আর আপত্তি কি?

বিশ্বা। উত্তম! তার পর শুন;—এই সাম্রাজ্য এখন আমার, বটেতো? ভাল! যখন ইটী তোমাদের রাজার ছিল, তিনি কি এর সকল বিভাগ আপনি শাসন ক'র্ত্তেন? না বহু স্থলে প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা নিয়োগদ্বারাই প্রজাপালন ক'র্ত্তেন?—শেষেরটী অবশ্যই হতো—ভাল! আমিও তেম্‌নি প্রতিনিধি দ্বারা শাসন ক'র্ত্তে চাই—এই নাগেশ্বর আমার প্রতিনিধি-পদে নিযুক্ত হলেন—

সকলে। নাগেশ্বর?

বিশ্বা। হাঁ, নাগেশ্বর—(সদর্পে ভূমে পদাঘাত পূর্ব্বক) হাঁ, নাগেশ্বর—আবার বলি—হাঁ, নাগেশ্বর—কে না বলে বলুক্! হাঁ, ইনিই কোশলের সিংহাসনে আমার স্বরূপ হয়ে রাজত্ব আর রাজধানী রক্ষা ক'র্ব্বেন—অধীন রাজ্য সমূহে ইনিই প্রতিনিধি প্রেরণ বা এঁর ইচ্ছামতে পূর্ব্ব প্রতিনিধি আর রাজগণকে পদস্থ রাখ্‌তে পার্ব্বেন! ফলকথা, রাজা হরিশ্চন্দ্র যা যা ক'র্ত্তেন, ইনিও তাই তাই ক'র্ব্বেন। কেমন, এতে তোমাদের কোনো অমত আছে?

মন্ত্রী। আপত্তি থাকুলেই বা প্রভুর সাক্ষাতে ব্যক্ত ক'র্ত্তে কে সাহসী হবে?

বিশ্বা। কি আপত্তি, তবু একবার শুনি ?

মন্ত্রী। অভয়দান পূর্ব্বক অনুমতি করেন তো—

বিশ্বা। ভাল—একবারের নিমিত্ত অভয়—

মন্ত্রী। তবে প্রভু! এই আপত্তি—প্রভু প্রশ্ন ক'ল্লেন, আমাদের মহারাজা কি সাম্রাজ্যের বহু অংশ প্রতিনিধি দ্বারা শাসন ক'র্ত্তেন না ?

বিশ্বা। তা কি নয় ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে তাই বটে; কিন্তু যে প্রতিনিধি যে ভুভাগের নিমিত্ত মনোনীত হতেন, সে দেশের অধিকাংশ প্রজারা যদি তাঁকে না চাইত, তবে আমাদের মহারাজ তাঁকে, (আপনার পরম বন্ধু হলেও) আর তথাকার জন্য নিয়োগ-পত্র দিতেন না! কিম্বা তাঁরে সে পদে আর রাখতেন না!

বিশ্বা। সে ব্যক্তি নির্দ্দোষী হলেও এরূপ ক'র্ত্তেন ?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ; কেননা মহারাজ ব'ল্‌তেন, যখন দেশের অধিকাংশ প্রজা এত দূর অনিচ্ছুক বা প্রতিকূল, তখন আমাদের চক্ষে এ ব্যক্তি নির্দ্দোষী হলেও সে অঞ্চলের পক্ষে অবশ্যই অযোগ্য! মহারাজের সংস্কার আছে, যে, রাজা প্রজাতে পিতা পুত্র সম্বন্ধ; রাজা যদি স্নেহ আর ন্যায় পূর্ব্বক শাসন করেন, তবে শাসিত দেশের লোক আপনা হতেই অবশ্য তাঁর বশীভূত—অবশ্যই তাঁর অনুগত—অবশ্যই তাঁর পদ-মর্য্যাদা সমর্থনার্থ লালায়িত হয়; সুতরাং অধিকাংশ প্রকৃতিপুঞ্জ যার প্রতিকূল বা বিদ্বেষী, সে ব্যক্তি কখনই যোগ্য রাজা বা যোগ্য শাসনকর্ত্তা নয়। সুদ্ধ নিরপেক্ষ ভাবে রাজনীতি পালন ক'ল্লেই সুশাসক হয় না, প্রজার প্রতি বাৎসল্য-বিরহিত হলে, সোনার শাসনও লৌহময় কুশাসনের আকার ধারণ করে! আমাদের রাজসংসারে এইরূপ প্রথাই চ'লে আসছে, প্রভুকে

সেইটী জানানো আমার উদ্দেশ্য—প্রভু না জান্‌লে ব্যবস্থা ক'র্বেন কিরূপে? এখন নিবেদন ক'রে নিশ্চিন্ত হলেম, যা ভাল হয় বিধানাজ্ঞা হ'ক্!

বিশ্বা। তবে যেন তোমার মতে আমার প্রতিনিধি নাগেশ্বরের প্রতি এ রাজ্যের সকলে প্রতিকূল?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, এ দাসের মতামতে কি এসে যায়? রাজ্যসুদ্ধ প্রজার অভিমতি গ্রহণ ক'ল্লেই সমস্ত বিদিত হবে!

বিশ্বা। তবে কি আমাকে বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়াতে হবে, যে, "হ্যাঁগা, তোমরা কি আমার প্রতিনিধিকে ভাল বাস না? হ্যাঁগা তোমরা কি আমার প্রতিনিধির প্রতি অনুকূল নও?" তোমাদের মহারাজা কি ইই ক'রে বেড়াতেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, না প্রভু, তা কিছুই ক'র্ত্তে হবে না—

বিশ্বা। তবে কি?

মন্ত্রী। প্রভু সেই পূর্ব্ব প্রথার পক্ষপাতী আছেন, ইটী জান্তে পাল্লে প্রজারা আপনারাই এসে শ্রীপাদপদ্মে মনের অভিপ্রায় নিবেদন ক'রে যাবে, কি তাদের মনোগত অভিপ্রায়মূলক প্রার্থনা পত্র পাঠিয়ে দেবে!

পাত। (রাজর্ষির প্রতি করযোড়ে) আপনার তপ জপ বিস্তর আছে, আপনি তো দেখ্‌ছি সাবকাশ পাবেন না; তা অনুমতি হয় তো, আমি দিন কতক রাজধানীতে থেকে, প্রজাদের অভিপ্রায় আর প্রণামী টুণামী সংগ্রহ ক'রে লয়ে যাই?

বিশ্বা। ছি পাতঞ্জল! অর্থে তোমার এত লোভ! ধনে যদি এত লালসা, তবে গ্রাম্য উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন না ক'রে তপোবনের ক্লেশ স্বীকার ক'র্চ্ছো কেন? গ্রাম্য অধ্যাপকের শিষ্য হলে, সর্ব্বদা ক্রিয়া কর্ম্মের বিদায় প্রভৃতি প্রচুর দাতব্য তো পেতে পার্ত্তে!

পাত। আজ্ঞে তা নয়—এদাস নিজের জন্য কিছু মাত্র ব্যস্ত নয়—প্রভু একটা মহা যজ্ঞের সংকল্প করেছেন, তার দক্ষিণার জন্য প্রচুর ধন তো চাই; রাজা হরিশ্চন্দ্র সেই অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তো এখন নিঃস্ব হয়ে প'ড়্‌লেন; তাই ব'ল্‌ছিলেম, বলি আবার কোনো রাজা রাজড়ার ঘাড়ে না চাপিয়ে অথবা কারোর কাছে ভিক্ষে না চেয়ে, আপনাদের নিজের রাজ্য মধ্যেই একটা মাথট্‌ টাথট্‌ বসিয়ে সংগ্রহ ক'ল্লেই বা হা'ন্‌ কি? নিজের রাজ্য থাক্তে, পরের কাছে হাত পাতা কি ভাল?

নগ। হায়! হায়! হায়! ওর চেয়ে এই পাতঞ্জল ঠাকুর যদি প্রতিনিধি হন, তাও উত্তম!

পাত। তা হলে আমি এক দিনেই (আড়ে আড়ে ঋষির প্রতি দৃষ্টি) অমন একশটা যজ্ঞের দক্ষিণা সংগ্রহ ক'রে তপোবনে পাঠিয়ে দিই!

বিশ্বা। (সহাস্যে) পেলে? প্রজারকেমন সুহৃদ্‌ রাজা দেখ্‌লে?

পাত। সে কি প্রভু? সাপও ম'র্ব্বে লাঠিও ভাংবে না—দক্ষিণাও উঠ্‌বে, প্রজারাও টের পাবে না! এ না ক'র্ত্তে পাল্লে আর রাজবুদ্ধি কি? প্রজাপীড়ন ক'রে দক্ষিণা সংগ্রহ! তাও কি হয়? তেমন রাজত্ব কিআমি করি?

নগ। উনি যদি রাজা হন, আমি প্রতিভূ থাকুছি, প্রজারা আপনারা ইচ্ছা পূর্ব্বক সন্তোষে যদি রাজকর কি রাজর্ষির যজ্ঞাদির যত ব্যয় সব না দিয়ে যায়, তবে আমি যত কথা ব'ল্‌ছি সব মিছে!

পাত। (মৃদুস্বরে) তবে আর কি? অযোধ্যার নগরপাল নিজে যার প্রতিভূ, আর প্রজারা নিজে যারে চায়, তার হবে না; কিন্তু যার প্রতিভূ নাই, যার প্রতি প্রজার মন নাই, তার হবে; এর বাড়া আশ্চর্য্য আর কি?—

বিশ্বা। তবে কি পাতঞ্জল! তুমিও একজন প্রার্থীরূপে দণ্ডায়মান হলে?

পাত। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) আজ্ঞে, দণ্ডায়মান আর কি? প্রভুর ইচ্ছা হলেই দণ্ডায়মান—প্রভুর ইচ্ছা না হলেই প্রলম্বমান—প্রভুর ইচ্ছাই সব—এদাসের আর দণ্ডায়মান হওয়া কি?

বিশ্বা। যা'ক্‌, বৃথা কথায় সময় ক্ষেপণ করা উচিত নয়। শুন মন্ত্রি! এরাজ্য এখন আমার; আমি নাগেশ্বরকে প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত ক'ল্লেম; আমি তোমার দ্বারা এইরাজ্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবল্লোককেই জানাচ্ছি, যদি তাদের ইহপারলৌকিক মঙ্গলের বাসনা থাকে, তবে যেন কেউ আমার ইচ্ছার প্রতিবাদী না হয়! যে দিন শুন্‌বো তোমাদের বর্ত্তমান মহারাজা নাগেশ্বরের পদমর্য্যাদা ও ক্ষমতার বিরোধে কেউ উত্থিত হয়েছে—কেউ চুঁ শব্দটী করেছে, সেই মুহূর্ত্তেই জান্‌বে তার সর্ব্বনাশের দ্বার মুক্ত হলো!

পাত। (স্বগত) জানাই আছে—ব'াম্‌নে কপাল পাথর চাপা!

বিশ্বা। আর আমি ইচ্ছা করি, তোমরা যে যেমন কর্ম্মে নিযুক্ত আছ, সে সেই কর্ম্মে থেকেই রীতিমত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ক'র্ত্তে অণুমাত্র শিথিলযত্ন না হও!

মন্ত্রী। (করযোড়ে) প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য! কিন্তু কর্ম্ম করা আর না করা, তাও কি কর্ম্মচারিদের স্বাধীন প্রবৃত্তির অধীন থা'ক্‌বে না? যদি কারো রাজকর্ম্মে আর প্রবৃত্তি না থাকে, যদি বয়স কি রোগ জন্য কর্ম্মে কেউ অপারগ হয়, কিম্বা অন্য কোনো কারণে কারো যদি নূতন প্রভুর সেবায় অভিরুচি না জন্মে, তথাপি কি তাকে বাধ্য করা হবে?

নাগে। (ঋষি সমক্ষে জানুপাতনপূর্ব্বক করযোড়ে) প্রভো! এবিষয়ে এদাসের একটী নিবেদন আছে; অনিচ্ছুক কর্ম্মচারীর দ্বারা

কার্য্যহানি বই কার্য্য-সাফল্য সম্ভবে না। রাজকার্য্য অত্যন্ত গুরুতর কাজ; রাজার নিজের বিশ্বাসী ভৃত্য ব্যতীত অন্যের উপর ভার থা'কলে, প্রজাপালনে নিতান্তই ব্যতিক্রম ঘটে। অতএব বিনীত প্রার্থনা, এদাস যেন স্বীয় মনোমত কর্ম্মচারী গণকে মনোনীত ক'র্ত্তে-পারে, দাসের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা হ'ক্! বিশেষতঃ কর্ম্মচারী প্রাপ্তি পক্ষে এদাসের কিছুমাত্র অপ্রতুলতা নাই—আমার স্বর্গীয় পিতার মন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, শরীর-রক্ষক প্রভৃতি সৈনিক-গণ সকলেই বহুদিন হতে এই নগরেই বাস ক'র্চ্ছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র আমার পিতৃরাজ্য আমায় দেবেন ব'লে তারা প্রত্যাশান্বিত হয়ে কষ্ট সহ্য ক'রেও কাল হরণ ক'র্চ্ছে—সংবাদ পাবা মাত্র তারা এখনি এসে এদাসের আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত হবে—

পাত। ( স্বগত ) " যেমন দেবতা যিনি, তেমনি স্বরূপা তিনি, সেই মত ভূষণ বাহন !" এসব ভাল লোক ভাল লাগ্‌বে কেন ? চোরের সঙ্গী চোর, কথাই আছে !

বিশ্বা। উত্তম ! তবে তাই হ'ক্! আমি এখন চ'ল্লেম—তোমার অভিষেকের একটা উত্তম দিন দেখে ব'লে পাঠাব, তুমি তার আ-য়োজনে থাক; চতুর্দ্দিগের রাজা আর ঋষিগণকে নিমন্ত্রণ কর, রাজকার্য্যও সাবধানে যথারীতি নির্ব্বাহ ক'র্ত্তে থাক; অভিষেকের দিন আমি এসে সমারোহ পূর্ব্বক সে শুভ কাজ সম্পন্ন ক'রে যাব। ( পাতঞ্জলের প্রতি ) এস পাতঞ্জল, আমরা যাই—তুমি ভাল কথা মনে ক'রে দিয়েছ; রাজা হরিশ্চন্দ্র এখনও যে প্রতিশ্রুত দক্ষিণার ধন দেননি—এসো দেখিগে তার কি হয় !

[ বিশ্বামিত্র, পাতঞ্জল ও নাগেশ্বরের প্রস্থান।

মন্ত্রী। তোমরা জান, বসন্ত কোথায় গেছেন ?

নগ। আজ্ঞে, তিনি খগেন্দ্রকে সঙ্গে ক'রে রাজানুসরণে গমন করেছেন।

মন্ত্রী। ভালই করেছে—আমাদেরও তাই কর্ত্তব্য—এ শূন্য নগরে আর এক তিলও থাক্তে ইচ্ছা নাই; ঋষির শাপের ভয়ও করিনা—কেবল আমি গেলে দুষ্ট কুচক্রীরা আরো প্রশ্রয় পাবে—আরো দুঃখী লোককে পীড়ন ক'র্ব্বে—অন্ততঃ বসন্তের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করা যা'ক্—চল আমার বাটীতে গিয়ে সকলে পরামর্শ করি!

[ সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

---

# তৃতীয় অঙ্ক।

---

নদীতীর—তরুতল।

[ কমলের প্রবেশ ]

কম। (স্বগত) বাঃ! এই যে দিব্য রমণীয় স্থানটী—সহকার আর মধুবৃক্ষ কয়টী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে যেন দাঁড়িয়ে আছে; প্রত্যেকের শাখা প্রশাখায় কেমন ঘন পল্লব; তায় নব বসন্তের কচিকচি পাতা; কি মনোহর দৃশ্য! সহকারের মুকুল আর মধুবৃক্ষের ফুটন্ত ফুলের গন্ধে চার্ দিক্ কি আমোদই করেছে! আঃ! ভ্রমরের কি চমৎকার ঘুম-পাড়া'নে গুন্ গুন্ শব্দ শোনা যা'চ্ছে! রাজা রাণী যেমন ক্লান্ত হয়েছেন—ফাল্গুনের প্রখর রৌদ্রে সকলেই যেমন দগ্ধ-প্রায় হয়ে উঠেছি, বিশ্রামের তেম্নি স্থানই পেয়েছি। নদী দূরে নয়—বারি-কণা সিক্ত শীতল বাতাস কেমন ফুর্ ফুর্ ক'রে আস্‌ছে! আঃ শরীর যুড়ুলো! আবার রাজ পথও দূরে নয়, চাই কি শকট খানা

আর একটু সরিয়ে আ'নলে এখান থেকে দেখাও যেতে পা'র্ব্বে—এই স্থানেই তাঁদের ডাকি। (প্রকাশে উন্নত স্বরে) প্রিয় সখি! এই দিকে—সখি মল্লিকে এই দিকে— রোহিতাস্য আর দেবীকে এই দিকে লয়ে এস, বড় রম্যস্থান পেয়েছি!

নেপথ্যে। পেয়েছ! ছায়া আছে তো?

কম। ছায়া? ছায়া, হাওয়া, সৌরভ, সুদৃশ্য, সব আছে; আর বিলম্ব ক'রোনা, দেবীর বড় কষ্ট হ'চ্ছে। মহারাজকেও আ'সতে বল; আমি স্থান পরিষ্কার ক'চ্ছি, বিদুরকে শয্যা আন্তে ব'লে দাও। (স্বগত) আঃ! কি শয্যাই বা আ'নবে? ভাগ্যে রাজার ইচ্ছামত কখানা স্থূল আস্তরণ আমরা গায় দিয়ে এসেছিলেম, তাই দেবীর সুমার্জ্জিত কোমল শরীর শকটের অপরিষ্কৃত কঠিন শয্যার হাতে কথঞ্চিৎ রক্ষা হ'চ্ছে—হায় হায়! দুরন্ত দৈব না পারে এমন কর্ম্মই নেই—আঃ! রাজচক্রবর্ত্তী হরিশ্চন্দ্র আর তাঁর পাটরাণী শৈব্যার একখানি পাতঙ্কির জন্যেও অরণ্যে রোদন ক'র্ত্তে হলো! ধিক্ দৈব ধিক্ তোমাকে! ধিক্ নরলোকের গর্ব্বকে! ততোধিক শত ধিক্ আমার অদৃষ্টকে!—হায়! আ'জ্ যদি আমার তেজস্বী পিতা থাক্তেন—পিতা না থাকুন, আ'জ্ যদি পিতার রাজ্যও দাদার থাক্তো, তবে রাজা রাণীর বিপদ হলোই বা! আ'জ্ কেন আমি তাঁদের নে আমার পিতৃভবনে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করিনা! এখন সে রাজ্য মহারাজের নিজের অধীনে আছে ব'লেই না নিষ্ঠুর ঋষির অধিকার-ভুক্ত হলো! হায়! দাদা যদি স্বভাবে থাক্তেন, তবুতো আপনা-দের স্বত্ব বুঝে নে অনায়াসে রাজা রাণীকে সেই সিংহাসনে বসিয়ে পূজা ক'র্ত্তে পার্ত্তেম! দগ্ধ বিধি তাতেও বিবাদী হলো—সে সুখেও বঞ্চিত ক'ল্লে! এমন দুরদৃষ্ট কি কারো হয়? (রোদন) হায়! দাদা যে কোথায় রইলেন—আমাকে না দেখে যে কি ক'চ্ছেন,

কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাও জান্তে পাল্লেম না—পাগল হ'ন্ আর যাই হ'ন্ সঙ্গে থাকলেও তো এঁদের লোক-বল হতেন—

[ শৈব্যা ও শিশু-ক্রোড়স্থা মল্লিকার প্রবেশ ]

শৈব্যা। (শশব্যস্তে কমলার গ্রীবাবেষ্টন পূর্ব্বক অঞ্চল দ্বারা মুখ মুছাইতে মুছাইতে) ও কি কমল? তুমি কেঁদে কেঁদে আত্ম-হত্যা ক'র্ব্বে নাকি? কি ক'র্ব্বে বল?—অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাতে পারে? মহারাজ এত হিতোপদেশ দিলেন, তবু যদি আমরা এমন ক'রে কাতর হই, তবে তাঁকে অত্যন্তই কষ্ট দেওয়া হবে! চুপ কর, দিদি চুপ কর—মহারাজ আস্ছেন; এসো আমরা মনের আগুন চেপে রেখে যত পারি হেসে খেলে তাঁকে সুস্থ রাখ্বার চেষ্টা করি। বিধাতার মনে যা ছিল, হয়েছে; এখন এই কটা প্রাণীতে আর বিচ্ছেদ না ঘটে!

কম। হা দেবি! এই সঙ্গে যদি দাদাকে পেতেম, তবে আপনি যেখানে থাকুন, আপনার চরণ দেখেই আমি স্বর্গ-সুখ জ্ঞান ক'র্ত্তেম—

শৈব্যা। কমল! তোমার দাদা অবশ্যই আ'স্বেন। মহারাজ এই মাত্র আমাদের ব'ল্ছিলেন, আমরা একটা স্থানে গিয়ে স্থির হতে পা'ল্লে তোমার দাদার তত্ত্বে বিদুরকে পাঠিয়ে দেবেন—তাঁকে না পাওয়া পর্য্যন্তই লোকালয়ে থাকা—খগেন্দ্র এলেই মহারাজ নির্জ্জন বনবাসের উদ্যোগ ক'র্ব্বেন! (রোদন)

মল্লি। ওকি? আপনিও যে চ'কের জল ফেল্লেন—এই না আপনি কমলকে ব'ল্ছিলেন?

কম। (স্বীয় অঞ্চল দ্বারা রাণীর নয়ন মুছাইতে মুছাইতে) দেবি! আমি সকল সইতে পারি, আপনার চ'কের জল দেখ্তে পারিনে—আপনার চক্ষের এক বিন্দু জল আমার মাথায় যেন এক

একটী বজ্রাঘাত বোধ হয় ! কিন্তু হায়, সে জল মুছাবার প্রবোধ কিছুই নাই ; লোকের শোক দুঃখের সময় আপনার জনে কত কি ব'লে প্রবোধ আর আশা দিতে পারে, কিন্তু আপনার দুঃখে প্রবোধ দিই এমন কিছুই ভেবে পাইনে—আপনার দুঃখের পার নেই—আপনার দুঃখের তুলনা দেখিনে ! এর পূর্ব্বে জগতে এমন কারো যে ঘটেছে, তা তো কোনো শাস্ত্রে কোনো পুরাণে লেখে না ! বরং আ'জ্ অবধি সংসারে আপনাদের কথাই তুলনার জন্যে থা'কৃলো—আ'জ্ অবধি যার অত্যন্ত দুঃখ ক্লেশ হবে, লোকে আপনাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়েই তারে সান্ত্বনা ক'র্ব্বে ! হায়, এর চেয়ে দুরবস্থা নরলোকে আর কি হতে পারে ? কিন্তু তবু আপনাকে ধৈর্য্য ধ'র্ত্তে হবে ; মহারাজ বেঁচে থাকুন, সোনারচাঁদ রোহিতাস্য বেঁচে থাকুক, তাঁদের জন্যেই আপনাকে স্থির হতে হবে; তাঁদের মুখ চেয়েই আপনাকে দুণো বল ক'র্ত্তে হবে ; তাঁদের মঙ্গলের জন্যেই আপনার কান্নার চ'কৃকেও হাসাতে হবে ! আপনাদের নিষ্পাপ জীবন, কখনো কারোকে দুঃখ দেন নাই, সুখই বিতরণ করেছেন, ভগবান কখনই আপনাকে চির দুঃখ-সাগরে ভাসাবেন না, এই আশাতেই আপনাকে শক্ত ক'রে বুক বাঁধ্‌তে হবে ! চুপ করুন—পায়ের শব্দ পাচ্ছি, মহারাজ বুঝি আ'স্‌ছেন—

[ বিদুরের প্রবেশ ও তৎকর্ত্তৃক আস্তরণ বিস্তার ]

শৈব্যা। আর আস্তরণ কেন ? দূর্ব্বার গাল্‌চে আর পাতার আসন, এই তো এখন অভ্যাস ক'র্ত্তে হবে ! (দীর্ঘ নিশ্বাস)

[রাজার প্রবেশ ]

রাজা। মহিষি !—না, আর মহিষী ব'লে সম্বোধন করাটাও ভাল নয়—যত দিন লোকালয়ে, তত দিন তো নয়ই ! প্রিয়ে !—না.

তাও না—সামান্য গৃহস্থেরা যে পদ্ধতিতে চলে, তাই করা উচিত! —শৈব্যা!

কম। হায় মহারাজ! আমরা কি ব'লে ডা'ক্‌বো?

রাজা। তোমরা?—তোমরা?—"দেবী" ব'লে—না তাও না —"কর্ত্রী" ব'লে—না, তাও না—"রোহিতাস্যের মা" ব'লে ডাকাই ভাল!

শৈব্যা। ( সজল নয়নে ) কি "দিদি" ব'লে—

রাজা। হ্যাঁ, কমল তাই ব'ল্‌বে; আর মল্লিকা "বধূ দিদি" বা "বউ দিদি" ব'লে ডাক্‌বে!

কম। আর আপনাকে কি ব'লে ডাক্‌বো মহারাজ?

রাজা। আমাকে?—আমাকে?—মল্লিকে তো "দাদা" ব'লেই ডাক্‌বে। আর তুমি—তাই তো!—যাহয় একটা—না হয় এখন কিছু দিন ডেকেই কাজ নাই, তার পর যা হয় হবে!

কম। তা যাহ'ক্, মহারাজ!—

রাজা। কমল! আবার মহারাজ?

কম। এ প্রান্তর, কে আছে মহারাজ? মুখদে যে আর কিছু বেরোয় না মহারাজ!—মহারাজ না ব'ল্লে যে বুক ফেটে যায় মহা-রাজ!—

রাজা। তা যা হ'ক্, কি না ব'ল্‌ছিলে কমল?

কম। ব'লছিলেম এই—মহারাজ সারা রা'ত আর এই এত বেলা পর্য্যন্ত কেবল ঘোড়ার উপরেই এসেছেন, একতিলও বিশ্রাম করেন নি—আমরা তবু গাড়িতে শুয়ে ব'সে আস্‌ছি, অত রৌদ্র লাগেনি; এখন আপনি একটু বিশ্রাম করুন, বিদুর আপনার পদ-সেবা করুক। দেবীও ঐ আস্তরণে শয়ন করুন, আমি তাঁর পদসেবা ক'চ্ছি; আর মল্লিকেও রোহিতাস্যকে নিয়ে শয়ন করুক!

মল্লি। সকলেই শোবে, কেবল তুমি নয়—তোমার বুঝি লোহার শরীর?

রাজা। (সহাস্যে) পদসেবা! হা কমল! তুমি অতি বুদ্ধিমতী, তথাপি বালিকা! এখনও পদসেবা—শূন্য উদরে পদসেবা—যার উদর সেবার যোত্র নাই, তার আবার পদসেবা! ও কথাও কি আর ব'ল্‌তে আছে? তোমাদের কি ক্ষুধা হয় নাই? বৎস রোহিতাশ্যকে সেই প্রাতে বিদুর এক গ্রাম থেকে একটু দুধ এনে দিছ্‌লো,—

শৈব্যা। হায়, বাছা আমার এতক্ষণ কতবার খায়!

রাজা। হায় কমল! তাও কি তোমার মনে নাই? আমার আবার পদসেবা! আমাকে এখনি কি উদরান্নের জন্য ভিক্ষায় বেরুতে হবে না কমল?

শৈব্যা। কেন মহারাজ! আপনি যাবেন কেন? যতক্ষণ আমার অঙ্গে এই ক খানা অলঙ্কার আছে, ততক্ষণ চিন্তা কি? ঐ দূরে গ্রাম দেখা যা'চ্ছে; বিদুর এ গুলি লয়ে যা'ক্; এই মণিময় অলঙ্কার দিয়েও কি কিছু দিনের মতন ক জনের খাদ্য সামগ্রী পাবে না?

রাজা। হা! (অধোমুখে মৌন)

মল্লি। দেবি! মহারাজকে আর অত শুনিয়ে কাজ কি? বিদুরকে চুপি চুপি দেওয়া যা'ক্—

রাজা। হা ভাগ্য! শেষে এই ক'ল্লে? রাজা হরিশ্চন্দ্রকে স্ত্রীর গার গহনা বেচিয়ে খাওয়াবার জন্য কি এতকাল বড় বড় যুদ্ধেও বাঁচিয়ে রেখেছিলে? জগতে এই কৌতুক দেখাবার জন্যই কি কা'ল তারে কাল মৃগয়ায় পাঠিয়েছিলে?

(শৈব্যা কর্ত্তৃক স্বীয় অলঙ্কার মোচন ও বিদুরের প্রতি ইঙ্গিত)

মল্লি। (মৃদুস্বরে) অত কেন? আপনার যেমন তেমন এক খানাতেই দুমাসের পক্ষে যথেষ্ট হবে!

কম। ওকি দেবি! অত মূল্যবান অলঙ্কার কেন? আমার হাতে যে এই সামান্য বলয় আছে, এখন ইহাতেই হবে! (বলয় মোচন)

শৈব্যা। না, তা হবেনা, কমল! তা কখনই হবে না! বিদুর, এই দিকে—

কম। না বিদুর, এই দিগে—

বিদু। (করযোড়ে) দেবি! এ দাসের একটা নিবেদন শুনুন; আপনাদের কারোরই অলঙ্কার দিতে হবে না। মহারাজ যখন শকটের জন্য আদেশ করেন, আভাসে এ দাস তখন কতক বুঝ্‌তে পেরেছিল; তাই কিঞ্চিৎ আহারের সামগ্রীও সঙ্গে ক'রে এনেছি; গাড়ীর পেছনে সিন্দুকের মতন একটা স্থান আছে, তাতেই সে সব রয়েছে। এখন তাতে মা, দু তিন দিন তো বেস চ'ল্‌বে। অনুমতি হয়তো আনি—

রাজা। আঃ! বিদুর! এ গুণের পুরস্কার তোরে কি দিব? হায়! এখন আশীর্ব্বাদ বই অন্য পুরস্কার দানের ক্ষমতা আর নাই!—কি খাদ্য বিদুর?

বিদু। আজ্ঞে, আটা, ঘৃত; শর্করা আর ডা'ল্—

রাজা। রন্ধনের উপায় কি বিদুর?

বিদু। আজ্ঞে মহারাজ, বাঁট্‌লো দুটো আর তাওয়া একটা আছে—আগুন ক'রে আটা মেখে দিই, হতে কতক্ষণ?

রাজা। (সহাস্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) আচ্ছা, তবে তাই হ'ক্! (রাণীর প্রতি) তোমরা ততক্ষণ বিশ্রাম কর, বিদুর আয়োজন করুক; আমি নদীতে স্নান তর্পণ ক'রে ত্বরায় আস্‌ছি।

[ রাজা ও বিদুরের প্রস্থান।

শৈব্যা। (শয়ন পূর্ব্বক) বিধাতার চক্র বড়ই বাঁকা, অধিক আর কি ব'ল্‌বো! কমল, তুমিও শোও; মল্লিকে, রোহিতাশ্যকে

আমার কোলে দে তুমিও শোও। (রোহিতাস্য ও মল্লিকার শয়ন)

কম। না, আমি শোবো না। ওদিকে অনেক শুক্‌নো কাঠ ছড়িয়ে আছে দেখ্‌ছি, ততক্ষণ ব'সে থেকে কি ক'র্ব্বো, কুড়িয়ে আনি (পরিক্রমণ) সখি মল্লিকে! ভাই গোটাকতক ঘোড়ার পায়ের শব্দ পাচ্ছি—হয়তো তোমার বসন্ত আস্‌ছেন! আঃ! দাদাকে যদি সঙ্গে ক'রে আনেন, তবে কি না হয়!

মল্লি। (উঠিয়া) কৈ ভাই কোন্ দিকে? —না, ও যে নাগেশ্বর আর চা'র্ পাঁচ জন অচেনা অশ্বারোহী।

শৈব্যা। তবে আমারও আর শোয়া হলোনা—সুধু নাগেশ্বর হলেও যা হ'ক্। বোধ হয়, নাগেশ্বর আত্মীয়তা ক'র্ত্তে আস্‌ছে, কিন্তু তবে এত লোক সঙ্গে কেন? কমল, তুমি এদিকে স'রে এস। ঐ না সকলে দাঁড়ালো? ঐ না নাগেশ্বর আর আর একজন ঘোড়া থেকে নাম্‌লে? ঐ না এই দিগেই দুজনে আস্‌ছে?—নাগেশ্বর যথার্থই ব্যথার ব্যথীর মতন কাজ ক'ল্লে—রাজ্যের এত লোক, দেখ আর কেউতো দেখা দিলে না?

মল্লি। কেউ তো এখনও টের পায়নি; নাগেশ্বর মহারাজের সঙ্গেই বনে ছিলেন কিনা, তাই উনি জান্তে পেরেছেন। কিন্তু এ দুঃখের সময় উনি হা'স্‌তে হা'স্‌তে আস্‌ছেন কেন?—

[ কমলের নিকট নাগেশ্বর ও জনৈক রণবেশী পুরুষের প্রবেশ ]

ওকি? কথা না, বার্ত্তা না, দৌড়ে এসেই কমলের গায় হাত দেয় কেন? ওকি? বল ক'রে ধরে যে—নে যায় যে—(উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ! মহারাজ!

[ ডাকিতে ডাকিতে বেগে নদী অভিমুখে প্রস্থান।

কম। (চীৎকার স্বরে) দেবি! মল্লিকে! দেখ! দেখ! একি?

আমায় ধ'রে নে যায়—সর্ব্বনাশ হলো—তোমরা এস গো—মহারাজ! মহারাজ! মহারাজ! পাপিষ্ঠ আমায় ধ'রে নে যায়—মহারাজ এ সময়ে কোথায় রইলেন? হায় মহারাজ! রক্ষা করুন—দাসীকে রক্ষা করুন! শরণাগতকে—

নাগে। সে কি জীবিতেশ্বরি! তোমার জীবিতনাথ তোমায় লয়ে যা'চ্ছে. তাতে এত চীৎকার কেন? তাতে আবার অন্যে রক্ষা ক'র্ব্বে কি? ভয় কি?—এস—

[ কমলাকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থান।

শৈব্যা। (চীৎকার পূর্ব্বক) মহারাজ! মহারাজ! সর্ব্বনাশ হলো!

(নেপথ্যে মল্লিকার চীৎকার) মহারাজ! মহারাজ! রক্ষা করুন!—

শৈব্যা। হায়! হায়! কি হলো? কেন এমন হলো?—(উন্নত স্বরে) নাগেশ্বর! ও নাগেশ্বর! আমি শৈব্যা রাণী—আমি তোমায় আদেশ ক'র্চ্ছি, ছেড়ে দেও; কমলকে ছেড়ে দেও, এখনি ঘোর শাস্তি পাবে—এখনও ছেড়ে দেও—

রোহি। (রাজার অসি গ্রহণ পূর্ব্বক ধাবমান) কমল মাসীকে নে যায় এত বড় স্পর্দ্ধা—ওরে কেটে ফেল্‌বো!

শৈব্যা। (নিবারণ পূর্ব্বক) ও বাবা! তুমি কোথায় যাবে? যেও না, বাবা, যেও না—

রোহি। আমি অবশ্যই যাব—আমি ওরে কা'ট্‌বো; আমার কমল মাসীকে ধ'রে নে যায়, ওরে কেটে ফেল্‌বো!

(নেপথ্যে—ভয় নাই, ভয় নাই, আমি যাচ্ছি—বিদুর! আমার তূণ ধনুক—শীঘ্র!)

শৈব্যা। মহারাজ! সর্ব্বনাশ হলো! মহারাজ ঘোড়ার উপর তুলে কমলকে নে ছুটে পালালো—

[ রাজার প্রবেশ ]

রোহি। এই নেন বাবা, এই আপনার অসি—আপনি না এলে আমিই কা'ট্‌তেম বাবা!

রাজা। (পুত্র-মুখচুম্বন ও অসি গ্রহণপূর্ব্বক) কৈ কোন দিকে? ব্যক্তিটা কে? এতদূর দুঃসাহস কার? কার মৃত্যু আসন্ন? কৈ কোন্ দিকে?

রোহি। ঐ ওদিকে—ঐ দিকে বাবা—

শৈব্যা। আর কে? তোমার সখা নাগেশ্বর!

রাজা। নাগেশ্বর! আঃ! এমন!—বিদুর! শীঘ্র আমার ঘোড়া নিয়ে পশ্চাতে আয়—

[ বেগে প্রস্থান।

[ অপর দিগ্ হইতে বিশ্বামিত্র ও পাতঞ্জলের প্রবেশ ]

বিশ্বা। (উচ্চৈঃস্বরে) মহারাজ! প্রত্যাবৃত্ত হও; মহারাজ! প্রত্যাবৃত্ত হও; মহারাজ! যেওনা—যেওনা—এখনও এস ব'ল্‌ছি—এখনও বিশ্বামিত্রের কথা রক্ষা কর, এখনও এস, নচেৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু এলেও তোমার অধোগতি নিবারণ ক'র্ত্তে পার্ব্বে না!—এখানে এস, আমি সব বিহিত ক'র্ব্বো—

( সপুত্র রাণীর প্রণাম )

এস, মা এস—জন্ম এয়োস্ত্রী হও—শতগুণে ধর্ম্মে মতি হ'ক্! কেন মা রাজ্ঞি! রাজা অমন ক'রে যাচ্ছিলেন?

[ মল্লিকার প্রবেশ ও প্রণাম ]

শৈব্যা। প্রভু, আর এ দাসীকে রাজ্ঞী ব'লে ডাকা কি উচিত? ও নাম, প্রভু, এখন পরিহাসের নাম হয়েছে!

বিশ্বা। মা! আমায় এ তিরস্কার তুমি ক'র্ত্তে পার; কিন্তু মহারাজই স্বেচ্ছায় ইটী ঘটিয়েছেন!

শৈব্যা। না প্রভু, আমি তিরস্কার কি আক্ষেপ ক'রেও বলিনি —যিনি ঘটা'ন্ তাতে খেদ কি? কিন্তু ও নাম আর কেন, এই কথাই ব'ল্‌ছি!

পাত। কেন? আক্ষেপই বা নয় কেন? হায় একি সামান্য কথা, যে, শৈব্যা রাণীকে রাণী বল্‌বার আর যো নেই! (স্বগত) গোড়া কেটে আগায় জল! আমার গুরুর ব্যবহার তাই! (প্রকাশে) মাগো! তোমার এ অবস্থা দেখে, কঠোর তপস্বী যে আমরা, আমাদের বুকও ফেটে যা'চ্ছে—আমার তো যা'চ্ছে, (ঋষির প্রতি বক্র দৃষ্টি) অন্যের কথা ব'ল্‌তে পারিনে!

[ রাজার প্রবেশ ও প্রণাম ]

বিশ্বা। চিরঞ্জীবী ভব! চিরঞ্জীবী ভব!—মহারাজ, এত রুদ্রবেশে এত রৌদ্রে দ্রুত কোথায় যাচ্ছিলেন?

রাজা। এক রাক্ষসকে, এত কাল দেবতা জ্ঞানে বুকে ক'রে পোষণ ক'রে আস্‌ছিলেম—সে যে এমন অকৃতজ্ঞ পিশাচ হবে, স্বপ্নেও জা'ন্তেম না—অকৃতজ্ঞ নরাধম আ'জ্ আমার যে অপমান করেছে, রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী হয়েও আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে তার শোণিত দর্শনের প্রতিজ্ঞা করি! এত বড় স্পর্দ্ধা! কর্দ্দমে পতিত হস্তীর প্রতি ভেকের যে আচরণ প্রসিদ্ধ আছে, এই কপট নরাধম তাই আ'জ্ সপ্রমাণ ক'রে গেল নাকি? প্রভুর নিষেধ, কি করি? নচেৎ তার কি দশা হতো এখনি দেখ্‌তেন!

বিশ্বা। কে? ব্যক্তিটা কে? করেছে কি?

রাজা। প্রভু! তুঙ্গদ্বীপের রাজপুত্রী আমার পরম আত্মীয়া —আমার নিতান্ত রক্ষণীয়া—আমি স্নানে গিয়েছি, সেই অবসরে দুরাত্মা কিনা তারে হরণ ক'রে লয়ে গেল! একটু চক্ষুলজ্জাও ক'ল্লেনা!

বিশ্বা। কে? ব্যক্তিটা কে?

রাজা। আপনি জানেন তারে—সেই যে কা'ল্ আমি চ'লে এলে, আমার পশ্চাতে আপনার আশ্রমে যে দাঁড়িয়েছিল—সেই নাগেশ্বর—এখন বোধ হ'চ্ছে, যথার্থই নাগেশ্বর !

পাত। হুঁ ! আমিও তাই ভাব্‌ছিলেম—বলি, এমন মহাত্মা আর কে হবে ? ( স্বগত ) কি আশ্চর্য্য ! চতুর্দ্দিগে যার নামে এত ধী ধী শব্দ, এত প্রতিষ্ঠা, সেই হলো প্রতিনিধি !—দিব্য প্রতিনিধিটী হয়েছে বটে !—রাজা বুঝি এখনও তা টের পান নি—শুনিয়ে দিতে হলো ! ( প্রকাশে ) ও বাবা ! যিনি এখন রাজ্যে মহারাজ, তিনিই ?

রাজা। প্রভু ! ব'ল্‌তে লজ্জা করে ; আমি তারে সখা ব'ল্‌তেম ; এমন প্রকৃতি, আগে তা তো জা'ন্তেম না—

শৈব্যা। কিন্তু মহারাজ ! আমরা অবোধ অবলা হয়েও তারে চিন্তেম—আপনি দাসীদের কথা কাণে নিতেন না !

বিশ্বা। নাগেশ্বর ? কমলাকে নাগেশ্বর লয়ে গেল ?

রাজা। প্রভুর সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয় হয়েছে নাকি ?

পাত। ( স্বগত ) পরিচয় ! সাধের প্রতিনিধি ! টের্‌টা পাবেন !

বিশ্বা। হাঁ, কতকটা বটে—তার অবস্থান্তরের কথা কি মহারাজের শ্রুত হয়নি ?

রাজা। আমি তারে প্রভুর আশ্রমে রেখে এসেছি, সেই পর্য্যন্ত, আর কিছুই জানি না—

বিশ্বা। নাগেশ্বর এমন কাজ ক'ল্লে ?

পাত। প্রভু-হন্তার ছেলে, সে আবার কোন্ কাজ না পা'র্ব্বে ? নিজেও যে প্রভু-পুত্রকে বিষ খাইয়ে পাগল করেছে, সে যে প্রভু কন্যাকে ধ'রে নে গে বে ক'র্ব্বে, তাও কি বড় কথা হলো ? ক'র্ব্বেনা কেন ? বা'ম্‌নের মত পাতর চাপা কপাল তো নয় !—যে যত ধর্ম্ম-

পথে থাকে, তার কপালে ততই ছাই পড়ে!—দেবতা ঋষিদের দয়া, কেবল ভক্তবিট্‌লেদের উপর বৈতো না! যে যত পরস্ব অপহারী, পর-কন্যাহারী, প্রভু-দ্রোহী, প্রতিপালক-দ্রোহী, রাজ-দ্রোহী, অকৃতজ্ঞ, লোকের অপ্রিয় হ'ক্ না কেন, মিষ্ট মিষ্ট কথায় গোটাকত মধুর হরিতকী চা'ল্‌তে পা'ল্লেই তারে আর ঠাকুরদের অদেয় কিছুই থাকে না! —কপাল! সব কপাল! পূর্ব্ব জন্মে সুকৃতি ক'রে এসেছে, তাই জানা নেই, শুনা নেই, পরিচয় নেই, যেমন দুটো স্তব স্তুতির বুলি ছেড়ে গড়িয়ে পড়েছে, অম্‌নি যা প্রতিনিধি হ'গে যা—যা রাজা হ'গে যা—যা মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের তক্তে ব'স্‌গে যা! আর যারা চিরকাল পদসেবা ক'রে মরে, যা তারা বনে প'ড়ে থাক্‌গে যা—যা তারা কেবল কুশ বিল্বপত্রের কাঁটা ফুটে ম'র্‌গে যা—

বিশ্বা। শুন পাতঞ্জল, যদি আপনার ভাল চাও, তবে যেখানে সেখানে অধিক বাচালতা ক'রো না!

পাত। (স্বগত) তা তো জানাই আছে, বা'ম্‌নে কপালে ওদিকেও ছাই, এদিকেও ছাই!—এত বড় আশা ভরসাটায় জল দিলেম, তা ছাই দুটো আপ্‌শোষ কর্ব্বারও যো নেই! চুলোয় যা'ক্ —রাজত্বও যে পথে গেছে, অভিমানও সেই পথে যা! (প্রকাশে) আজ্ঞে, বাচালতা আর কি? প্রভু আদেশ করেছিলেন, অদৃষ্টের ফলাফলটা মাঝে মাঝে গ'ণে ট'নে দেখা ভাল, তাই একবার দেখ্‌ছি! আর ভাব্‌ছি, বলি তাইতো, নাগেশ্বর রাজা হয়ে এমন চৌর্য্য-কাজটা ক'ল্লে!

বিশ্বা। করেছে তা তোমার তাতে কি? আর করেছেই বা কি? ক্ষত্রিয় বীর কর্তৃক ক্ষত্রিয় কন্যা হরণ, এতো আবহমানের প্রথাই আছে।

রাজা। আজ্ঞে, সে স্বয়ম্বর কালে—যখন সকল ভূপাল সমবেত

হন, তখন কোনো অসামান্য তেজস্কর ক্ষত্রিয় বীর আপনার ভুজবীর্য্য দেখিয়ে সকলের সাক্ষাতে সেই স্বয়ম্বরা কন্যাকে যদি হরণ ক'রে লয়ে যেতে পারে, তবে তার পৌরুষ বটে! এতো প্রভু সেরূপ হরণ নয়, এ অপহরণ—এ চৌর্য্য—এ অতি দুষ্কার্য্য। আমি তার প্রতিফল দিতেই যাচ্ছিলেম, প্রভুর আদেশ, কি করি প্রত্যাগমন করিছি। এক্ষণেও অনুমতি পেলে—

পাত। (স্বগত) সে অনুমতি আর দিতে হয় না—নির্দ্দোষ ধার্ম্মিককেই কেবল দণ্ড দিতে জানেন! লোকে ব'ল্‌তেই বলে "বিশ্বা-মিত্রের সৃষ্টি!" সব উল্‌টো—সব উল্‌টো—বিধাতার সৃষ্টিতে, পুকুরে জল, ওঁর সৃষ্টিতে গাছে জল! এই ধূর্ত্ত কপটকে সকলে ঘৃণা করে, উনি তাকে সুবর্ণচক্ষে দেখ্‌লেন!

বিশ্বা। এখন আর গিয়ে কি ক'র্ব্বে মহারাজ? এতক্ষণ সে বহু-দূরে গিয়ে পড়েছে—অবশ্যই অশ্ব-পৃষ্ঠে এসে থাকবে—তুমি যেতে যেতে তারা রাজধানীতে গে উপস্থিত হবে, সুতরাং তাদের অনুসরণ ক'র্ত্তে হলে তোমাকেও সে পর্য্যন্ত যেতে হবে, তবেই যে জন্য তোমার গোপনে নগর পরিত্যাগ করা হয়েছে, সেই কারণই বর্ত্তমান হয়।

পাত। তাতে এখন নাগেশ্বর তো দেশের রাজা, সৈন্য সামন্ত সব তার হাত, মহারাজ একা গিয়ে আর কি ক'র্ব্বেন? হয়তো নগর তোরণে প্রবেশ ক'র্ত্তেই পাবেন না—

রাজা। নাগেশ্বর এখন দেশের রাজা?

বিশ্বা। (পাতঞ্জলের প্রতি সক্রোধে) সে রাজা হ'ক্ না হ'ক্, সে কথায় তোমার কাজ কি?

পাত। আজ্ঞে না, যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর আমার কাজ কিছুই নেই; তবে কিনা ইনি না জেনে একা গিয়ে পাছে বিপদে পড়েন, সেই আশঙ্কাতেই—

রাজা। ( সহাস্যে ) ঠাকুর! তুমি ব্রাহ্মণ, রাজা হরিশ্চন্দ্রের বাণ শিক্ষার কিছুই জান না, তাই তোমার এত আশঙ্কা! আপনি যা ব'ল্লেন, কোনো ক্ষত্রিয়ের মুখে এমন কথা আমার সহ্য হতো না!

বিশ্বা। ভাল জ্বালায় ঠেক্‌লেম!—আরে তোমার এত আশঙ্কা হবারি বা প্রয়োজন কি? উনি বিপদ দেখিয়ে দেবেন, তবে লোকে আপনার বিপদ দেখ্‌বে! তোর বুদ্ধির কপালে আগুণ! এখনও ব'ল্‌ছি চুপ ক'রে থাক্‌!

পাত। যে আজ্ঞে, এই মুখ বুজ্‌লেম! ( মুখের ভঙ্গী বিশেষ)

বিশ্বা। মহারাজ! তোমার স্মরণ করা উচিত, তোমার প্রতিজ্ঞা আছে, রাণী শৈব্যা আর রাজপুত্র রোহিতাশ্ব ব্যতীত আর কিছুতেই তোমার স্বত্বাধিকার থাকবে না! তা যদি হয়, তবে মহিষীর পূর্ব্ব সহচরী কি তোমার নিজের পূর্ব্ব ভৃত্যকে সঙ্গে ক'রে আসা কি তো-মার বৈধ হয়েছে?

রাজা। প্রভু নিশ্চিত জা'ন্‌বেন, হরিশ্চন্দ্র যেমন প্রতিজ্ঞা করুক, তৎপালনে অণুমাত্র শিথিল-সংকল্প হবে না! এ দাস দেহের বাস ব্যতীত ত্যক্ত ঐশ্বর্য্যের কিছুমাত্র গ্রহণ করেনি; মহিষীর সহচরী ভাবেও কারোকে আনা হয়নি; তবে যে সেই কমল, কি এই মল্লিকা সঙ্গে এসেছে, তার বিভিন্ন হেতু—

বিশ্বা। কি হেতু মহারাজ?

রাজা। সম্পদ, বিপদ, ঐশ্বর্য্য, রাজ্য, এ সমস্ত ক্ষণিক—এই আছে এই নাই—কা'ল্‌ রাজা আ'জ্‌ ভিকারী, এ অধীন তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত স্থল! তাতে প্রভু এ দাস ক্ষুণ্ণ নয়—অণুমাত্র কাতর নয়—

পাত। সাধু! সাধু! সাধু! হায়, এমন লোকেরও এমন হয়!

বিশ্বা। এই বুঝি তোমার মুখ বোজা!

পাত। আজ্ঞে না, এবার এই একবারে বুজ্‌লেম। (মুখের ভঙ্গী বিশেষ)

রাজা। কিন্তু প্রভু, অবস্থা যার যেমন হ'ক্, আপনার স্ত্রী পুত্র পরিজনের লজ্জা সম্ভ্রম আর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য পুরুষ মাত্রকেই সাধ্য-মত যত্ন ক'র্ত্তে হয়। কমল আর মল্লিকা আমার তদ্রূপ পরিজন—যেমন শৈব্যা আর রোহিতাস্য আমার রক্ষণীয়, তাদের যেমন কেবল আমিই আশ্রয়; রাজা হই, দরিদ্র হই তাদের প্রাণ আর মান রক্ষা ক'র্ত্তে আমার যেমন প্রাণপণ ক'র্ত্তে হবে, কমল আর মল্লিকাও আমার তেমনি রক্ষণীয়া—তাদের আমি বই আর আশ্রয় নেই; আমার আর রাণীর উদরান্ন যেরূপে নির্ব্বাহ ক'র্ত্তে হবে, তাদেরও সেই সঙ্গে সেইরূপে চ'ল্‌বে! সুতরাং প্রভু, শৈব্যার আমোদ আহ্লাদ, সুখ সেবার জন্য তিনি তাঁদের আনেন নি; তারা নিরাশ্রয়, তাদের আর কেউ নাই, তা-দের না আন্‌লে নয়, সুতরাং তারা এসেছে; নচেৎ প্রভু, এই বনবাসে আপনার জনকে সাধ ক'রে কি কেউ আনে? না, তারাই আসে?

বিশ্বা। আর এই যে ঘোটক, বলদ, শকট আর ভৃত্যটী দেখ্‌ছি?

রাজা। হ্যাঁ, পশু আর শকট আপনার বটে; আপনার যেমন ইচ্ছা!

বিশ্বা। মানুষটী?

রাজা। উটীও আপনার প্রজা; কিন্তু—

বিশ্বা। কিন্তু কি? মনের অভিপ্রায় স্পষ্ট বলাই উচিত।

রাজা। অর্থে ক্রীত দাস ব্যতীত অন্য যত লোক, তারা বোধ করি নিজ নিজ ইচ্ছার স্বাধীনতায় স্বত্ত্ববান হতে পারে। ওর ইচ্ছা হয় যা'ক্; আমি নিজে বলপূর্ব্বক ওরে আনি নাই—রাখ্‌তেও চাইনে—এই পর্য্যন্ত ব'ল্‌তে পারি।

বিশ্বা। মহারাজ! এককালে আমিও রাজা ছিলেম বটে, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা—এক্ষণে আমি রাজসভার থাকু-

কৌশল আর আশ্চর্য্য তর্কচাতুরী সব ভুলে গিছ্‌লেম, আজ্‌ তোমার এই সব কথায় আবার স্মরণ হলো!

রাজা। প্রভুর সমক্ষে এ দাস রাজসভার বাক্‌চাতুরী প্রকাশে অসমর্থ, আমার দুর্ভাগ্য জন্যই প্রভু যা মনে করুন! যা নিবেদন ক'ল্লেম তা কি সমস্তই সত্য নয়? কোনো ভাক্ত তার্কিকতা দ্বারা কি সত্য বিকৃত হয়েছে?

বিশ্বা। মহারাজ! এক কথায় তোমার কথার উত্তর দিব;—তুমি যা ব'ল্লে, এ যদি ন্যায্য বিধি হয়, তবে রাজধানী ত্যাগ করা বই তোমার আর কিছুই ত্যাগ ক'র্ত্তে হয় না! তোমার মন্ত্রী. সেনাপতি, অন্যান্য কর্ম্মচারী; তোমার সমুদয় প্রজা; তোমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলেই তো স্বেচ্ছার স্বাধীনতা স্বত্ত্বে স্বত্ত্ববান—সকলেই তো তোমার নিকট আস্‌তে ইচ্ছুক হতে পারে—তুমি সকলকেই তো এই কথা ব'লে এই যুক্তিতে গ্রহণ ক'র্ত্তে পার্ব্বে—তুমি বনে গেলেও তোমার বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্ত অধিবাসী দ্বারা তুমি ত্রিরাত্রি মধ্যেই পূর্ব্ববৎ পরিবৃত হতে পার; সুতরাং স্থান ত্যাগ বই তোমার আর কিছুই ত্যাগ ক'র্ত্তে হয় না! সুতরাং আমায় যে রাজ্যদান করেছ, সে তো রাজ্য নয়, দুদিনেই তা বন হবে; আর তুমি যে বনে যাচ্ছো, সে তো বন নয়, দুদিনেই তা জনকোলাহলপূর্ণ মহারাজ্য হয়ে উঠবে। কেমন, এই তোমার রাজ্যদান করা, না? এইরূপে তোমার সূর্য্যবংশীয় রাজারা সত্য পালন ক'রে থাকেন? আমি সেইটী কেবল তোমার মুখে একবার শুন্‌তে চাই, তা হলেই আমি প্রবোধ পাই! আমি এমন দান চাইনে—কদাচ চাইনে—তোমার রাজ্য তুমি এখনি প্রতিগ্রহণ কর—(ক্রোধে কম্পবান)

রাজা। প্রভুর সঙ্গে দাসের উত্তর প্রত্যুত্তর শোভা পায় না! প্রভুর যদৃচ্ছা, তাই হবে!—আমার আর অধিক নিবেদন নাই!

শৈব্যা। (সরোদনে) কিন্তু নাথ! কমল—

বিশ্বা। অই লও; প্রভুর ইচ্ছা অনিচ্ছায় আর কাজ কি? যাঁদের ইচ্ছায় সংসার চ'লে আস্‌ছে, তাঁদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করা তোমাদের সাধ্য কি? আর আমার এখানে তিলমাত্র থাকা উচিত নয়। (গমনোদ্যত)

পাত। সুধু ওঁরা ব'লে কেন—দেবতারাও তো, প্রভু, দেবীদের কথা শুনে থাকেন? দেবতা মানুষ সবারি ঐ দশা! তবে আর প্রভু একা মহারাজার উপরই বা রাগ করেন কেন?

রাজা। (সকাতরে ঋষির পদ ধারণ পূর্ব্বক) প্রভু! কোপ ত্যাগ করুন—যা অনুমতি ক'র্ব্বেন, তাই হবে! "হরিশ্চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্ত্তে পারেনি" জগতে এ কলঙ্ক কদাচ থাকতে দিব না। আর আমি নিশ্চিত জানি, যে, যে ত্যাগস্বীকারের কার্য্যে হরিশ্চন্দ্রের সত্যপালন নির্দ্দোষরূপে সম্পূর্ণ হবে, সে ত্যাগস্বীকারে পতিপ্রাণা শৈব্যা কদাচ কাতর হবেন না!

বিশ্বা। তবে মহারাজ! ও সব বাক্‌কৌশল ছেড়ে দেও; যা দান করেছ, তা অকপট চিত্তে অর্পণ কর; এক জনের ছল পেয়ে রাজ্য সুদ্ধ তোমার অনুগমন ক'র্ব্বে, তা কদাচই বৈধ হতে পা'র্ব্বে না—তাতে তোমারও দান অসিদ্ধ, আমারও ঘোর অতুষ্টি! অতএব মহারাজ, তুমি স্ত্রী পুত্র ব্যতীত জন প্রাণীকেও সঙ্গে লয়ে যেতে পা'র্ব্বে না—তুমি কমলের মায়া ত্যাগ কর; তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাকে বিবাহ ক'র্ত্তে না পারে, তদ্বিধান করা আমার ভার! এখন এ রাজ্য আমার, যাতে অবিচার হবে, তেমন কাজ কি আমি ক'র্ত্তে দিই? তাতে কি আমার অধর্ম্ম আর অপযশ নয়? তুমি দান করা অশ্ব শকটাদি যা কিছু লয়ে এসেছ, সে সব আমাকে প্রত্যর্পণ কর—তোমাকে এখনি এ সব ছেড়ে যেতে হবে! ঐ মল্লিকা, ঐ ভৃত্য, এরা কেউ

তোমার সঙ্গে যাবে না—তুমি স্ত্রী পুত্র লয়ে পরম সুখে যদৃচ্ছা গমন কর, আমি এদের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ক'র্চ্ছি!

মল্লি। (সরোদনে) হা দেবি! হা রাজ্ঞি! তোমার এ অধিনী কোথায় যাবে? হায়, অভাগিনীর যে আর কেউ নেই! ওগো এ জনম-দুখিনী যে তোমাদের বই জগতে আর কারোকেই জানে না —ওগো আমি আর কোথায় যাব? (বিশ্বামিত্রের পদে পতিতা) প্রভু, আমার দশা কি হবে?

বিশ্বা। মহারাজ! তোমার জ্ঞাতি-পিতৃব্য-কন্যা এক জন আছেন শুনিছি, ইটী কি সেই?

রাজা। আজ্ঞে হাঁ—

বিশ্বা। কেন? তবে এঁর জন্যে চিন্তা কি? আমি শুনিছি, মন্ত্রীপুত্র বসন্তের সহিত মল্লিকার সম্বন্ধ হয়েছে!

রাজা। সে কি প্রভু? সৌবীরের কন্যার সঙ্গে তো মন্ত্রীপুত্রের বিবাহের প্রসঙ্গ শুনিছি—

বিশ্বা। সেটা পিতায় পিতায়; কিন্তু যুবক যুবতীরা কি পিতা মাতার সম্বন্ধের অপেক্ষায় ব'সে থাকে? আমি এতদূর জানি, তুমি এদের সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়েও জাননা মহারাজ, এইটীই আশ্চর্য্য! হয় নয় জিজ্ঞাসাই কেন কর না?

রাজা। (শৈব্যার প্রতি) মহিষি! একি সত্য?

শৈব্যা। কমলের মুখে এইরূপ শুনিছি বটে—

বিশ্বা। কেন? মল্লিকার নত বদন দেখেও কি মহারাজ! তোমার সন্দেহ যা'চ্ছে না?—শুদ্ধ তোমাদের ভাবনা দূর কর্‌বার জন্যই আমার এত কথা বলা!—

রাজা। তা হলে তো এক বিশেষ দায়েই মুক্ত হই; কিন্তু বোধ হয় মন্ত্রী সম্মত হবেন না—

বিশ্বা। মন্ত্রীকে তুমি পত্র লিখে দাও; ঐ শকটে ক'রে মল্লিকাকে লয়ে এই ভৃত্য চ'লে যা'ক্—কুমারী কন্যা ভৃত্যের সঙ্গে একা না যায়, এজন্য পাতঞ্জল ঐ অশ্ব পৃষ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে গমন ক'র্ব্বে—আমিও পশ্চাদ্গামী হ'চ্ছি। তোমার পত্র, পুত্রের ইচ্ছা, আর আমার অনুরোধ; মন্ত্রী অবশ্যই সম্মত হবে—

রাজা। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কিন্তু এখন আর মন্ত্রীকে পত্র লিখনে আমার কত দূর অধিকার তা জানি না!

বিশ্বা। আমার অনুমতিতে—আমার নাম ক'রে—কোনো হানি নাই—

রাজা। যে আজ্ঞে—কিন্তু লিখনের উপকরণ—

বিশ্বা। ( সহাস্যে ) মহারাজ! যার যাতে অরুচি, সে তাতে পদে পদেই আকাশ দেখ্তে পায়! মল্লিকাকে ছেড়ে যাওয়ার মন নাই, সুতরাং নানা ছল!—পাতঞ্জল! খুঙ্গি খোলো তো—অলক্তক, ভূর্জ্জপত্র, বংশ লেখনী দাও তো—

[ পাতঞ্জল কর্ত্তৃক ঐ সমস্ত দান ও রাজার পত্র লিখন কালে শৈব্যা ও মল্লিকার পরিক্রমণ পূর্ব্বক দূরে অবস্থিতি এবং রোদন, প্রবোধদান, বিদায় গ্রহণ ইত্যাদি ]

রাজা। বিদুর! এই পত্র লও—বৃদ্ধ মন্ত্রীকে আমার অভিবাদন জানিয়ে এই পত্র খণ্ড দিও—আর ব'লো—( নিস্তব্ধ)

বিদুর। ( সরোদনে ) মহারাজ! এত দিনে এ দীন দাসের পরমায়ু শেষ হলো! ( লুণ্ঠিতাবস্থায় হা হতোস্মি )

( রাজা কর্ত্তৃক বিদুরকে স্বহস্তে তুলিয়া আলিঙ্গন )

পাত। ( সরোদনে ) প্রভু! রাগ ক'র্ব্বেন না—আমি কিছুতেই চ'কের জল নিবারণ ক'র্ত্তে পাচ্ছিনে! হায়! মহারাজা হরিশ্চন্দ্র!

মহারাণী শৈব্যা! এমন সুকুমার রাজকুমার! হায়! এঁরা আ'জ যথার্থই পথের কাঙাল হলেন! প্রভু! একটী ভিক্ষা—

বিশ্বা। ভাল জ্বালা বটে—কি? কি? তোমার আবার কি ভিক্ষা?

পাত। প্রভু! এ অবস্থায় রাজার কাছে আর যজ্ঞের টাকা চাইবেন না—এ দাসের এই ভিক্ষা! প্রভু নাকি ঐরূপ ভয়-দেখানে কথা ব'লে এলেন, এই জন্যেই এ দাস—

বিশ্বা। ওহো ভাল কথা মনে ক'রে দিয়েছ—আমি ভুলে গিছ্‌লেম!—পাতঞ্জল! চিরজীবী হও! (রাজার প্রতি) মহারাজ! সব তো হলো, আমার যজ্ঞ দক্ষিণার প্রচুর অর্থ দিতে যে প্রতিশ্রুত আছ, তা কৈ?

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) প্রভু! এ দাসের তো এই অকিঞ্চিৎকর দেহ বই আর কিছুই নাই!

পাত। ও প্রভু! ও কি? (জনান্তিকে) হায়! হায়! তবে কি আমি পাগ্‌লার সাঁকো নেড়ে দিলেম? (স্বীয় উভয় গণ্ডে চপেটাঘাত) হায় আমি কি ক'ল্লেম! হায় আমি কি ক'ল্লেম! হায় আমি হয়ে কেন মলুম না!

বিশ্বা। মহারাজ! সুধু মিষ্ট কথায় যদি প্রতিজ্ঞাত দান সিদ্ধ হতো, তবে জগতে অসীম ধনদাতার সংখ্যা করা যেত না!—না মহারাজ, শুদ্ধ বাক্যের কর্ম্ম নয়!—কিরূপে কোথা হতে দিবে, তা আমি কি জানি?—তা আমার জান্‌বার প্রয়োজনই বা কি? আমার অর্থ লয়ে বিষয়; দেও ভাল, না দেও প্রতিজ্ঞা লংঘনের পাপ আর ব্রহ্মশাপ অবশ্যই তোমার ভাগ্যে আছে—এখনই তা দেখ্‌তে পাবে!

শৈব্যা। মহারাজ! এত হলো, এই সামান্য বিষয়ের জন্য এত মলিন হ'চ্ছেন কেন? যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আপনার ধর্ম্মপালন করুন—আমার অঙ্গে এই যে অলঙ্কার গুলি আছে, এও তো মহারাজ

মহামূল্য, ( অলঙ্কার মোচন ) এই ল'ন্, ঋষির পাদপদ্মে এই গুলি সমর্পণ ক'রে সত্যে মুক্ত হ'ন্ ! ( অলঙ্কার দান )

পাত। সাধু! সাধু! সাধু! ( ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য ) আঃ! বাঁচা গেল ! তবে আর কি ! তবে আর কি ! মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ! " পথে নারী বিবর্জ্জিতা " এ কথা যে শাস্ত্রে আছে, সে শাস্ত্র পুড়িয়ে ফেল—পুড়িয়ে ফেল—সাধু সাধু সাধু !

বিশ্বা। ( সহাস্যে ) হা নির্ব্বোধ ! হা পাগল ! কি সাধুতাই দর্শন ক'ল্লে ! পরধনে অমন সাধুতা তুমিও ক'র্ত্তে পার !

পাত। পরধনে ? রাজ্ঞী যে প্রভু, নিজের গা থেকে এই খুলে দিলেন—স্বচক্ষে যে দেখ্‌লেম—

বিশ্বা। আরে এ অবোধকে বুঝানই যে ভার—আরে রাজা যখন সমুদয় স্থাবর অস্থাবর তোমারি সাক্ষাতে আমাকে দান করেছেন, তখন এই গুলি কি সেই স্থাবর সম্পত্তি হতে স্বতন্ত্র ব'লে উল্লেখ ছিল ?

পাত। আজ্ঞে, এতো রাজার নয়, এ যে মার নিজের স্ত্রীধন।

বিশ্বা। হাঁ এরূপ কপট আপত্তি ব্যবহারাজীবী ধূর্ত্ত লোকেরা ক'রে থাকে বটে !—আরে ভ্রষ্টবুদ্ধি! এইটে বুঝ্‌তে পারনা, যে, অধর্ম্মমূলক লোকাচারে আর রাজদ্বারের ব্যবস্থাতে স্বামী-ধন আর স্ত্রীধনে ভিন্নতা যাই থাকুক, কিন্তু ধর্ম্মতঃ স্ত্রী আর স্বামীর সম্পত্তি কি স্বতন্ত্র? কদাচই নয়। ( রাজার প্রতি ) তুমিই বল দেখি মহারাজ! এই অলঙ্কারগুলি তোমার পূর্ব্বকার দান করা ধন কিনা? যদি তা হয়, তবে দান করা ধন প্রত্যাহরণ ক'ল্লে যে মহা পাপ, সেইটী স্বীকার না ক'ল্লে আর এই গুলি দে কদাচ প্রতিশ্রুত ঋণে মুক্ত হতে পার না ! —আমি এসে অবধিই মনে ক'চ্ছি আমার অলঙ্কারগুলি কি ব'লে রাণী এখনও আমাকে দিচ্ছেন না ? ব'ল্‌তে কি মহারাজ, আমি

লজ্জায় কেবল চাইতে পার্চ্ছিলেম না; কিন্তু রাজ্ঞী পরমা বুদ্ধিমতী, আপনা হতেই সে গুলি মোচন ক'রে দিলেন (অলঙ্কার গ্রহণ ও স্বীয় বসনে বন্ধন করিতে করিতে) মহারাজ! এ তো হলো, এখন যজ্ঞের অর্থের কি তা বল?

রাজা। (সকাতরে) প্রভো! এ দাসের শরীর আছে, আর কিছুই নাই। দাস্যবৃত্তি প্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রমে কোনো রূপ উপার্জ্জন ব্যতীত উপায় দেখিনে। যদি দয়া ক'রে কিছু সময় দেন, তবে ঋণোদ্ধারের চেষ্টা পাই।

পাত। অ্যাঁ, শেষ কি এই হলো? ও হরি!

বিশ্বা। চেষ্টা পাই! চেষ্টার কর্ম্ম নয় মহারাজ! দুই পক্ষ সময় দিলেম। আজ হতে ত্রিংশৎ দিবসান্তে আবার তোমার সঙ্গে গে সাক্ষাৎ ক'র্ব্বো, সেই কালে দিতে পার ভালই, নচেৎ যা হবে বুঝ্‌তেই পাচ্ছো, আমার প্রকাশ ক'রে বলা বাহুল্য! এখন আমরা চ'ল্লেম— উঠ গো, কন্যা!—চলহে বিদুর! চল শকট মোচন ক'রে ওঁরে লয়ে যাও—পাতঞ্জল ব'সে রইলে যে? অশ্বে উঠগে না—

পাত। প্রভু! সময়টা নিদেন আর দু এক মাস বাড়িয়ে দিলে কি হয় না?

বিশ্বা। তাতে আর কি হবে? চল, এখন চল—

[ বিশ্বামিত্র, পাতঞ্জল, রোরুদ্যমানা মল্লিকা ও ক্রন্দনশীল বিদুরের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

# চতুর্থ অঙ্ক।

কাশী—মণিকর্ণিকার ঘাট।

[ পুত্র-ক্রোড়স্থা শৈব্যা নিদ্রিতা এবং করতল-গণ্ড রাজা উপবিষ্ট ]

রাজা। (স্বগত) হা সুখময়ি রজনি! তুমি এখনি গেলে! এত ক'রে বিনয় ক'ল্লেম তবু একটু থা'ক্‌লে না! তা থা'ক্‌বে কেন? ভাগ্যহীনের কথা জগতে কে কবে শুনে থাকে! হায়! এই যে প্রভাত আ'স্‌ছে, যত প্রাণী সকলেরই সুখের, কেবল এই অভাগারই নিতান্ত দুঃখের কাল—সাক্ষাৎ কালরূপী কাল! হায়, রাত্রি কালে তবু একটু চিন্তার শমতা হয়—নিদ্রার কুহকে প্রিয়া আমার তবু অজ্ঞানে প'ড়ে থাকেন—ক্ষুৎপিপাসার যাতনা তত জান্তে পারেন না,—অন্ততঃ এই অভাগার চক্ষে তা প্রকাশ পায় না—অন্ততঃ অন্ধকারে তাঁর আর প্রাণাধিক রোহিতাশ্বের মলিন মুখ দুখানি দেখ্‌তে পাইনে, তাতেও তত বুক ফাটে না!—হায় প্রভাত! তুইও এলি, আর এই দুটী চাঁদ মুখকে অনশন রাহুগ্রস্ত দেখে অভাগা হরিশ্চন্দ্রের প্রাণে যা হ'চ্ছে, তা অন্তর্যামী ভগবান বৈ ব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ জান্তে পারে না!—(পূর্ব্বাভিমুখে) হা অরুণ দেব! হা সূর্য্যবংশের আদি পুরুষ! তুমি উদয় হ'চ্ছো, হও—অত লোহিত কেন? অকৃতী অধম সন্তানের অযোগ্যতায় রাগ ক'রে? না, বংশধরের দুর্দ্দশার দুঃখে আর অপমানে? হা পিতৃদেব! এই অপরিমিত দুঃখ-রাশি আর কারে দেখাই? তুমি বংশের পিতা, তুমিই দেখ—তোমার বংশধর হয়েও এ অধমের কি দশা হয়েছে, একবার স্বচক্ষে চেয়ে দেখ—তোমার অমিত-তেজা নিষ্কলঙ্ক কুলের কুলবধূ আ'জ কেমন মণি-পালঙ্কে শুয়ে আছে, একবার

দৃষ্টি কর! হা আদি পুরুষ আদিত্য! তোমার বংশে এমনি কুলাঙ্গার জন্মেছে, যে, অসূর্য্যম্পশ্যা তোমার কুল-বধূ আ'জ্ কাশীর ঘাটে পাষাণ সোপানে গড়াগড়ি দিচ্ছে, সে তা অনায়াসে দেখ্‌ছে—অনায়াসে সহ্য ক'চ্ছে! কিন্তু পিতৃদেব! আমি যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে এ দশায় পতিত হই নাই—ব্রাহ্মণের ছলেই দুর্ব্বল কাপুরুষ হয়েছি—কিন্তু যাতে হই, এতে তোমার কলঙ্ক বই নামোজ্জ্বল হবে না! তবে, তাত, কি ব'লে আমাদের অন্ধকারে লুকিয়ে না রেখে তোমার উজ্জ্বল আলোকে আমাদের অবস্থা লোককে দেখিয়ে দিচ্ছ? হা পিতঃ! তোমার কি এই বিবেচনা, যে, তোমার পুত্রবধূ মলিন বেশে এলোকেশে অতি দীনার ন্যায় অনশনে প'ড়ে আছে, আর তুমি জগদ্বিভাষক দীপ্তিতে দিব্য ঐশ্বর্য্যময় কান্তিতে জ্যোতির্ম্ময় রথে হা'সতে হা'সতে উদয় হলে? এতে কি দেবলোকে তোমার যশ হবে? আ'জ্ কি তোমার উদয় হওয়া উচিত ছিল? যত কালে তোমার পুত্র আর পুত্রবধূর হয় দুঃখ-দূর নয় মৃত্যু না হ'চ্ছে, তত দিন কি তোমার উদিত হওয়া উচিত? তা দূরে থা'ক্, অন্য দিনের চেয়ে আ'জ্ যেন আরো শীঘ্র—আরো সগৌরবে দেখা দিচ্ছ! তুমি কি এই দৃশ্য দেখবার জন্যই এত ঝটিতি আ'জ্ উদিত হলে? হা দেব! তোমার অনাগমন যে নিতান্তই ভাল ছিল;—প্রিয়া আমার তবু একটু চেতনা আর চিন্তার হাতে মুক্তা থাক্তেন! তুমি এলে, এখন তো আর প্রিয়তমাকে সে সুখে রা'খ্‌তে পারিনে—এখনি যে শত শত লোকে মনিকর্ণিকা পূর্ণ হবে—এখনি কৌতুকদর্শী শত শত চক্ষু যে উপহাসের দৃষ্টিতে দেখ্‌বে—উপহাসের হাসি হা'স্‌বে! তাই বলি, পিতৃদেব! হয় এখনি শতভানুর কৃশাণুময় তনুতে এ অধম তনুজকে দগ্ধ কর, নয় এখনও ফিরে যাও!—নতুবা হায়! এখনি তোমার উদয়ে হয় তো নিদয় ঋষিরাজের উদয় হবে—সর্ব্বনেশে ঋষির সর্ব্বনেশে উদয়!

হায় আ'জ্ই যে সে দিন!—আ'জ্ই শোণিত-শোষক সেই একত্রিংশ দিন—কি অশুভক্ষণেই, পিতৃদেব, আ'জ্ তুমি উদয় হলে—হায় আ'জ্ হরিশ্চন্দ্রের কি অশুভ প্রভাত!—হায়! আমি কোথায় যাই? কি করি? কিসে এই নরকযন্ত্রণা রূপী ঋণদায়ে মুক্ত হই? হা ঋষিরাজ! কি ক'ল্লে! কি ক'ল্লে! রাজ্য, ধন, যান, বাহন, আত্মীয়, স্বজন, সব নিলে, তবু ক্ষান্ত নও! জন্মে যা কখনো জানিনে—যে ঋণের কথা শাস্ত্রে পড়িছি, বিচারাসনে ব'সে শুনিছি, অধমর্ণের ঘোর চিন্তা-ক্লিষ্ট বদনে যা ধর্ম্মাধিকরণে দেখিছি—যার মত আততায়ী শত্রু আর দ্বিতীয় নাই শুনিছি, হায়, আমি সেই ঋণ জালে জড়িত—অপ্রতিবিধেয় ভয়ানক রূপে জড়িত হয়ে পড়িছি! হায়, বিপদ যে বিপদের অনুগামী, এত দিনে হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র তা সুচারু রূপে জান্তে পা'ল্লে!—পথের কাঙাল—নিতান্তই পথের কাঙাল—যথার্থই ভিকারীর ভিকারী হয়েছি; এক মুষ্টি অন্নের জন্য স্ত্রী পুত্র সঙ্গে ক'রে ঢিকুতে ঢিকুতে লালায়িত হয়ে বেড়াচ্চি—হায়, অযোধ্যার সেই পাটরাণী আ'জ্ তিন দিন অনাহারী—অন্নাভাবে অনাহারী, ব্রত নিয়মে নয়—বাস্তবই গঙ্গাজল বই আর কিছুই উদরে যায় নি! হায় রে! নিত্য যার অতিথি-শালা লক্ষ জনকে অন্ন দিত—যার পশু-শালাতেও প্রত্যহ পর্ব্বত প্রমাণ শস্য রাশি উড়ে যেতো—হায় রে! সে আ'জ্ মুষ্টি ভিক্ষার অভাবে প্রাণের প্রাণ স্ত্রী পুত্রের প্রাণ হারাতে বসেছে—এত দূর হয়েছে, তার উপর ঋণ!—ওরে ঋণ! তুই কোথা হতে এলি? ওরে কবে হরিশ্চন্দ্র কার কাছে তোরে গ্রহণ করেছে? বল্ তুই অকারণে কেন এ অভাগার বুকে এসে শেল হয়ে ব'স্লি? তোর আর তোর নিয়োগকর্ত্তা সেই ভয়ানক ঋষির মূর্ত্তি যখন ধ্যান করি, তখন আমার জ্ঞান, চৈতন্য, অবশিষ্ট বুদ্ধি বল সব রসাতল যায় রে সব রসাতল যায়! ওরে এখনই যেন তোরে আর তাঁরে সাক্ষাতে দর্শন ক'র্চ্চি—ওরে

সেই দীর্ঘ জটায় জটিল; কুচক্রে ঘোর কুটিল; লম্বিত শ্মশ্রু জালে ভয়ানক তপোধনের কোপের ভ্রূকুটী যেন সম্মুখেই দেখ্‌তে পাচ্ছি—ওরে সেই রাহুরূপী ঋষি দীর্ঘ বাহু বিস্তার ক'রে যেন কর পেতে তোর পরিশোধ চা'চ্ছেন—ওরে সব যেন প্রত্যক্ষ ক'চ্ছি! কি সর্ব্বনাশ! (চীৎকার স্বরে) কি ভয়ানক! কি শোণিত-শোষক! কি বিকট! কি প্রাণ-ঘাতক দৃশ্য!—হায় কে রক্ষা করে? প্রিয়ে! উঠ! প্রাণ যে যায়—ঋষির কোপানলে দগ্ধ হই—জন্মের মত বিদায় দেও—ধর, ধর, ধর—

শৈব্যা। (শশব্যস্তে উঠিয়া) একি? একি? একি মহারাজ? চীৎকার কেন? কাঁপ্‌ছো কেন? চক্ষু অমন কেন?—কিসে এমন হলো? কিসে আঘাত লাগ্‌লো?—অভাগিনীর কপাল বুঝি পুড়্‌লো (রাজাকে ধারণ পূর্ব্বক) মহারাজ! স্থির হও—হঠাৎ এমন হলে কেন মহারাজ? তুমি অমন হলে আর কার মুখ চেয়ে থাকি নাথ?

(শৈব্যার ক্রোড়ে রাজার অর্দ্ধ শয়ন)

শৈব্যা। কি অসুখ হলো মহারাজ?

রাজা। প্রিয়ে! নূতন কিছুই না—সেই দুই পক্ষ রূপ পক্ষী আ'জ্ উড়ে গেছে—প্রিয়ে! আ'জ্ সেই কাল মাসের শেষ—হায় আমারও শেষ!

শৈব্যা। নাথ! সামান্য কথায় বলে "যত ক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ!" যিনি এক মুহূর্ত্তে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে পথের ভিকারী ক'র্ত্তে পেরেছেন, সেই বিধি মনে ক'ল্লেই আবার সেই ভিকারীকেও নিমেষ মধ্যে রাজা ক'রে দিতে পারেন!

রাজা। অথবা, সেই ভিকারীর ভিক্ষার ঝুলি দুটীও কেড়ে নিতে প্যারেন! (কম্প)

শৈব্যা। তিনি সবই পারেন! কিন্তু নাথ, তুমিই তো কা'ল্

ব'লেছ, বিপদ উদ্ধারে মানুষ যত কেন চেষ্টা করুক না, তাঁর ইচ্ছারি জয় হয়—কেবল ধার্ম্মিকের সহিষ্ণুতার কাছেই তাঁর পরাজয়!

রোহি। ও মা বড় ক্ষুধা পেয়েছে—কিছু খেতে দেওনা মা?

রাজা। প্রিয়ে! সব জানি—ধার্ম্মিককে দুঃখ দে তিনি ধর্ম্মের পরীক্ষা করেন,—যে ব্যক্তি অসীম দুঃখেও ধর্ম্মকে ত্যাগ না করে, কর্ত্তব্যকে না ভুলে, সেই সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়—তাও জানি! ধৈর্য্য যার সেনাপতি, শেষে তার জয় হয়ই হয়—ইটী নিশ্চয়!—তাও জানি—প্রিয়ে, সব জানি, কিন্তু হায়!—

রোহি। ও মা বড় ক্ষুধা, কিছু দেওনা মা—

রাজা। হা!—সব জানি—কিন্তু প্রিয়ে! পুত্রের এই কথা বুকে যেন শক্তিশেল বা'জ্‌ছে—তোমার এই মলিন মুখ চক্ষে যেন তপ্ত শলাকা বিঁধ্‌ছে—আর সয় না রে আর সয় না—পাপ হৃদয় বিদীর্ণ হয় হয়, তবু যে হয় না!—(উঠিয়া)—তোমরা এই খানেই থাক, কোথাও যেও না—

শৈব্যা। আর তুমি?

রাজা। আমি একবার ভিক্ষায় যাব! কি ব'লে কেমন ক'রে তা ক'র্ত্তে হয়, এখন তো প্রিয়ে শিখে নিয়েছি—ভগবান আপনিই শেখাবেন—আপনিই বলাবেন—বলাবেন কি, বলিয়েছেন—তবে আর বৃথা অভিমান কেন?—অভিমান! তুই দূর হ!—লজ্জা! কিসের লজ্জা?—ঘৃণা! আর কিসের ঘৃণা! (পরিক্রমণ ও প্রত্যাগমন) না, প্রিয়ে, হলোনা—বৎস রোহিতাশ্বের খাবার আন্তেও অবসর পেলেম না— যা ভেবেছি তাই—ঐ দেখ, সাক্ষাৎ কৃতান্ত-স্বরূপ সেই তপোধন ঐ আগমন ক'চ্ছেন—

[ বিশ্বামিত্র ও পাতঞ্জলের প্রবেশ ]

বিশ্বা। কৈ মহারাজ, দক্ষিণার ধন কৈ? শীঘ্র দেও—　　৭

( সপুত্র রাজা রাণী প্রণত )

দীর্ঘায়ুঃ সন্তু !—ধর্ম্মবল শতগুণ হ'ক্ !—কিন্তু আমার যজ্ঞ-দক্ষিণাটা না দিলে আয়ুই কি, ধর্ম্মই কি, দুয়েরি ব্যাঘাত !—কৈ ? মহারাজ কৈ ? দেও না ?—ও কি ? নীরব যে—হেঁট মুখ যে—এর অর্থ কি ?

রোহি। ও মা, কিছু খেতে দেওনা মা, বড় ক্ষুধা পেয়েছে—

শৈব্যা। ( দরদরিত-ধারা-চক্ষে শিশুকে বক্ষে লইয়া মুখ-চুম্বন ) বাবা ! একটু থাক—দেখ্‌তে পাচ্ছোনা !

রোহি। থাক্তে পারিনে মা, বড় ক্ষুধা !—অমন ক'রে কাঁদ্‌ছিস কেন মা ?

পাত। ( স্বগত ) আহা হা মধুসূদন ! এ আর দেখা যায় না ! ( খুঙ্গি হইতে ফলোত্তোলন পূর্ব্বক ) বৎস রোহিতাস্য ! খাবে দাদা, এই ফল খাবে ?

রোহি। ( রাণীর মুখপানে চাহিয়া ) হঁ্যা মা খাব ?

শৈব্যা। ( সরোদনে ) খাও !

রোহি। ( ফল লইয়া ) একি গা ?

পাত। এই দুটী পাকা গাব—আর এই ক টা আমলকি !

রোহি। ( রাণীর প্রতি ) হঁ্যা মা, এ তো কখনো খাইনি মা ! ( ভক্ষণারম্ভ ও মুখ-বিকৃতি ) এ যে কেমন কষা লাগে মা !

বিশ্বা। তবে খেওনা—দেও ! ( হস্ত প্রসারণ )

রোহি। না, না, না—দিব না—আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে—বেস লা'গ্‌ছে মহাশয়, এখন আমার বেস লা'গ্‌ছে !

শৈব্যা। হা বিধি ! তোর মনে এই ছিল ! আর যে সয়না—
( পতন )

পাত। মহারাজ ! দেখুন, দেখুন, ধ'রে তুলুন, রাণী ঘুরে প'ড়্‌লেন —বুঝি অজ্ঞান হয়েছেন ! আমি জল আনি গে—( সোপানে অবতরণ )

রাজা। (শুশ্রূষা পূর্ব্বক) হা প্রিয়ে! আগে গেলে!—অভাগাকে ফেলে গেলে!—তুমি মুক্ত হলে, কিন্তু—

শৈব্যা। (নেত্রোন্মীলন পূর্ব্বক) না মহারাজ, অভাগিনীর সে সুদিন এখনও হয়নি!—সে সুখের দিন হবে তো ভোগ ক'র্ব্বে কে? আপনি সে চিন্তা ক'র্ব্বেন না, আমি বেস আছি—

পাত। (বিশ্বামিত্রের প্রতি করযোড়ে) প্রভো! দয়া ক'রে এখন চলুন—সময়ান্তরে আসা যাবে—

বিশ্বা। তুমি না দেখ্‌তে পার, চ'লে যাও;—এত দয়া হয়ে থাকে তো বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গে আমার জন্য অপেক্ষা কর—

পাত। আজ্ঞে না, তা ব'ল্‌ছিনে; (মস্তক কণ্ডূয়ন) বলি—বলি—বোধ ক'চ্ছি, মহারাজ এখনও সংগ্রহ ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি—

বিশ্বা। (সরোষে) তাই বলুন না কেন চ'লে যাই—দিব না ব'ল্লেই তো সব উৎপাত যায়!—আমি কি আপনি ওঁর কাছে ভিক্ষা ক'র্ত্তে গিছ্‌লেম?—উনি আপনিই তো এক প্রকার আমার মুখ দে বলিয়েছিলেন—হয় নয় উনিই বলুন না? তুমিও কোন্ না ছিলে? ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণের কাছে প্রতিশ্রুত ঋণ পরিশোধ না ক'ল্লে ইহ-পরকালে কি হয়, তা কি উনি জানেন না?—তাও চুলোয় যা'ক্, সে ওঁর আপনার ভোগাভোগের কথা; কিন্তু বিশ্বামিত্রের মুখ হতে প্রার্থনা বাক্য নির্গত করিয়ে যে পামর সেই প্রার্থনার মান না রেখে অপমান করে, তার কি দশা ঘ'টে থাকে, তা আমি এই দণ্ডেই দেখিয়ে যাব! একি পরিহাস করা?—একে তো অবিদ্যার শাসনে বঞ্চিত ক'রে আমার যত দূর অনিষ্ট ক'র্ত্তে হয় তা করেছেন—

পাত। আজ্ঞা, তার দণ্ড তো ছত্রদণ্ড গ্রহণেই হয়েছে—

বিশ্বা। ভাল, তা যা হ'ক্, সে দোষ যেন সেই সামান্য প্রীয়-

শিষ্যত্বেই মার্জ্জনা করা হলো—তার পর কিনা ছেলে ভুলাবার মত কঠিন যজ্ঞে আমায় ব্রতী করিয়ে এখন কার্য্যকালে এককালে নিরাশ! এই কি ভদ্রের উচিত? এই কি ক্ষত্রির রাজার যোগ্য কাজ? এও কি সহ্য করা যায়? একি যেমন তেমন অপরাধ? এ দোষে আবার ক্ষমা!—কখনই না, কখনই না, কখনই না! এই আমি তিন সত্য কল্লে'ম—তুমি পাতঞ্জল, তুমি তো তুমি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এসে অনুরোধ ক'ল্লে'ও বিশ্বামিত্রের এ প্রতিজ্ঞা অন্যথা হবার নয়!—প্রতারণা!—আমার সঙ্গে প্রতারণা!

পাত। আজ্ঞে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালে ভুত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান প্রভুর অগোচর তো কিছুই নাই—

বিশ্বা। ভাল, অগোচর নাই, তাতে কি?

পাত। আজ্ঞে, এ অবস্থায় অর্থ বিষয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতারণা করা কি সম্ভবে?—রাজা যদি শক্তি সত্ত্বে না দিতেন, তবে এ দাসই দণ্ডের জন্য অনুরোধ ক'র্ত্তো!

বিশ্বা। শক্তি সত্ত্বে না দিতেন! তবে যেন শক্তি নেই! তোমার যেমন স্থূল বুদ্ধি, সেইরূপই বুঝেছ!—ওরে নির্ব্বোধ! যার ইচ্ছা আছে, তার শক্তি নাই এমনও কি হয়ে থাকে?—শক্তি আবার নাই! অবশ্যই শক্তি আছে, কেবল ইচ্ছাই নাই!

পাত। প্রভু কেমন আজ্ঞা ক'র্চ্ছেন? সত্যই আমার স্থূল বুদ্ধি তা বুঝ্‌তে পাচ্ছেনা! স্বচক্ষেই তো শক্তি টক্তি সব দেখ্‌তে পা'চ্ছেন—প্রভুর সমক্ষে অধিক কি ব'ল্‌বো, প্রভুর কাছে এত অসংখ্য পুরাণ উপপুরাণাদি শাস্ত্র যে পড়িছি—প্রভুর সঙ্গে এত অসংখ্য রাজ্য যে ভ্রমণ করিছি—প্রভুর প্রসাদে এত অসংখ্য প্রকারের মনুষ্য যে দেখিছি—তা ছাড়া বাল্যাবধি এত অসংখ্য গল্প উপন্যাস যে শুনিছি, কৈ কুত্রাপি তো রাজা হরিশ্চন্দ্রের যে দশা দেখ্‌ছি, এমন

হীন অবস্থা মনুষ্যের যে কখনো হয়েছে, এ তো প্রভু দেখিনি, শুনিনি, কল্পনাতেও ভাবিনি!—

বিশ্বা। তোমার দেখা শুনা এখনও কিছুই হয় নাই! যে মানুষ ইচ্ছা ক'রে আপনার দুরবস্থার প্রতীকার না ক'র্ব্বে—যে মানুষ সাধ্য সত্ত্বেও ইচ্ছা ক'রে প্রতিশ্রুত ঋণজালে জড়িত হয়ে থা'ক্বে, তার আর ঔষধ কি?

পাত। প্রভুর মুখে আ'জ্ এক একটা কথা শুন্ছি, আর যেন চৈতন্যের উচ্চ চূড়া থেকে অতলস্পর্শ বিস্ময়ের গহ্বরে ঝুপ ক'রে প'ড়ে যা'চ্ছি!—প্রভু দাসের উপর দয়া ক'রে যদি এত গুলো কথা ব'ল্লেন, তবে আর একটু অনুকম্পা ক'র্ত্তে হবে!—

বিশ্ব। ভাল উৎপাত বটে—আবার অনুকম্পাটা কি?

পাত। আজ্ঞে, অনুকম্পা এই, রাজার এই ঘোর দুরবস্থার প্রতীকার আর এই ঋণ পরিশোধ কিসে হতে পারে, দয়া ক'রে ইঙ্গিতে একটু বলে দিন—দেখ্ছেন না, আমার মত এঁরাও বিস্ময়ের সাগরে হাবু ডুবু খা'চ্ছেন!

বিশ্বা। কেন? আমি ব'লে দে দোষী হব কেন? উনি মহারাজা; ওঁর রাজ-বুদ্ধি; উনি আপনিই কেন উপায় ভেবে দেখুন না—স্ত্রী পুত্র কি কেবল সম্পদের সুখ-ভাগী—বিপদের কি কেউ নয়?—বিপদুদ্ধারের নিমিত্ত কে না কি করে? মনুষ্যের ধন আর জন, দ্বিবিধ সম্পত্তি; মনুষ্যের ঘোর বিপদ প'ড়্লে প্রথম সম্পত্তি দিয়ে কেটে গেল তো ভালই, নচেৎ শেষের সম্পত্তিরও ত্যাগস্বীকার কি কর্ত্তব্য নয়? স্বামীত্ব অধিকার তবে কি জন্য? যদি আত্যন্তিক বিপদ কালে সেই স্বত্ত্ব কাজে না লাগে, তবে তার স্বামীত্ব ধারণ করাই বৃথা! জানি, সহজে তা কেউ পারেনা, কেননা দয়া, মায়া, স্নেহ, আসঙ্গলিপ্সা প্রভৃতি কতকগুলো মিষ্ট প্রবৃত্তির কুহকে প'ড়ে ক্ষীণচেতা লোক সহজে

তাতে সম্মত হতে চায় না, কিন্তু যখন ইহপরকাল যেতে বসে—যাদের উপর ঐ দয়া মায়া, যখন তাদের সর্ব্বসুদ্ধ অধঃপাতের সম্ভাবনা ঘটে, তখন যে অবোধ লোক বিচ্ছেদ-ব্যথার ভয় পায় "আহা! কার কাছে. গে কি কষ্টেই থা'কবে" এম্নি এম্নি ক্লিব্ল চিন্তায় কাতর হয়, শক্তি সত্ত্বেও শক্তিহীনের ন্যায় কার্য্য করে, সেই লঘুচেতা নির্ব্বোধ ব্যক্তি আপনার কর্ম্ম-ফল অবশ্যই ভোগ ক'র্ব্বে—অপরে দয়া ক'রে তারে কদাচই রাখ্‌তে পারে না!

রাজা। ( স্বগত ) হা দগ্ধ হৃদয়! ( বক্ষে করাঘাত ) কি শুন্‌ছো! বিদীর্ণ হতে আর বিলম্ব কি?

বিশ্বা। সে যা হ'ক্, রাজন্! আর আমি অপেক্ষা ক'র্ত্তে পারি না—কল্যই সময় গিয়েছে, কল্য সায়ংকালে যে আসি নাই, সেই যথেষ্ট! এখন দিবে কিনা, এক কথায় পরিষ্কার ক'রে বল—অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন!

শৈব্যা। ( সকাতরে রাজার করগ্রহণ পূর্ব্বক ) মহারাজ! আর কেন? অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাতে পারে? ঋষি যা ব'ল্লেন, তাই করুন—মহারাজ তাই করুন—আর তোমার এ যন্ত্রণা দেখ্‌তে পারিনে—আর উপায় নাই, মহারাজ, আর এখন কোনো উপায় নাই!

রাজা। হা প্রিয়ে! এ কি কথা! হা বিধি! হা হৃদয়!—হায় আমি কি শুন্‌ছি? স্ত্রী পুত্র বিক্রয়! হায় আমার মস্তকে অগ্নি জ্ব'লে উঠ্‌লো—অন্তকাল বুঝি নিকট হলো! ( মস্তকে হস্ত দান ) উঃ! জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে—( পতন ও মূর্চ্ছা )

শৈব্যা। হায় কি হলো! ( রাজার বক্ষে পতন ) মহারাজ! কি ক'ল্লে?—মহারাজ! তোমার রোহিতাশ্ব অনাথ—

বিশ্বা। পাতঞ্জল! এই কমণ্ডলুর অমৃত জল প্রয়োগ কর—

পাত। (জল দান পূর্ব্বক স্বগত ) আর অমৃত কুণ্ড! লক্ষ বাসুকি

দংশন ক'চ্ছে, অমৃত জলে বাঁচালেও তো ক'র্ব্বে! তার চেয়ে এখন মৃত্যুই ভাল! ( প্রকাশে রাণীর প্রতি ) মা! ভয় নাই, উঠুন, রাজার বুকে বাতাস লাগুক—

রোহি। ( রোদন ) ও মা!—ও বাবা!

পাত। চৈতন্য হয়েছে, ভয় নাই!

রাজা। হা চৈতন্য! আবার এলি! তোরও হিংসা হলো!—

বিশ্বা। মহারাজ! ঋণ রেখে গেলে যে অনন্ত কাল এর চেয়ে অনন্তগুণে বেশী যন্ত্রণা ভোগ ক'র্ত্তে হবে!

রাজা। তাও বটে, তবু যেন বর্ত্তমান যাতনাই যাতনা!

বিশ্বা। তা নয়, মহারাজ তা নয়! তার কাছে এ কিছুই নয়!— সে যাই হ'ক্, আমি এসব রঙ্গভূমির অভিনয় দেখ্‌তে আসিনি—দিবে কি না দিবে, এক কথায় ব'লে দেও—

রাজা। প্রভো! আর কিছু দিন সময় দিন; আমার মন্ত্রী আর মন্ত্রীপুত্রকে সংবাদ দিয়ে আপনার অর্থ আনিয়ে দিই!

পাত। হ্যাঁ তাই কর—

শৈব্যা। ( বিশ্বামিত্রের চরণ ধারণ পূর্ব্বক ) প্রভু, এ দাসী আর এই অপোগণ্ডটীর মুখ চেয়ে এই ভিক্ষাটী দান করুন!

বিশ্বা। ( সহাস্যে ) মহারাজ! তুমি কি এখনও ছল কৌশল ছা'ড়্‌তে চাওনা? তুমি কি জাননা, ভিক্ষালব্ধ ধনে ক্রিয়া ক'ল্লে যার ধন তারই ফল, ভিক্ষুকের কিছুই নয়! এই কি তুমি ধর্ম্মপরায়ণ হরিশ্চন্দ্র? এইরূপে তোমার ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা? এহলে তো অনেক দিন এ ঋণ শোধ হতে পার্ত্তো! তুমি কি জাননা, নিজের শ্রমলব্ধ ধন ব্যতীত দান সিদ্ধ হয় না? আমিই বা জেনে শুনে অপরের ধন তোমার কাছে গ্রহণ ক'র্ত্তে যাব কেন? —ধিক্ আমার যজ্ঞে!— ধিক্ তোমার দানে!—ধিক্ তোমার ধর্ম্মাভিমানে!—

রাজা। প্রভো! তবে অনুমতি করুন—আর কিছু দিন সময় দিন। আমি সবল, সমর্থ, কর্ম্মঠ; আমি অনুসন্ধান ক'রে কোনো ধনীর সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হয়ে উপার্জ্জন করি!

বিশ্বা। আর না—যথেষ্ট হয়েছে—মহারাজ! আগে জান্তেম, তুমি ধার্ম্মিকের চূড়ামনি, এত দিনে জা'নলেম, তুমি ধূর্ত্ত শিরোমণি! —আর না—যথেষ্ট—আর তুমি ক্ষমার্হ নও—তোমার প্রতিজ্ঞা কি ছিল? এক মাস অন্তে দিবে ব'লে কি স্বীকার কর নি? সেই সত্য পালন কি এই? তুমি কি ইতর উত্তমর্ণ পেয়েছ? তুমি কি ধর্ম্ম-ঋণ সম্বন্ধে ইতর অধমর্ণের ন্যায় আ'জ্ নয় কা'ল্, কা'ল নয় পরশু ক'রে টা'ল্তে চাও? আমি তোমার কথায় যজ্ঞের সংকল্প করিছি—ঋষি-বর্গ মধ্যে যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছি, আ'জ্ আমি অর্থ চাই—এই মুহূর্ত্তেই চাই—এখনি দেও ভালই, না দেও, যেমন আমার যজ্ঞ পণ্ড ক'ল্লে, তার প্রতিফল স্বরূপ নিদারুণ অভিসম্পাতে বংশলোপ, ধর্ম্মলোপ, কর্ম্ম-লোপ, তোমার স্বর্গরোধ পর্য্যন্ত ক'রে দিব—আর একটীও বাক্য শুনবো না—পাতঞ্জল! এখানে ব'সো, আমি এলেম ব'লে—এই বার এসে ধন না পাই তো তদ্দণ্ডেই প্রতিফল দিব!

[ প্রস্থান।

শৈব্যা। (সরোদনে) মহারাজ! আর কেন? দাসীকে বিক্রয় দ্বারা ধন সংগ্রহ করুন—আমাদের কপালে লেখা আছে পর-প্রেষ্যতা ক'র্ত্তে হবে! তাতে কাতর হলে কি হবে? এখন তো এই উপায়ে উপস্থিত বিপদ হতে মুক্ত হও; তার পর চেষ্টা ক'রে যদি ভাগ্য গুণে কোনো মহতের আশ্রয়ে থেকে মানপূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন ক'র্ত্তে পারেন, সেই অর্থে দাসীকে তখন মুক্ত ক'ল্লেই হবে!

পাত। মা! যদি একান্তই তা কর্ত্তব্য হয়, তবে যাতে ব্রাহ্মণের ঘরে থাক্তে পারেন, তার উপায় দেখাই উচিত—

শৈব্যা। আঃ! তারির বা সময় কৈ ?—মহারাজের মনের যে অবস্থা দেখ্‌ছি আমাকেই লজ্জা ত্যাগ ক'র্ত্তে হলো!—কিন্তু করিই বা কি? যাই বা কোথায়? কি ব'লতে হয়, কি ক'র্ত্তে হয়, কিছুই জানিনা!—কমলরে কোথায় রইলি? এ সময় তোর বুদ্ধি বল পেলে সব ক'র্ত্তে পা'র্ত্তেম!—(করযোড়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টি) হে বিপত্তারণ মধুসূদন! দাসীকে বুদ্ধি দেও, বল দেও, সাহস দেও!—

[ জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ ]

আঃ! এই যে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আস্‌ছেন—এঁরে শ্রীমানের মতই দেখাচ্ছে—ভগবান কি দাসীর প্রার্থনায় এঁরেই পাঠিয়েছেন? দেখিই না কেন? (গললগ্নবাসা কৃতাঞ্জলি ও প্রণতি পূর্ব্বক) ঠাকুর! আপনার কি দাসীর প্রয়োজন নাই?

ব্রাহ্ম। দাসী? ক্রীতা দাসী?

শৈব্যা। আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্রীতা দাসী—

ব্রাহ্ম। কি জা'ত্? (খক্ খক্)

শৈব্যা। আজ্ঞে ভাল জা'ত্—জল আচরণে—

ব্রাহ্ম। বয়স কত? বুড়ী কি নিতান্ত ছুঁড়ী তো নয়?

শৈব্যা। আজ্ঞে, না—বলিষ্ঠা—কর্ম্মিষ্ঠা—

ব্রাহ্ম। সভ্যা ভব্যা তো? ভদ্রলোকের বাড়ীর যোগ্যা তো?

শৈব্যা। আজ্ঞে, আপনিই তা বিচার ক'র্ত্তে পা'র্ব্বেন—

ব্রাহ্ম। কৈ? (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ) কোথায়? (খক্ খক্)

শৈব্যা। (বাষ্পগদ্গদ স্বরে) আজ্ঞে, এই আপনার সাক্ষাতেই—

ব্রাহ্ম। তুমি? (খক্ খক্) আঃ! এই কাশীই আমার বিপদ্!

শৈব্যা। আজ্ঞে, এই দাসীই বটে!

ব্রাহ্ম। তুমি? তুমি নিজে? (খক্ খক্)

শৈব্যা। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি—

ব্রাহ্ম। কেন বাছা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখে পরিহাস কর? তোমার কি অভিসম্পাতেরও ভয় নাই? (খক্ খক্)

শৈব্যা। আজ্ঞে, না প্রভু—পরিহাস নয়—দাসী কি প্রভুর সঙ্গে ব্যঙ্গ ক'র্ত্তে পারে? আপনি পরিহাস ভা'ব্‌বেন না, আমার ঐ পূর্ব্ব প্রভু বড় বিপদে পড়েছেন, দয়া ক'রে আমায় ক্রয় ক'রে তাঁরে ঋণদায়ে মুক্ত ক'রে দিন!

ব্রাহ্ম। (স্বগত) হুঁ! মন্দ নয়! তাই তো, কি করি? (খক্ খক্)

শৈব্যা। তবে কি আপনার প্রয়োজন নাই?

ব্রাহ্ম। প্রয়োজন যে নাই তা নয়; ব্রাহ্মণী এখন অথর্ব্ব হয়েছেন; রান্না বান্না গরু বাছুর লয়ে লণ্ড ভণ্ড হন; (খক্ খক্) এক মাগী দাসী যে আছে, সে আবার তাঁর চেয়ে দশ পনের বছরের বড়; মাগী মরেও না—বেচ্‌তে গেলেও কেউ লয় না—সেটা (খক্ খক্) অবিক্রেয় হয়ে ক্ষতির তলেই পড়েছে!—(খক্ খক্)

শৈব্যা। তবে কেন আমায় ক্রয় করুন না?

ব্রাহ্ম। কি তা জান, (খক্ খক্) আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, যেমন তেমন একটা মেয়ে লোক সুলভ মূল্যে পেলেই (খক্ খক্) আমাদের উত্তম হয়—ভাল! তোমার মূল্যটাই শুনি। কৈ? তোমার প্রভু যে কোনো কথা কন না? (খক্ খক্)

পাত। প্রভু আবার কথা কবেন কি? ওঁর উপরেই প্রভুর ভার আছে—

ব্রাহ্ম। ভাল, তবে তোমার মূল্যটা কি শুনি? (খক্ খক্)

শৈব্যা। আজ্ঞে, এ দাসী সে সব কিছুই জানেনা—আপনি দয়া ক'রে যা দিবেন, তাই আমার স্বীকার!

পাত। (জনান্তিকে) বিলক্ষণ! তবেই হয়েছে! একে বামুন, তায় বুড়ো, তায় কেশো!

রোহি। মা! কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছিস মা? তোরে ক্রয় ক'র্ব্বেন কি মা?

ব্রাহ্ম। এইটী বুঝি তোমার পুত্র? (রোহিতাশ্বের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্বগত) একি? শাস্ত্রে রাজচক্রবর্ত্তীদের যে যে লক্ষণ লিখেছেন, (খক্ খক্) এই বালকে যে তার সবই দেখ্‌ছি! (প্রকাশে) হঁ্যাগা, ইটী কি তোমার, না তোমার প্রভুর, না আর কোনো বড় লোকের সন্তান? (খক্ খক্)

শৈব্যা। আজ্ঞে, যদি দয়া ক'রে ইটীকে সুদ্ধ ক্রয় করেন, তবে আর অধিক কি ব'ল্‌বো, দাসী জন্মের মত ঠাকুরের চরণে বাঁধা থাকে! তা হলে দেখ্‌বেন, শত দাস দাসীতেও যত সেবা ক'র্ত্তে না পারে, একা এই দাসী হতেই তা হবে—তা হলে মাঠা'কুরুণকে আর কোনো কাজে কষ্ট পেতে হবে না—আমরা মায় পোয় প্রাণপণে তাঁর চরণ সেবা ক'র্ব্বো!

ব্রাহ্ম। বালকটী বিলক্ষণ সবল আর সুচতুর বটে—শান্ত শান্তও বোধ হ'চ্ছে! (খক্ খক্) আমার একটা ছোঁড়া ছিল, তার জ্বালায় ব্রাহ্মণীর কোনো দ্রব্য আর শিকেয় রাখ্‌বার যো ছিল না—দেখো বাছা, তেমন ক'রে তো জ্বালাতন ক'র্ব্বে না? (খক্ খক্)

শৈব্যা। (সরোদনে) আজ্ঞে না, তেমন বংশে—

পাত্র। (স্বগত) হা মধুসূদন! এতও এঁদের কপালে ছিল! (প্রকাশে) আঃ! জ্বালাও কেন ঠাকুর—নিয়ে যাওনা, তোমার বড় অদৃষ্ট, তাই সাক্ষাৎ ভগবতী আর কার্ত্তিককে ঘরে নে যেতে পা'চ্ছো!

শৈব্যা। আপনি যা ব'ল্‌বেন, ও তাই ক'র্ব্বে—ও অবশ ছেলে নয়!

ব্রাহ্ম। না, ওরে আর কি ক'র্ত্তে ব'ল্‌বো? আমার পুথি টুথি

গুলো ব'য়ে নে যাওয়া ; যজমানের বাড়ী থেকে নৈবেদ্য, জলপানি, দুধ টুধ গুলো লয়ে আসা ; আর হাট্‌টা বাজারটা করা—এই হলেই হলো ! ( খক্‌ খক্‌ )

শৈব্যা। আজ্ঞে, তা সব পা'র্ব্বে—আর দয়া ক'রে যদি কিছু পড়ান, তবে আপনার চরণে দাস আর শিষ্য দুই হয়ে থা'কবে !

ব্রাহ্ম। ভাল, ভাল, তা দেখা যাবে—এখন মূল্যের বিষয়টা কি ?

শৈব্যা। প্রভুর যেমন আদেশ হয় !

ব্রাহ্ম। তোমাকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী দেখ্‌ছি—তুমি আপনি না ব'লে আমার উপর যে ( খক্‌ খক্‌ ) ভার দিচ্ছ, ইহতেই জান্‌লেম্‌, তুমি মানুষ চিন্তে ( খক্‌ খক্‌ ) পার—যা হ'ক্‌, ন্যায়তঃ তোমার মূল্য স্থির কর্ব্বার জন্য আগে তোমার বয়সটা জানা চাই—

শৈব্যা। ( স্বগত ) মা দুর্গা ! আর যে সয়না ! ( প্রকাশে ) আজ্ঞে, চব্বিশ বছর—

ব্রাহ্ম। আর তোমার ছেলের ?

শৈব্যা। আজ্ঞে, সপ্তম উত্তীর্ণ হয়—

ব্রাহ্ম। ( স্বগত ) দেখ্‌তে তো দশ বছরের—তা ভালই হয়েছে—এ স্ত্রীলোকটী ব্যবসায়ে বড় চতুরা নয়—ছেলের বয়স দশ ব'ল্‌তে পা'র্ত্তো, তাতে মূল্যও বেশী পেতো ! ( প্রকাশে ) তবে তো গণনা সহজ—এর সঙ্কেত জান তো ?

বর্ষে দেড়া, ষোলর ন্যূন—
তার ঊর্দ্ধে তারির দ্বিগুণ !
যদি হয় পঞ্চাশ পার ;
যত বর্ষ, অর্দ্ধ তার !

তবেই দেখ না কেন, তোমার ছেলের বয়স হ'চ্ছে গে সাত বৎসর, তার দেড়া সাড়ে দশ ; আর তোমার বয়স চব্বিশ বৎসর, তার দ্বিগুণ

আট চল্লিশ ; তা আটচল্লিশ আর সাড়ে দশ কত হয় ? ( অঙ্গুলির পর্ব্বে গণনা ) হলো গে সাড়ে আটান্ন !—এই আর কি, আমি সাড়ে আটান্নটী স্বর্ণ মুদ্রা দিতে পারি—

শৈব্যা। যে আজ্ঞে—

পাত। রও গো রও, খপ্ ক'রে যে আজ্ঞে ব'লোনা ! আমরা কি গণনা জানিনে ? বাঃ ! কি গণনাই ক'রেন ! কৈ শ্লোকটার দ্বিতীয় চরণ আর একবার বলুন দেখি ?

ব্রাহ্ম। ( স্বগত ) আ ম'লো, এ উৎপাতটা আবার কোত্থেকে যুট্‌লো ? ( প্রকাশে ) কেন বাপু, ( খক্ খক্ ) ভুল্‌বো কেন ? " বর্ষে দেড়া, ষোলর ত্র্যুন "—তবেই সাড়ে দশ হলোনা ?

পাত। তা তো হলো—তার পর ?

ব্রাহ্ম। তার পর আর কি ? তার উর্দ্ধে তারির দ্বিগুণ ; তবেই চব্বিশের দ্বিগুণ আটচল্লিশ হলোনা ? কেমন কথা কও ?

পাত। বুড়ো হয়েছ ঠাকুর—তিন কাল গেছে—তিন কাল কেন, সাড়ে তিন কি পৌণে চা'র্ কেটে গেছে—আ'জ্ বই কা'ল্ চিত্রগুপ্তের কাছে গে কাজের তন্ন তন্ন তালিকা দিতে হবে. এতেও ঠাকুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস-কারিণী একটী দুঃখিনী অবলাকে ঠকিয়ে খাবার লোভটা ছা'ড়্‌তে পারনা ! তায় অন্য স্থান নয়, কাশী—আবার গঙ্গার ঘাট—ছি, তোমাকে ছি—বেশী আর ব'ল্‌বো কি ?

ব্রাহ্ম। ( সকোপে ) তুমি কে হ্যা বাপু ? যন্মুর মুখ তন্মুব কথা ! ( খক্ খক্ ) যদি গণনার ভুল থাকে, সহজে ব'লে দেও ; ভুল কি মানুষের হয় না ? ( খক্ খক্ আঃ উঃ ) অত চট কেন ?

পাত। কি ব'ল্‌বো, বড় দুঃসময়, নইলে তোমার দাদী কেনাটা দেখিয়ে দিতেম !

শৈব্যা। ( করযোড়ে ) প্রভু ! সময় যায়—

পাত। তা বটে মা, তা বটে—হায়! সেটা যে মনেই ছিলনা—এত অন্যায় যে গায় সয় না—

শৈব্যা। ক্ষান্ত হ'ন্, আর না, যা দেন, তাই ভাল—

পাত। আচ্ছা ঠাকুর, মিটিয়ে ফেল!—

ব্রাহ্ম। আমার আর মিটানো কি আছে? তোমরা স্বীকার পেলেই হলো—

পাত। তবে ধর্ম্মতঃ যা ঠিক, তাই ব'লে দেও না—পণাপণের কথায় আমরা কি কথা কয়েছি? তুমি একটা শ্লোক যা ব'ল্লে, তাই আমরা স্বীকার ক'ল্লেম—তাতেও আবার কম কাটা!—তোমার শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ ব'ল্‌ছে "তারির দ্বিগুণ"—কিসের দ্বিগুণ? অন্বয় কর দেখি? ব্যাকরণ বোধ থাকে তো বর্ষের দ্বিগুণ কি সংখ্যাবাচক বিশেষ্য যে দেড়া শব্দ, তারির দ্বিগুণ হয় বল দেখি? দেড়ার দ্বিগুণ কত? তিন গুণ কি নয়? আমরা ধান দে লেখা পড়া শিখিছি বটে?

ব্রাহ্ম। ভাল, ভাল, ও একই কথা! আটচল্লিশ হ'চ্ছিল, না হয় আর চব্বিশ তাতে যোগ হলো!—ও একই কথা—তা আটচল্লিশের সঙ্গে চব্বিশের দেও দুই—হলো পঞ্চাশ—থা'কলো গে বাইশ—বাইশ থেকে কুড়ি নিয়ে পঞ্চাশে দেও—হলো গে সত্তর—থা'কলো গে দুই—সত্তর আর দুই বাহাত্তর—এই তো (খক্ খক্) হলো এর; তার সঙ্গে ছেলের সাড়ে দশ; তা বাহাত্তর আর দশ বিরাশী—বিরাশী সাড়ে! এই তো আমি দিতে পারি—শুন্‌লে গো বাছা শুন্‌লে? (খক্ খক্ আঃ উঃ)

শৈব্যা। যে আজ্ঞে, আপনার যেমন অভিরুচি!

ব্রাহ্ম। তবে আর কি? আর কোনো আপত্তি টাপত্তি তো নেই? কেমন গো, ব্রাহ্মণ ঠাকুর, তুমি সাক্ষী রইলে!—তোমার নাম কি মশাই?

পাত্র। আমার নাম যাই হ'ক্, আপনার সাক্ষী টাক্ষী রাখ্‌তে হবে না; ইনি তেমন মেয়ে নন—সাক্ষাৎ কমলা—দেখ্‌বেন, আপনার ঘরে গেলে এঁর আয় পরতে লক্ষ্মী উথ্‌লে উঠেন কি না! আপনি পণ্ডিত হয়ে লক্ষণ দেখেও চিন্তে পারেন-না?

ব্রাহ্ম। তা তো দেখ্‌ছি,—কিন্তু (থক্) ঐ পূর্ব্ব প্রভুর দশা দেখে যে ভয় করে! যদি এত সুলক্ষণা, তবে ঐ পুরুষটীর এমন অবস্থা হলো কেন? যা'ক্ সে কথায় আর কাজ নাই—এস গো বাছা এস—এই লও টাকা—আয়রে বালক আয়—

রাজা। (উঠিয়া) অঁ্যা! কোথায়? (রাণীর হস্ত ধরিয়া) প্রিয়-তমে! মহিষি! একি? কোথায় যাও? আগে জলে ঝাঁপ দিই, দেখ, তার পর যাও!

শৈব্যা। (অধোমুখে সরোদনে স্বগত) হা বিধি! তোর মনে কি এই ছিল! হায়! রাজাকে এই অবস্থায় রেখে কোন্ প্রাণে কোথাই বা যাই? কিন্তু এ দিগেও সর্ব্বনাশ—না গেলে, উপায় নাই—ব্রহ্মশাপে কিছুতেই নিস্তার নাই! যেতেই হবে—হায়! এ শক্তিশেল সইতেই হবে! কিন্তু মহারাজার মুখ দেখে আর পা চলে না! হায়! কি ব'লেই বা বুঝাই? কিন্তু বুঝাতেই হবে—আপনার বুক পাষাণ দে বেঁধে মহারাজের ধর্ম্মবুদ্ধিকে সম্বোধন ক'রে প্রবোধ দিতেই হবে! (প্রকাশে) নাথ! তোমার যদি বিপদে ধৈর্য্য না হয়, তবে পৃথিবীতে সামান্য লোকেরা কি ক'র্ব্বে? কার দেখা দেখি অসময়ে বুক বাঁধ্‌বে? হায় নাথ! তুমি আপনিই তো কা'ল্ আমাকে বুঝিয়েছ, ধার্ম্মিকের সহিষ্ণুতাই বল—তিতিক্ষাই ঐশ্বর্য্য—ধৈর্য্যই বিপদের ঔষধ! তবে নাথ! কার্য্য কালে সে সব জ্ঞানের কথা কেন ভুলে যাও? যদি কোনো ক্ষত্রিয় শত্রু বল ক'রে তোমার রাজ্য, ধন, স্ত্রী, পুত্র কেড়ে নিত, তবে বটে তোমার হৃদয়ে ঘৃণা হতো—তবে বটে

তুমি লজ্জায় আর শোকে অধৈর্য্য হতে পার্ত্তে! যখন সত্য-ধর্ম্ম রূপ শত্রুর হাতে আপনি ইচ্ছা ক'রে সে সব অর্পণ করেছ, তখন অকাতরে সে সকল দান না ক'ল্লে তোমার গৌরবের যে অত্যন্ত লাঘব হয়, তাও কি নাথ অদৃষ্ট দোষে ভুলে গেলে! ধার্ম্মিককে ধর্ম্মই রক্ষা করেন, এ কথা যে নাথ, তোমার জপমালা—আ'জ্ এই বিপদের সময় তা যদি মনে না কর, তবে ইহলোকে কলঙ্ক আর পরকালে ঘোর অধোগতি ঘ'টে কি সর্ব্বনাশ হবে, একবার ভেবে দেখ দেখি!

রাজা। (উদাস দৃষ্টির সহিত) অ্যাঁ! ও কি কথা? তা ব'লে তুমি কোথা যাবে?

শৈব্যা। নাথ! উপায় নাই—ক্ষান্ত হও—হায়! এ সঙ্কটে আমাদের বিচ্ছেদ বই আর কোনো উপায় নেই—হায়! তোমার শ্রীচরণ সেবা না ক'রে আমি যে কি হয়ে থাক্‌বো, তা কি নাথ, তোমার অগোচর আছে? কিন্তু কি করি? সকল দুঃখ, সকল শোক, সকল যন্ত্রণা, সকল ন্যূনতা সইতে পারি, কিন্তু নাথ, তোমার ধর্ম্ম আর যশের লাঘব কদাচ সহ্য ক'র্ত্তে পারি না!

রাজা। অ্যাঁ! ধর্ম্ম আর যশের লাঘব! লাঘব কি হয়েছে?

শৈব্যা। না, প্রাণবল্লভ! তা হয়নি—এখনও তা হয়নি, কিন্তু বিয়োগ দুঃখে আমরা যদি এমন ক'রে কাতর হই, তবে তো নাথ, তোমার সত্য পালন হয় না—

রাজা। সত্য পালন! তা ব'লে তুমি কোথায় যাও? আমায় ছেড়ে তুমি যাবে?

শৈব্যা। প্রাণনাথ! ধৈর্য্য ধর—এ সময় তুমি অধীর হলে সব নষ্ট হয়—ব্রহ্মশাপে সর্ব্বনাশ ঘটে—আর সময়ও নাই, ঋষি এলেন ব'লে—এই অর্থ তাঁরে দিয়ে সকল দিগ্ রক্ষা করুন—

রাজা। উঃ! বটে! স্মরণ হলো!—আঃ! আমি যে স্ত্রী পুত্র

বিক্রয় ক'রে ঋণ শোধ ক'র্চ্ছি! এই বুঝি তার মূল্য? হা! এই অর্থের নিমিত্ত স্ত্রী পুত্র বিক্রয়!—উঃ! (বক্ষে করাঘাত) পাপিষ্ঠ প্রাণ! এখনও তুই এই নির্লজ্জ দেহে আছিস?—এখনও যাস্‌নি?

পাত। (স্বগত) মধুসূদন হরিঃ! কি ভয়ানক! (প্রকাশে) মহারা—(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দিগে চাহিয়া স্বগত) না, লোকের কাছে পরিচয় দেওয়াও হবে না! (প্রকাশে) মহাশয়! ক্ষান্ত হ'ন্‌—কোনো চিন্তা নাই—আপনার স্ত্রী পুত্র ভাল স্থানে যা'চ্ছেন—আমি নয় সর্ব্বদা গে দেখে আ'স্‌বো!

রাজা। কেন? কেন? তা কেন? আমিও কেন ঐ সঙ্গে বিক্রীত হই না? (বেগে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদ ধারণ পূর্ব্বক) ঠাকুর! দয়া ক'রে আমাকেও ক্রয় করুন—আমিও দাস হ'য়ে—

ব্রাহ্ম। না, না, বাবা! আমি পাগল টাগল ক্রয় ক'রে নে যাব না—(খক খক্‌) না বাবা, ব্রাহ্মণী আমাকে ইইতেই কি বলেন, তার ঠিক নেই! (রাণীর প্রতি) ওগো, ভাল-মান্‌ষের মেয়ে, যাবে তো এস, নইলে আমার টাকা নে আমি চ'লে যাই। (খক্‌ খক্‌) একি রে বাবা! ভাল দাসী কেনা বটে!

শৈব্যা। (রাজার হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক) প্রাণবল্লভ! স্থির হও—ধৈর্য্য ধর—যে ধর্ম্মের জন্য সব ত্যাগ করেছ, সেই ধর্ম্মকেই কেবল ধ্যান কর, অবশ্যই আমাদের দুঃখ দূর হবে! তোমার যশ, তোমার ধর্ম্ম অটুট্‌ থা'ক্‌বে, আবার সব পাবে!

রাজা। কিন্তু প্রিয়ে, তুমি দাস্য কর্ম্মে নিযুক্তা হবে, এও কি আমার পাষাণ হৃদয় সহ্য ক'র্ত্তে পারে? এতে কি আমার যশ ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হবে?

শৈব্যা। নাথ! স্থিরচিত্তে ভেবে দেখ, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য—সত্য পালনের জন্য তোমার স্ত্রী পুত্র ব্রাহ্মণের দাস্য কর্ম্মে গেল

ব'লে তোমার কিছু মাত্র অযশ হবে না, বরং এতে তোমার সুনাম, সুকীর্ত্তি আর ধর্ম্মের সহস্র গুণ বৃদ্ধিই হবে—সেই ধর্ম্ম—বলে শীঘ্র হ'ক্ বিলম্বে হ'ক্ অবশ্যই আমাদের মঙ্গল হবে—অবশ্যই আবার দাসী ঐ চরণ দর্শন ক'র্ত্তে পা'র্ব্বে—অবশ্যই তুমি যেমন ছিলে, ঠিক তেম্নিই হবে! ইটী যেন দৈববাণীরূপে আমার কাণে কাণে কে অভয় দিয়ে ব'লে দিচ্ছে! তাই বলি নাথ, কিছু ভেবো না—কিছুমাত্র কাতর হয়ো না, এক মনে ভগবানকে ডাক, ধর্ম্মকে ডাক, ধর্ম্ম পথে থাক, কখনই এ কুদিন রবে না!

রাজা। প্রিয়ে! একি আমার সেই শৈব্যা তুমি? আমার বোধ হ'চ্ছে, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম যেন তোমার হৃদয়ে এসে আর দেবী সরস্বতী যেন তোমার রসনায় ব'সে কথা ক'চ্ছেন!—ইতিপূর্ব্বে আমার যে মোহ হয়েছিল, তা প্রিয়ে, তোমার অমৃত মাখা নীতি-বাক্যে দূর হয়েছে—এখন আমি আবার প্রকৃতিস্থ হয়েছি—আবার সমুদয়ই জ্ঞান-চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি—যাও প্রিয়ে যাও, আর আমি নিষেধ ক'র্ব্বোনা—তুমি সামান্যা নও—তোমার উপদেশে আমার দিব্য জ্ঞান হলো! কিন্তু প্রিয়ে, তথাপি—

শৈব্যা। আর না, নাথ, আর না! আমি কাতরে তোমার চরণে ধরি, ক্ষান্ত হও, আর না—সব জানি, কি ক'র্ব্বে? ধর্ম্মের জন্য সব সইতে হবে!

ব্রাহ্ম। ওগো কি কর গো? এ সব তো ভাল লা'গ্‌ছে না—টাকাও গেল, মানুষও যায় নাকি?—লওনা, টাকা তুলে লওনা, ওগো পুরুষটি! গণে দেখ না—তোমরা এসনা গো—( খক্ খক্ )

রাজা। ( দ্রুত পদে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণের চরণ ধরিয়া ) ঠাকুর! একটী ভিক্ষা! একটী ভিক্ষা দিতে হবে!

ব্রাহ্ম। কি? কি? এ পাগল নাকি?

রাজা। আমি পাগল—পাগলকে একটী ভিক্ষা দিতে হবে—এই অনাথিনী অনাথকে যত্ন পূর্ব্বক পালন ক'র্ব্বেন—এই অভাগিনীকে কোনো প্রকাশ্য স্থানে কি কোনো পুরুষের কাছে যেতে দিবেন না—এদের মান হরণ ক'র্ব্বেন না—এই বালকটীকে লেখা পড়া শিখাবেন—এদের পিতা আর মাতামহের মত লালন পালন ক'র্ব্বেন, এই স্বীকার করুন, তবে চরণ ছা'ড়্‌বো—

ব্রাহ্ম। ভাল জ্বালা বটে—পা ছাড়, পা ছাড়—আরে বাপুরে, হাত দুটো যেন বজ্র ; উঃ! কি লেগেছে!—( থক্ থক্ )

রাজা। না ঠাকুর, লাগিনি—আপনার পায় বা কি লা'গ্‌ছে—( বক্ষে করাঘাত ) এই বুকে যা বা'জ্‌ছে, যদি দেখ্‌তে পেতেন, তবে পাষাণ হৃদয় হলেও গ'লে যেতে—দয়া করুন! এই ভিক্ষাটী দিন—

ব্রাহ্ম। আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে—তাই হবে—এসগো বাছা এস ; আর না—ভাল জ্বালা বটে! ঐ লও, মুদ্রা লও! ও কি? ঐখানেই প'ড়ে রইলে যে? একবার গ'ণে লওনা? ( থক্ থক্ )

পাত। আপনি যা'ন্, ঠিক আছে, আর গুণ্তে হবে না।

ব্রাহ্ম। তবে তুমি সাক্ষী।

[ শৈব্যা ও রোহিতাশ্বের সহিত প্রস্থান।

পাত। মহারাজ! গা তুলুন, স্নানাহ্নিক করুন, মা যা ব'লে গেলেন তাই শুনুন! আহা! রাজমহিষীর কি মহাপ্রাণ! কি ধর্ম্মজ্ঞান! কি অসামান্য বুদ্ধি! আমার এত বয়স হলো, স্ত্রী লোকের মুখে এমন জ্ঞানের কথা কখনো শুনিনি—এমন সতী সাধ্বী পতিব্রতা কখনো দেখিনি—এমন ধর্ম্মনিষ্ঠা, এত মহত্ত্ব, এত হিতাহিত বিবেক, এত বড় বিপদে এত বড় তিতিক্ষা, একি আর কোনো সতী কস্মিন্ কালে দেখাতে পেরেছেন? মহারাজ! এমন গুণবতী সতী সাবিত্রীর কথা অবহেলা ক'র্ব্বেন না—আপনার অবশ্যই মঙ্গল হবে!

রাজা। ভূদেব! যার এমন পত্নী বিরহিত হলো, তারে আবার স্নান ভোজন ক'র্ত্তে ব'ল্‌ছেন! তার আবার দেহের যত্ন! ঠাকুর পো! এ দুর্ভাগার মত হতভাগ্য কি আর কোথাও দেখেছেন?

পাত। তাই তো! শাস্ত্রে বলে, এমন সুলক্ষণা সতী যার, তার সর্ব্বত্র জয়—অনাময় নাই! তবে কেন এমন হলো? কদিন ধ'রে এইটে তোলা পাড়া ক'রে আমার উদরে যেন গুল্ম হয়ে উঠেছে! তবে কি শিবের উক্তিও বিফল? তবে কি মহর্ষিরাও মিথ্যাবাদী?

(নেপথ্যে গান—সংখ্যা ২)

[বিশ্বামিত্রের প্রবেশ]

বিশ্বা। কি পাতঞ্জল, হাঁ ক'রে কি শুন্‌ছো?

পাত। আহা! কি মিষ্ট গান! এ দেখ্‌ছি আমার মায়ের অবস্থারি গান—কাশীবাসীরা মায়ের গমন দেখে গান ক'চ্ছে!

বিশ্বা। এখন গান শোনা রাখ—এদিগ্‌কার কি পর্য্যন্ত হলো? কৈ অর্থ কৈ?

পাত। আজ্ঞে, এই যে—(মুদ্রা প্রদর্শন)

বিশ্বা। কত?

পাত। (চক্ষু টিপিয়া) আজ্ঞে, তা প্রচুর!

বিশ্বা। কত?

পাত। আজ্ঞে, এ সব অকৃত্রিম স্বর্ণ মুদ্রা—(একটী হস্তে তুলিয়া) —আহা! কি চাকচিক্য! কেমন সুন্দর খোদকারী! কি সুগোল গঠন! কি মধুর ঠুন্ ঠুন্ শব্দ! রূপ দেখ্‌লে আর রব শুন্‌লে বোধ হয় না যে ব্যয় কর্‌বার জন্য এদের সৃষ্টি হয়েছে! আচ্ছা প্রভু, বড় ঘরের স্ত্রীলোকেরা ইরির হার গেঁথে কেন পরে না? আহা! এমন গঠনকেও আবার ভেঙে চুরে অলঙ্কার করা কেমন রুচির কর্ম্ম ব'ল্‌তে পারিনে!

বিশ্বা। (সকোপে) আরে বর্ব্বর, কত?

পাত। আজ্ঞে (মৃদুস্বরে) প্রচুর! অশীতি আর সার্দ্ধ দুই! সাধে কি প্রভু স্পষ্ট ব'ল্‌ছিনে, বার বার এত মুদ্রার নাম শুন্‌লে রাজা যদি দিতে না চান, তাই প্রভু পাঁচ কথায় উড়িয়ে দিচ্ছিলেম!

বিশ্বা। হা নির্ব্বোধ! এই তোমার প্রচুর! সে কি? এত অল্প-সংখ্যক মুদ্রায় কি হবে? অভাবতঃ আরো এত গুলি সুবর্ণ না হলে তো যজ্ঞের কিছুই হবে না—বড় যদি নমঃ নমঃ ক'রে সারা যায়, তবু আর পঞ্চাশটীও তো চাই!

পাত। আরো পঞ্চাশ!—হায় গুরুদেব! আর উনি কোথায় পাবেন?—হায় হায়! স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়েছে—আর কি উপায় আছে, প্রভু, আর কি উপায়?

বিশ্বা। কেন? উপায় থা'ক্‌বে না কেন? ইচ্ছা থা'ক্‌লে অবশ্যই উপায় হয়!

রাজা। প্রভু! এ দাসের এই দেহ আর এই দুর্ভাগ্য জীবন বই আর কিছুই নাই—অনুমতি হয় তো শ্রীচরণে সেই দুর্ভার বহ জীবন ত্যাগ ক'রে ঋণে মুক্ত হই! অথবা আজ্ঞে করুন, তপোবনে গিয়ে প্রভুর সেবায় এই অকিঞ্চিৎকর দেহকে নিযুক্ত রেখে ধন্য হই!

বিশ্বা। মহারাজ! এ উপহাসের কথা নয়—দুটো স্তব স্তুতিরও কর্ম্ম নয়! আমি যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছি—যদ্রূপে হ'ক্‌ তোমার অর্থ দিতেই হবে! আমার শ্রীচরণ তোমার জীবন নিয়ে কি স্বর্গে যাবে? না, তাতে যজ্ঞ সমাধা হবে? আর রাজা রাজ্‌ড়া সেবক নিয়েই বা দুঃখী বনবাসীদের কি কাজ? বরঞ্চ এই সেবা অন্যত্র অর্পণ ক'রে তার বিনিময়ে অনায়াসে ধন সঞ্চয় ক'র্ত্তে পার!—মহারাজ! এই বড় আশ্চর্য্য, যে, আমার প্রয়োজন নাই, অথচ আমার সেবায় শরীর সমর্পণ ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছ; কিন্তু যারা অর্থ দিয়ে তোমার

সেবা ক্রয় ক'রে নিতে পারে, তাদ্দের কথা ঘুণাগ্রেও তোমার মুখে আ'স্‌ছে না!

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ) যে আজ্ঞে, অদ্যই সেবক-ক্রেতার অনুসন্ধানে ভ্রমণ ক'র্ব্বো!

বিশ্বা। অদ্য নয় মহারাজ, এখনি—ক'র্ব্বো নয় মহারাজ, কর—এখনি যে উপায়ে পার অর্থ দেও—এই মুহূর্ত্তে এই স্থানে ব'সেই অবশিষ্ট অর্থ চাই!

রাজা। (উঠিয়া বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) হে কাশী-বাসি ব্রাহ্মণগণ! হে ভূদেব মণ্ডলি! আপনাদের কাহারো কি দাস ক্রয়ের প্রয়োজন আছে? আপনারা কেউ কি সেবক ক্রয় ক'র্ব্বেন? পঞ্চাশৎ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে একটী যুবা ভৃত্য—

পাত। (উচ্চৈঃস্বরে) সে ভৃত্য আবার ধনুর্ব্বেদে আর শাম, দান, ভেদ, দণ্ড বিষয়ে অদ্বিতীয়—যেমন শস্ত্রে, তেমনি শাস্ত্রে—মহা যোদ্ধা, মহা দাতা—

বিশ্বা। তবেই হয়েছে—দাতা ভৃত্যকে তো লোকে আগে লবে! আঃ পাগল! ভৃত্য যত কষা হয়, প্রভু ততই ভাল বাসে, এও কি জাননা—

রাজা। হে কাশীবাসি মহাত্মা বিপ্রগণ! দয়া ক'রে এ দাসকে ক্রয় করুন।

পাত। পঞ্চাশৎ মুদ্রায় অতি চমৎকার পুরুষ বিক্রয় হয়—বড় সুলভ—বড় সুলভ—এমন সুলভ আর পাবে না! (বিশ্বামিত্রের প্রতি) কৈ? বার বার তো আমরা চীৎকার ক'ল্লেম, দুই পার্শ্বের বাটে লোকও তো বিস্তর; কৈ কেউ যে উত্তরও দেয় না!

বিশ্বা। (সকোপে) শুধু ব্রাহ্মণকে আহ্বান ক'ল্লে কি হবে? ব্রাহ্মণের মধ্যে কে কয়টা দাস রাখতে পারে?

রাজা। (উচ্চৈঃস্বরে) কাশীবাসি ক্ষত্রিয়গণ! আপনারা কেউ কি দাস ক্রয় ক'র্ব্বেন?

পাত। হায়! কেউ যে সাড়া শব্দটীও দেয় না—তেজীয়ান ক্ষত্রিয়েরা যখন অগ্রসর হলো না, তখন তো বড় গোলই দেখ্‌ছি!

বিশ্বা। যে সেবা বিক্রয় ক'র্ব্বে, তার আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের বাছনি কি? মহারাজ! বুঝিছি, তোমার সকলি কপটতা—সকলি পরিহাস মাত্র! ধর্ম্ম-ঋণের পরিশোধ জন্য যদি তোমার যথার্থ আগ্রহ থাক্তো, তবে কদাচ এই বৃথা অভিমান আর গর্ব্বের বশীভূত হতে না! কিন্তু আমি আর সহ্য ক'র্ত্তে পারি না—আরো এক দণ্ড কাল তোমায় সময় দিলাম—আরো দণ্ডেক কাল অপেক্ষায় ব'সে রইলাম, যদি তাতেও না পাই, তবে তোমার অধোগতি অপ্রতিবিধেয়, এই আমার শেষ বক্তব্য!

রাজা। হে কাশীবাসি মানবগণ! হে যক্ষ, রক্ষ, সিদ্ধ, চারণ মণ্ডলি! তোমরা যে জাতি হও—যে কেউ হও—তোমাদের প্রয়োজন থা'ক্ বা না থা'ক্, দয়া ক'রে এ অধমকে ক্রয় কর—হায়! পঞ্চাশৎ স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে কেউ কি একজন বিপন্ন যুবাকে ক্রয় ক'র্ব্বেনা? কাশী কি এত নির্ধন আর এমন নির্দ্দয় হয়ে উঠেছে?

(নেপথ্যে—হাঁ রে, হাঁ রে, আমি কিন্‌বো রে আমি কিন্‌বো—র র যাচ্ছি!)

পাত। মহারাজ! আপনার ভাবী প্রভুর যে সুমধুর কণ্ঠস্বর আর যে ভদ্র বাক্য শুন্‌ছি, তাতেই তো শরীর যুড়িয়ে গেল!—ও বাবা! ঐ যিনি আ'স্‌ছেন, উনিই নাকি? ইনি কে গো? ইনি সাক্ষাৎ যমদূত, না, ভূতনাথের কিঙ্কর? ও বাবা! ওর গলায় যে অস্থিমালা ঠক্ ঠক্ ক'রে বা'জ্‌ছে!—মাথার ঝুঁটিতেও যে হাড় গোঁজা! গাত্রে আর বসনে বসার মত কি না লেগে রয়েছে? ও বাবা,

একি মূর্ত্তি! একি চলন! ঘাড়ে ওটা কি? ঠিক যেন মড়া পোড়ানোর বাঁশ! গলায় ঝুল্‌ছে ওটা কি? ও বাবা! ও যে মড়ার মাথার খুলি! সেই খুলি আবার জলপানের পাত্রও হয়েছে—তা থেকে চা'ল্ কড়াই ভাজা নিয়ে বাঁ হাতেই খাওয়া হ'চ্ছে! সর্ব্বনাশ! ইনিই মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে কিন্‌তে আ'সছেন!

বিশ্বা। বর্ব্বর! তুমি মানুষকে ঘৃণা কর—এই বুঝি তোমার তত্ত্বজ্ঞান হয়েছে?

পাত। আজ্ঞে না, ও তো মানুষ নয়—ও যে সাক্ষাৎ পিশাচ!

[ ভ'দো চণ্ডালের প্রবেশ ]

ভ'দো। কৈ? দাস কৈ? আমি কিন্‌বো—

বিশ্বা। কৈ? মহারাজ! নীরব রইলে যে? এই তো ক্রেতা উপস্থিত! আর কেন ব্রাহ্মণ দুটোকে কষ্ট দেও—

রাজা। (সকাতরে) প্রভু, এই ক্রেতার দাস হব? আপনার বিচারে কি এই উচিত হয়?

বিশ্বা। (সকোপে) সে তোমার ইচ্ছা! কিন্তু আমার নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ হয়; সাবধান! এখনও তোমার শুভ জন্য সতর্ক ক'রে দিচ্ছি! ক্রেতা উপস্থিত; আত্ম-বিক্রয় দ্বারা ধন সংগ্রহ না কর, যেরূপে পার আমায় দিলেই হলো! দণ্ড অতীত হলেই এমন ভীষণ দণ্ডে পতিত হবে, যে, এর অপেক্ষা সহস্র গুণে ভীষণ পিশাচের অধীন হয়ে অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ ক'রে অনুতাপে আত্মা কেবল দগ্ধ হতে থাকবে!—আমি আর ব'ল্‌বোনা, এর বিনিময়ে সেই অবস্থা ভাল বোধ হয় তাই হ'ক্—

ভ'দো। কৈ? কে? দাস কে? (পাতঞ্জলের প্রতি) তুই? তোরে বেচ্‌বে কে? (রাজাকে নির্দ্দেশ) ঐ নাকি? তবে এই নে, টাকা নে!—

পাত। নারকী বেটা! ভ্রষ্ট পাপাচারী নর-পিশাচ বেটা! এত বড় স্পর্দ্ধা—জানিস না, অভিসম্পাতে দগ্ধ ক'রে ফেল্‌বো!

ভ'দো। হা! হা! হা! তবে এটা নয়—এটা যে বামুন—আ মলো দগ্‌দাতে চায়! ও ঠাকুর, চটো কেন? আ'জ্ হ'ক্, কা'ল্ হ'ক্, দুদিন পরে হ'ক্, ভ'দোর হাতে এসে প'ড়্‌তেই হবে! তখন এই গালাগালির শোধ নেব বাবা—শ'ল্‌পোড়া ক'রে খুঁচে খুঁচে মা'র্ব্বো বাবা—দেখ্‌বি বাবা, তোর মাথার ঘি বা'র্ ক'রে কুকুরকে দে খাও-য়াই কিনা বাবা!

পাত। পাপিষ্ঠ বেটা! তবে আমি কখনই কাশীতে ম'র্ব্বোন—

ভ'দো। হা! হা! ম'র্ব্বেনা!—ম'র্ব্বেনা তো কোন্ চুলোয় গে আর ম'র্ব্বে?

বিশ্বা। মহারাজ! দণ্ড পূর্ণ হলো—

ভ'দো। ওঃ! তবে এদের মস্‌ক্রামি করা? দূর হ'কুগে ছাই! মনে কল্লাম, দুটো ঘাট, একলা থামাল্ দিতে পারিনে, মড়ার কাপড় চোপড় গুনো কে কনে টেনে লে যায়; বলি এটা ডাগরা মতন ছোঁড়া ফোঁড়া কিন্‌তে পাই তো পোড়ানো ঝোড়ানো, কুড়ানো কাড়ানোর সুবিস্তে হয়—দূর হ'কুগে ছাই, ভালমানুষিদের আর তো কাম নেই, এই এটা মস্‌ক্রামি যুড়ে দেছে—( প্রস্থানোদ্যত )

বিশ্বা। মহারাজ! মুদ্রা দেও! অমন ক'রে রইলে কি হবে? আবার বলি দেও—( ক্রোধে কম্পিত )

পাত। মহারাজ! দেখেন কি, সর্ব্বনাশ হয়—যা আছে কপালে হবে, কিন্তু মহর্ষির মূর্ত্তি দেখে ভয় ক'চ্ছে, আর বিলম্ব ক'র্ব্বেন না—

রাজা। ওহে চণ্ডাল! যেওনা—যেওনা—এই দুর্ভাগা নরাধমই তোমার দাস হবে! কৈ? অর্থ কৈ? দেও—শীঘ্র দেও—

ভ'দো। ঘাটের কাম ঝা ক'র্ত্তি হবে, সম্‌ঝিছিস্ তো?

রাজা। সব বুঝিছি—সব ক'র্ব্বো! যদি বিধির ইচ্ছা হলো—যদি ধর্ম্মপালক ঋষিরও ইচ্ছা হলো—যদি অদৃষ্টের এই লিপিই ধার্য্য হলো—যদি প্রাণের প্রাণ অমন স্ত্রী পুত্র বিচ্ছিন্ন হলো—যদি সব বিসর্জ্জন দিয়ে এই পাপ প্রাণ রা'খ্‌তেই হলো—তবে কেনই বা না ক'র্ব্বো ?—চণ্ডাল হে! তুমি জাতিতে চণ্ডাল, তুমি যা কর, তোমার জাতীয় ধর্ম্ম; তুমি সাধু!—উচ্চজাতীয় কোনো নরাধম যদি স্বজাতীয় ধর্ম্মপালনে সক্ষম না হয়; যদি তারে স্ত্রী পুত্র বিক্রয় ক'রে জীবন যাপন ক'র্ত্তে হয়, তবে তো সে চণ্ডাল হতেও অধম! তার চণ্ডালের দাস হওয়াই বিধি!—হা চণ্ডাল! আমি সেই জন্যই এখন চণ্ডালাধম হয়েছি। আর আমার ঘৃণা, লজ্জা; মান, অপমান; সুস্থান, কুস্থান; খাদ্যাখাদ্য; শুচি, অশুচি বোধ কি? আর আমি আর্য্য সমাজের সামাজিক ভাবে বৃথা বেড়াই কেন? যদি দগ্ধ উদরের পোষণ ক'র্ত্তেই হয়, তবে শ্মশানের প্রেত লোকের সমাজে ব'সেই অট্টহাসের সহিত—বীভৎস রসের খাদ্য দ্বারাই এ পাপ উদর পূরণ করাই কর্ত্তব্য! যা'ক্ সব যা'ক্—রাজ্য, পদ, ধন, আত্মীয়জন, স্ত্রী, পুত্র, যে পথে; মান, অভিমান, জাতি, লজ্জা, ঘৃণা, কীর্ত্তি, যশ, আচার সব সেই পথে যা—সব অধঃপাতে যা—সব যা—সব যা—সব যা—(দন্ত-কড়মড়ি ও বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত) যা, যা, যা, সব যা—সব যা—এ পাপ হৃদয় থেকে সব চ'লে যা, সব চ'লে যা—কিছুই কাজ নাই! চল্ চণ্ডাল! চল্, চল্ ভাই, তোর সঙ্গে যাই! চল্ ভাই, তোর আজ্ঞা-বহ হই—চল্, তুই যা খা'স্, যা করিস, যেখানে থাকিস, যে সব আমোদে আমোদী হস্, চল্ ভাই চণ্ডাল, আমিও তাই করি গে!—দে, পঞ্চাশটী স্বর্ণ মুদ্রা ঐ ঠাকুরকে দে—দে ভাই শীঘ্র দে!—তুইই এখন আমার সখা, তুইই বন্ধু, তুইই মিতা, তুইই সহায়, তুইই প্রভু! তুই ভদ্রাভিমানী লোকদিগের অপেক্ষাও ভদ্র—তোর নাম শুন্‌লেম

ভ'দো; তার অর্থ কিনা ভদ্র—জগতে তোরাই ভদ্র—তোদের জা'তই ভদ্র। চণ্ডাল! তুমিই ভদ্র—চণ্ডাল জাতি যে এমত ভদ্র, তা আগে আমি জান্তেম না—চণ্ডালরে! হায় তুই কি ভদ্র! আয় চণ্ডাল! আয় ভাই একবার প্রেম ভরে কোলাকুলি করি! আয় ভাই আয়, তোর ঐ বসারঞ্জিত মোহন হস্তে চুম্বন ক'রে অরাতিশূন্য অকপট শ্মশানপালের পবিত্র কার্য্যে দীক্ষিত হই!

[ আলিঙ্গন ও মুদ্রাদান পূর্ব্বক চণ্ডালের হস্ত ধরিয়া বেগে প্রস্থান।

পাত। প্রভু, আমার গা কাঁপ্‌ছে! রাজা হরিশ্চন্দ্র বুঝি উন্মাদ হলেন!

বিশ্বা। হলেন তা আমাদের দোষ কি? উনি এমন প্রতিজ্ঞা করেন কেন? ওঁর কপালে দুঃখ থা'কলে আমরা কি ক'র্ব্বো? চল আমরা যাই।

[ উভয়ের প্রস্থান।

( পট ক্ষেপণ )

# পঞ্চম অঙ্ক।

আশ্রম সন্নিহিত তরুতল।

[ বেদিকায় বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট, অদূরে পাতঞ্জল উপস্থিত ]

বিশ্বা। একি? কোলাহল যে ক্রমেই বা'ড়্‌ছে—যেন লক্ষ লক্ষ মনুষ্য যুগপৎ বন আক্রমণ করেছে! মৃগয়ার সমাবেশ কথনই না; মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের দুর্দ্দশার পরেই বা এ ত্রিসীমায় মৃগয়ায় আ'স্‌তে কে সাহসী হবে? না, তা নয়, পাতঞ্জল! অরণ্যে এ

লোকারণ্যের অবশ্যই অন্য কোনো বিশিষ্ট হেতু থা'ক্‌বে। তুমি অগ্রসর হয়ে সংবাদ লয়ে এস।

পাত। কেউ কিছু ব'ল্‌বেনা তো?

বিশ্বা। বলে আমার নাম ক'রো; যারা হ'ক্, কিছুমাত্র ভয় পেওনা—সম্পূর্ণ সাহসের সহিত গে আলাপ কর; পরিচয় চাও; অনুগত হয়তো তাদের প্রধানকে সঙ্গে ক'রে এনো—দেখো যেন অধিক লোক এসে আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ না করে।

[ পাতঞ্জলের প্রস্থান।

(স্বগত) ধ্যান ক'রেই কেন দেখিনা? (কিয়ৎক্ষণ ধ্যানান্তে) ওঃ! ধরণীপৃষ্ঠে কি কাণ্ডই হ'চ্ছে! ঋষিমণ্ডলে, রাজমণ্ডলে, প্রজামণ্ডলে আমার কি নিন্দাই কল্পিত জল্পিত হ'চ্ছে! নাগেশ্বরের শাসনে বসুমতী টলটলায়মানা! বিশ্বামিত্রই দায়ী—তজ্জন্য রাগ, দুঃখ, ঘৃণার সহিত বিশ্বামিত্রের নাম উচ্চারণ না ক'চ্ছে, এমন মানবই নাই! স'ক্—আমাকেই স'ক্! এইতো এরা আ'স্‌ছে, কি বলে শোনাই যা'ক্—

[ পাতঞ্জল ও মন্ত্রীর প্রবেশ ]

মন্ত্রী। (প্রণতি পূর্ব্বক) প্রভো! আপনার আর তপোবনের কুশল তো? তপশ্চরণে তো কোনো বিঘ্ন বাধা নাই?

বিশ্বা। তোমাদের কল্যাণে আশ্রমের সমস্ত কুশল। তোমাদের তো সব মঙ্গল?

মন্ত্রী। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ প্রভুর নিকট কোন্ বিষয় অগোচর?

বিশ্বা। (সহাস্যে) তা হ'লে তপোবনে কি অভিপ্রায়ে আসা?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, এ দাস তা জেনেও আ'স্‌তে বাধিত হয়েছে!—কি করি? প্রকৃতিবর্গ কিছুতেই শুনে না—এত ক'রে বুঝালেম, যে,

প্রভুকে কোনো কথা কি আবেদন পত্র দ্বারা জানাতে হয়?—তিনি সকলই জানেন। তথাপি তাদের মনে প্রবোধ জন্মেনা—তারা আমাকেও ছাড়ে না। পুরুষানুক্রমে এ দাস তাদের প্রতিনিধি, আ'জ্ কি ব'লে তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করি? ক'ল্লেই বা তারা ছাড়ে কৈ? সুতরাং প্রভুর চরণ দর্শন, আর তাদের দুঃখজ্ঞাপন, দুই অভীষ্ট সাধন জন্যই শরণ্য—এক্ষণে প্রভুর যেমন আদেশ হয়!

পাত। (স্বগত) ভেলা ছেঁদো কথা কয় যাহ'ক! প্রভুরও ত্রুটী নাই! ও বাবা, যদি রাজা হতে পা'র্ত্তেম, তবে এই সব ছেঁদো কেঁদো লোক নে তো রাজত্ব চালাতে হতো—নমস্কার বাবা! রাজত্ব হয় নি যে সেই ভাল!—আমি তো এর কিছুই বুঝ্লেম না; অথচ ঐ কটা কথার মধ্যে সংবাদ দেওয়া, প্রার্থনা জানানো, সব হলো—নইলে প্রভুর আদেশ চাবে কেন? (প্রকাশে) কৈ? মন্ত্রি, প্রভুর চরণে কি দুঃখজ্ঞাপন ক'ল্লে, যে, প্রভু আদেশ ক'র্ব্বেন?

বিশ্বা। (সহাস্যে) সত্য, মন্ত্রি! তুমি যেমন রাজা হরিশ্চন্দ্রের মন্ত্রী ছিলে, পাতঞ্জলও আমার তেম্নি মন্ত্রী; রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিকট কেউ কিছু প্রার্থনা ক'র্ত্তে গেলে তোমাকে না জানিয়ে—না বুঝিয়ে কি পা'র্ত্তো? তেম্নি আমার পাতঞ্জলকে তোমার অভিপ্রায় স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া কি আবশ্যক নয়?

মন্ত্রী। প্রভু, তবে দাসের মুখে সমুদয় শুন্তে ইচ্ছা করেন?

পাত। শুন্তে হবে না? না শুনেই কি তোমরা বিচার ক'র্ত্তে পার? আগেতো বল, ঐ যে সমুদ্র-কল্লোলের ন্যায় ভীষণ কোলাহল হ'চ্ছে, ও কিসের? ওরা কারা? ওরা কি তোমার সঙ্গী?

মন্ত্রী। হাঁ ঠাকুর, কোশল-বাসী প্রজাগণ উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হয়ে প্রভুর চরণে শরণাগত হতে এসেছে—তাদের সংকল্প, যদি এর প্রতীকার ক'রে না দেন, তবে তারা স্ত্রী পুত্র সহিত এই যে

আপনার বনে এসেছে, এই বনেই থেকে যাবে—আপনি যদি তাদের ক্রোধাগ্নিতে-ভস্ম করেন, তাদের তাও স্বীকার!

পাত। তবে নাগেশ্বর বিষ উদ্গীরণ ক'চ্ছে? আমি তখনই জানি, তখনই জানি—অতি সরল, অখল, সত্যবাদী খগা পাগলার মুখে যখন ঐ গাছ থেকে দৈববাণীর মত তাদের বাপ বেটার গুণের পরিচয় নির্গত হয়, আমি সেই অবধিই তারে যথার্থ নাগেশ্বর ব'লে জানি!—কিন্তু তার ধর্ম্মবল না থাক্‌লে কি হয়? এক এক পাপিষ্ঠের কেমন অদৃষ্টবল, দেবতা ব্রাহ্মণ (বিশ্বামিত্রের প্রতি বক্রদৃষ্টি) যেন তারেই দয়া ক'রে বসেছেন! আর যারা ঠিক পথে চলে, যথার্থ ভক্ত, তাদের পোড়াকপালে তাঁরা পায়ের ক'ড়ে আঙুলও ছোঁয়ান না!

বিশ্বা। (সহাস্যে) আচ্ছা মন্ত্রিরাজ! নাগেশ্বরের পরিবর্ত্তে যদি পাতঞ্জলকে সিংহাসন দেওয়া যায়, তবে প্রজারা সন্তুষ্ট হয় কিনা?

পাত। শুনুন আগে, কি করেছে?

বিশ্বা। ভাল, ভাল, তাই ভাল—একবার অভিযোগটাই শুনা যা'ক্—বল দেখি, কি প্রণালীতে কিরূপ শাসন ক'চ্ছে? সংক্ষেপে—

মন্ত্রী। আজ্ঞে সংক্ষেপেই নিবেদন ক'র্ব্বো; প্রভুর প্রতিনিধি যখন সিংহাসন গ্রহণ করেন, তখন পূর্ব্ব ব্যবস্থানুসারে কার্য্য ক'র্ব্বেন ব'লেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন বিপরীত আচরণ ক'চ্ছেন—

বিশ্বা। কি কি বিষয়ে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, প্রায় সকল বিষয়েই—কি নিয়ম নির্দ্ধারণ, কি নিয়ম পালন, কি নিয়ন্তা নিয়োগ, কি নিয়ম-রক্ষক-কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন, রাজনীতির সর্ব্ব অঙ্গেই স্বেচ্ছাচার আর অত্যাচার প্রবেশ করেছে। শান্তি রক্ষা আর দণ্ডনীতি পক্ষে বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু

কতকগুলি সামাজিক পাপের প্রতি অত্যন্ত প্রশ্রয় দেওয়াতে রাজ্য মধ্যে কুকার্য্যের আতিশয্য বই কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাসতা হ'চ্ছে না। আর শিল্প বাণিজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু যে প্রণালীতে সে সব সঞ্চালিত হয়, তাতে দেশের লোকের লভ্য না হয়ে বৈদেশিক শিল্পী বণিকেরাই পুষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে। অধিক কি, ক্রমে ক্রমে দেশ এককালে নির্দ্ধন হয়ে প'ড়্‌লো। ফল কথা প্রভুর আদেশ, তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞা, আর আমাদের আশার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় হয়েছে—ওতঃ প্রোতঃ ভাবে সমাজের বিষম বিপ্লব ঘ'টে উঠ্‌ছে—লোকে বৃত্তি আর কীর্ত্তিভ্রষ্ট হয়ে হাহাকার ক'রে বেড়াচ্ছে!

পাত। বল কি? এত দূর হয়েছে!

মন্ত্রী। ব'ল্‌বো আর কি? নাগেশ্বর স্বীয় মনোমত মন্ত্রী, সেনাপতি, পারিষদ প্রভৃতি রাজ কর্ম্মচারী দ্বারা রাজ্য শাসন কর্ব্বেন, এমন অনুমতি প্রথমেই প্রভুর নিকট কৌশলে গ্রহণ করেছিলেন; প্রভু তখন ভেবেছিলেন, তাঁর নিজের বিশ্বাসী লোক নইলে চ'ল্‌বে কেন? কিন্তু প্রভু, সেই সকল লোক তুঙ্গ দেশের পক্ষে যোগ্য হলেও এদেশের প্রকৃতি পুঞ্জের প্রতি সর্ব্ব বিষয়ে বিশেষতঃ সমবেদনা ধর্ম্মে সম্পূর্ণ উদাসীন, বলদর্পে অত্যন্ত দর্পিত, নিতান্ত উদ্ধত, সর্ব্বদাই ঘৃণাশীল; আর স্বদেশীয় লোকের প্রতি ঘোর পক্ষপাতী! সুতরাং মদমত্ত হস্তীরা যেমন নলবন দলন করে, তারা অবিকল সেই ভাবেই প্রজাগণকে পদতলে মর্দ্দন ক'চ্ছে। তবে সুখের মধ্যে সকলে এরূপ নয়, ভাল লোকও আছে, কিন্তু সংখ্যায় অতি অল্প।

বিশ্বা। তোমরা কি নাগেশ্বরকে বুঝাও নি?

মন্ত্রী! প্রভু! বিস্তর বুঝিয়েছি—প্রজারাও বার বার জানিয়েছে, কিন্তু জানালে কি হবে, তাঁর দৃষ্টিতে এদেশবাসী কেউ যোগ্য নয়—কেউ যেন মানুষই নয়—তিনি তাদের কারোকেই প্রায় বিশ্বাস

করেন না! বিশেষ তাঁর স্বদেশের উন্নতি আর স্বদেশীয় লোককে প্রতিপালন করাই যেন তাঁর সিংহাসন গ্রহণের একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য!

পাত্র। নারায়ণ! নারায়ণ! মধুসূদন হরিঃ!

মন্ত্রী। ঐ শুনুন প্রভু, নাগেশ্বরের শাসন সম্বন্ধে কবিরা যে সব গাথা রচনা করেছেন, প্রজারা গীতের ছলে আপনারাই তা প্রভুকে শুনাচ্ছে—

[ নেপথ্যে—গান, সংখ্যা ৩ ]

পাত্র। প্রভুর কি নিদ্রা এলো?

বিশ্বা। না, না, না, তার পর?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, আর কি ব'লবো; প্রজাদের ঐ আর্ত্তনাদেই সব প্রকাশ পা'চ্ছে—ঐ শুনুন আবার কি বলে—

[ নেপথ্যে—গান, সংখ্যা ৪ ]

বিশ্বা। মন্ত্রি! তুমি অতি ধার্ম্মিক—অতি বিশ্বাসী পাত্র, তোমার একটী কথাও অবহেলা করা উচিত নয়। প্রথমে যখন ব'লতে আরম্ভ করেছিলে, তখন ভেবেছিলেম, এপক্ষে যেমন শুনলেম, নাগেশ্বরের মুখেও তার আত্মসমর্থন কিম্বা এর প্রতিবাদ শুন্তে হবে। কিন্তু এখন নিঃসন্দেহে আমার প্রতীতি হয়েছে, যে, তোমাদের অভিযোগ সম্পূর্ণ সমূলক—তারে আর আমার জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই—আমি নিজেও তার দু একটা অত্যাচার দেখিছি—সে রাজা না হতে হতে বল পূর্ব্বক কমলাকে হরণ ক'রে এনেছিল—কমলার ভাগ্যে কি হয়েছে, তাও আর শুনি নাই—

মন্ত্রী। প্রভু, এতক্ষণ সাধারণ তন্ত্রের আবেদনেই ব্যস্ত ছিলেম; ব্যক্তিগত অত্যাচার অথবা আমার নিজের উপরেই যে ভয়ানক পীড়ন হয়েছে, তা প্রভুর চরণে এখনও বলা হয় নি—

ক'র্ব্বে ? মহারাজ ! এমন জ্বালা আর কিছুতে কখনো জানিনে—এ জ্বালা জন্মে যাবার নয়—তবু মহারাজ ! তোমার হৃদয়স্পর্শে জ্বলন্ত আগুণ যেন চাপা প'ড়্লো ! মহারাজ ! রোহিতের জ্বালা কি কিছুতেই যাবে মহারাজ ? এ জ্বালা কি যাবার ?—রোহিত কি আর আমায় মা ব'লে ডা'কুবে না মহারাজ ? রোহিত বিহনে এ পাপ জীবন কি রা'খ্‌তে হবে মহারাজ ? তুমি ব'ল্লেই রা'খ্‌বো মহারাজ ! প্রেম-দাসীর বিচ্ছেদ জ্বালায় তোমার প্রাণ কাতর হবে, এ কথা তোমার মুখ থেকে শুন্‌লেই এ পাপিনীর প্রাণ যাবে না মহারাজ ! কিন্তু যদি বেঁচে থেকেও তোমার চরণ সেবায় বঞ্চিত থাক্তে হবে এমন হয়, তবে মহারাজ ! কাজ্ কি ? তবে আর এ পাপ তাপের শরীর ব'য়ে বেড়িয়ে ফল কি ? মহারাজ ! তবে দাসীকে দয়া ক'রে বিদায় করুন—দাসীর জন্যে দিব্য সুগন্ধ কাষ্ঠের চুল্লী একটী এখনি সাজান্ মহারাজ—শ্মশানে চণ্ডাল হওয়া সার্থক হ'কু মহারাজ—মনের সাধে মনের মত একটী—

[ রণবেশী মুকুটধারী এক যুবার সবেগে প্রবেশ ]

যুবা। ( সকাতরে ) ও বাবা ! ও মা ! কে তোমরা ?

রাজা। ( শশব্যস্তে উঠিয়া ) আমরা যে হই, তুমি কে ?

যুবা। বাবা ! আমি বিপন্ন—আমি শরণাপন্ন—তুমি যে হও, তুমি আমার ধরম বাপ্—আমায় রক্ষা কর !

রাজা। যখন শরণাগত বলেছ, তুমি যে হও, আর তোমার ভয় নাই—তোমার কি ক'র্ত্তে হবে বল ? কিসে রক্ষা ? কি বিপদে রক্ষা ?

যুবা। ও বাবা ! অধিক বল্‌বার সময় নেই—এলো—পাপিষ্ঠেরা এলো—ধ'ল্লে—ধ'ল্লে ব'লে—ঐ শুন্‌ছি—হায় ! কোথায় যাই ? কি করি ? হায় ! কি করি গো কি করি ?

রাজা। চিন্তা কি ? তোমার অসি চর্ম্ম আমায় দেও দেখি—তুমি এখানেই থাক ; আসুক না, শত জনে আসুক না, ভয় কি ?

যুবা। এই নেও বাবা (অসি চর্ম্ম দান) কিন্তু এখানে না—আমি এখানে না—এখানে থাক্‌বো না—কোথায় যাই? (উরুদেশে চপেটাঘাত) হায়! কোথায় যাই?

রাজা। (সহাস্যে) দেখ্‌ছি রণ বেশ; তবু এত ভয়!

যুবা। তা হ'ক্ বাবা, কোথায় যাই? বল না কোথায় যাই? তোমায় বড়মানুষ ক'রে দেব—আ'জ্ আমায় রা'খ্‌লে তোমার ঐ স্ত্রীকে—উনি আমার ধর্ম্ম মা—আমার ঐ মাকে সোণায় মুড়ে দেব! —ঐ শব্দ—ঐ এলো—কোথায় যাই?

রাজা। তবে যাও, ঐ কুটীর দেখা যা'চ্ছে—ঐ আলো জ্ব'ল্‌ছে—

যুবা। না বাবা, ও অনেক দূর—যেতে যেতেই ধ'র্ব্বে—

রাজা। তবে যাও, ঐ গম্বুজের পাশে এক খান কাঁথা প'ড়ে আছে, তাই মুড়ি দে গম্বুজের আড়ালে প'ড়ে থাক গে—কিছু ভয় নেই—আমি তোমায় রক্ষা ক'র্ব্বো!

[ যুবার প্রস্থান।

শৈব্যা। মহারাজ! কি ক'ল্লেন? চিনেছেন? ও যে সেই পাপাত্মা নাগেশ্বর—

রাজা। প্রিয়ে! যেই হ'ক্—যখন শরণাগত বলেছে, তখন ঘোর আততায়ী হলেও হরিশ্চন্দ্র অবশ্যই তার রক্ষক!

[ রণবেশী যুবাদ্বয়ের প্রবেশ ]

প্র, যুবা। সখা! এই দিগেই এসেছে—এই দিগেই নিশ্চিত এসেছে—পাপিষ্ঠ নরাধম শৃগালের ন্যায় ছুট্‌তে ছুট্‌তে এক একবার পশ্চাতে দেখেছিল; আমি আঁধারেও তার পাপার্জ্জিত মুকুটের উজ্জ্বল হীরক দেখেছি—

দ্বি, যুবা। (চতুর্দ্দিগ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) তবে এই খানেই আছে—ঐ যে কে? (রাজারাণীকে নির্দ্দেশ)

রাজা। (রুক্ষ স্বরে) কে তোমরা?

প্র, যুবা। তোমার কাছে আর কে? (নিকটগমনোদ্যত)

রাজা। স্ত্রীলোক—সাবধান!

দ্বি, যুবা। তবে হয় ঐ ভাঙ্গা গম্বুজের আড়ালে, নয় জলে, নইলে আর কোথায় যাবে? (উচ্চৈঃস্বরে) রে পাপাধম! রে নরপিশাচ! রে অকৃতজ্ঞ! শৃগালের মত পালিয়ে এলি যে—আ'জ তোর কাল পূর্ণ হয়েছে—তোর পাপলীলার অবসান হয়েছে—আর কেন পাপজীবনের ভারে পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত রাখিস—বেরো না—

(যুবাদ্বয়ের গম্বুজাভিমুখে গমন)

রাজা। (অগ্রসর হইয়া) তা হবে না—ওদিগে তোমরা যেতে পাবে না—

প্র, যুবা। কে তুই? এতবড় স্পর্দ্ধা—

দ্বি, যুবা। সখা, ওর হাতে সেই পাপিষ্ঠের সেই মণিখচিত অসি চর্ম্ম!—তারির লোক—তারির লোক—এখানেই আছে—মার ওরে—

(রাজার প্রতি আক্রমণ)

শৈব্যা। (চীৎকার পূর্ব্বক) হা নাথ! এ কি কাণ্ড!—ওরা যে আপনার জন—হায় কি সর্ব্বনাশ!

(যুবাদ্বয়ের সহিত রাজার ঘোরতর অসিযুদ্ধ)

রাজা। (যুদ্ধ করিতে করিতে) ঐ হয়েছে—যথেষ্ট হয়েছে—প্রাণে মা'র্ব্বো না—এক জনের অসিভঙ্গ হয়েছে! এই নে—এই আঘাতে তুই মূর্চ্ছাগত হয়ে শুয়ে থাক্—আর তোরেও শোয়াই—ক্ষমতা নাই, যুদ্ধ

ক'র্ত্তে সাধ—এখনও ক্ষান্ত হও—ভাল ব'ল্‌ছি ক্ষান্ত হও—এই লও—তোমারও হলো—কেমন ? আর যুদ্ধে সাধ আছে ? ( ঝটিতি নিরস্ত্র যুবাদ্বয়ের হস্ত ধরিয়া ) এখন বল, কে তোমরা ?

প্র, যুবা। যে হই, কিন্তু তুমি কে ? তুমি কখনই সামান্য পুরুষ নও—মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আর সৌবীর বই এ দুজনকে যে নিরস্ত্র ক'র্ত্তে পারে, ভারতে এমন বীরের নাম তো শুনিনি—

শৈব্যা। হা মহারাজ ! কি ক'র্ল্লে ? রণে মত্ত হয়ে দাসীর কথা শুন্‌লে না—এ যে তোমার বসন্ত আর খগেন্দ্র !

দ্বি, যুবা। সখা ! এ স্বপ্ন নাকি ? মহারাজ্ঞীর কণ্ঠস্বর না ?

শৈব্যা। খগেন্দ্র রে ! সর্ব্বনাশ হয়েছে—অভাগিনী সোণার রোহিতাস্যকে কালের মুখে ডালি দিয়েছে রে খগেন্দ্র !—

উভয় যুবা। ( রাজা রাণীকে প্রণাম পূর্ব্বক ) অ্যাঁ ! সে কি ! ( রোহিতাস্যকে বেষ্টন পূর্ব্বক হা হতোস্মি ! )

বস। মা ! কিসে এ সর্ব্বনাশ হলো মা ?

শৈব্যা। ও বাবা ! কালসাপ হয়ে কাল আমার বাছাকে দংশন—

খগে। কতক্ষণ দেবি ? কতক্ষণ ?

শৈব্যা। কা'ল্ সাঁজের সময় রে কা'ল্ সাঁজের সময়—

খগে। তবে চিন্তা নাই—আমি যখন পাগল হয়েছিলেম, তখন এক বনের মধ্যে এক বেদের কাছে সর্পাঘাতের মহৌষধ শিখেছিলেম, দেখি যদি সে গাছ পাই—( উত্থান )

শৈব্যা। কি বলিস্ খগেন্দ্র ? অভাগিনীর মৃতদেহে যে প্রাণসঞ্চার ক'র্ল্লি—হায় এমন দিন কি হবে ?

খগে। হবে দেবি, অবশ্যই হবে ; কেবল ভাবনা এই, সূর্য্যোদয়ের মধ্যে গাছটা পেলে হয়। মেঘ ছেড়েছে, আবার চাঁদ উঠেছে, পূর্ব্বদিগও পরিষ্কার হয়েছে, খুঁজে দেখি অবশ্যই পাব ; কিন্তু রাতও শেষ

হয়েছে, এই ভাবনা! (পরিক্রমণ) সখা! ধর, ধর, ঐ পাপিষ্ঠ পলায় —ঐ জলের ধার দে—

[প্রস্থান।

বস। কৈ? ঐ যে—

[বেগে প্রস্থান।

রাজা। ওরে ধ'রে আন, কিন্তু কিছু ব'লো না—ও আমার শরণাগত হয়েছে!

[অদৃশ্যভাবে বিশ্বামিত্র ও পাতঞ্জলের প্রবেশ]

শৈব্যা। আর তোমার শরণাগত কৈ মহারাজ? ওর জন্যে তুমি যার বাড়া নাই খগেন্দ্র আর বসন্তের সঙ্গে যুদ্ধ ক'ল্লে—ওরে বাঁচাবার জন্যে তোমার এমন অবস্থাতেও আপনার প্রাণ দিতে গেলে—আমাকে এই দশায় ফেলেও অস্ত্রাঘাতে আত্মসমর্পণ ক'ল্লে, ও কিনা তোমায় এসে একবার একটা নমস্কারও ক'ল্লে না—একবার ব'লেও গেল না!—ও আবার শরণাগত!

রাজা। সত্য প্রিয়ে, কিন্তু সহস্র কৃতঘ্ন হ'ক্, যখন বিপন্ন হয়ে শরণাপন্ন ব'লে জানিয়েছে, তখন আমার ধর্ম্ম আমায় রাখ্‌তেই হবে!

পাত। সাধু! সাধু! সাধু! ধন্য মহারাজ! ধন্য মহারাজ! ধন্য, ধন্য, ধন্য! হায়! এমন মহাত্মারও এমন হয়!

বিশ্বা। মহারাজ! জয়োস্তু! আমিও বলি ধন্য—এ জগতে তুমিই ধন্য—তোমরা উভয়েই ধন্য!

(রাজা রাণী প্রণত)

পাত। তোমরা কখনই মর্ত্ত্য লোকের নও—তোমরা স্বর্গেরও নও—তোমরা তার চেয়েও উচ্চ লোকের লোক—দেবতারাও যে এমন পারেন না, তা আমি বড় গলা ক'রে ব'ল্‌ছি! আসুন দেখি কোন্

দেবতা তোমার মহত্ত্বের এক কণা দেখিয়ে যেতে পারেন? আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা—এতে দেবতারা রাগ করেন, ঘরের ভাত বেশী ক'রে খাবেন!

বিশ্বা। মহারাজ! এ কি? এ কার মৃত পুত্র?

শৈব্যা। (সরোদনে) প্রভু, আর যন্ত্রণা সয় না—দয়া ক'রে আবার দর্শন দিলেন তো আত্মহত্যার পাপটা না হয়, অথচ আপনার চরণে এ পাপ প্রাণ ত্যাগ ক'র্ত্তে পারি, এমন উপায় ক'রে দিন্; (উন্মাদিনীর ন্যায় ঋষির চরণ ধারণ পূর্ব্বক) প্রভু! এ দাসী কখনই ছা'ড়্বেনা—এই পাদপদ্মেই আ'জ্ এ দেহ ত্যাগ ক'র্ব্বো—এ দেহের আর মায়া কি? এতে আর কাজ কি? কেবল এক আত্মহত্যার ভয়; কিন্তু এই অভয় চরণে সে ভয় থা'ক্‌বে না—এই পায় এখনি প্রাণত্যাগ ক'র্ব্বো! কেবল দয়া ক'রে মর্‌বার উপায় ব'লে দিন; মহাযোগ শিখিয়ে দিন; কি পদাঘাতে মেরে ফেলুন! কি এই (রাজার হস্ত হইতে সহসা অসি কাড়িয়া লইয়া) অসিখান এই পাষাণ বুকে বসিয়ে দিন্—হায়! আপনাকেই বা বলি কেন? আপনি হয় তো স্ত্রী-হত্যার ভয় ক'র্ব্বেন! অসি পেয়েছি, আর কেন? এই তো সময়—মহারাজ বিদায়, (অসি উত্তোলন) এ দাসী জন্মের মত—

বিশ্বা। হাঁ হাঁ (অসিধারণ) রাজ্ঞি! এ কি? এ কি তুমি? তেমন শৈব্যা এমন হয়েছ?

পাত। প্রভুর এ আজ্ঞাটী মন্দ নয়—এক জনকে মদ খাইয়ে মাতাল ক'রে দে, তার পর তার মত্ততার জন্য তারে তিরস্কার করা যদি উচিত হয়, তবে প্রভু, রাণীকেও আপনি ভৎসনা ক'র্ত্তে পারেন! আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা—বাপ কেন হ'ন্ না! এতে রাগ করেন, না হয় ভস্ম হব, তবু এ সব কাণ্ড তো আর সহ্য হয় না!

বিশ্বা। না পাতঞ্জল, আমি রাগ ক'র্ব্বো না, তুমি অন্যায় বলনি,

সত্যই যা করা হয়েছে তা অন্তিম সীমায় উঠেছে—মানব সহিষ্ণুতার উচ্চ চূড়া পর্য্যন্ত দেখা হলো, আর না!

পাত। তবু দেখুন প্রভু, এততেও এঁরা প্রভুর প্রতি এক দিনের জন্যও একটু অভক্তি—কি একটুও রাগের কথা ফুটেছেন? আর কেউ হলে কি এত সয়? কার বাবার বা সাধ্য?

বিশ্বা। স্বীকার করি পাতঞ্জল, এতদিনের পর তুমি আ'জ সুবোধের মত কথা ক'চ্ছো—

পাত। (করযোড়ে) তবে আর কেন প্রভু? আর কেন যন্ত্রণা দেন? দেখ্‌ছেন না, এত বড় বীর—এত বড় রাজা যেন জড়ের মত আড়ষ্ট ভাবে অবাক্ হয়ে রয়েছেন? দেখ্‌ছেন না, প্রভু, রাজ্ঞী যেন দুর্ভিক্ষের কাঙালিনীর মত একটু উদ্যম ক'রেই নির্জীব হয়ে আপনার পদতলে প'ড়ে রয়েছেন! আর দুঃখ দেন কেন? আর যে এ দৃশ্য দেখা যায় না! আমার কনিষ্ঠ ভাই রোহিতাশ্বকে বাঁচিয়ে দিন্—চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে সেই যে একটা গহ্বরের মধ্যে অমৃত-কুণ্ডের জল রেখেছেন—সেই যে প্রভু ব'লেছিলেন, এতে মরাও বাঁচে, আজ্ঞা করুন, সেই পাত্রটী আমি আনিগে!

বিশ্বা। যাও, তবে শীঘ্র আন। সর্পাঘাতের রোগী—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই তা আনা চাই—সূর্য্যোদয়ের বিলম্বও নাই।

পাত। যে আজ্ঞা, এখনি আন্‌বো—

[ বেগে প্রস্থান।

বিশ্বা। মহারাজ! রাজ্ঞীকে সুস্থা করুন, আর চিন্তা নাই, রাজপুত্রকে এখনি বাঁচাব!

শৈব্যা। কি শুন্‌লেম, প্রভু, কি শুন্‌লেম! আমার রোহিত কি আবার অভাগিনীকে মা ব'লে ডা'ক্‌বে প্রভু?

বিশ্বা। আশ্বস্তা হও—ও কি? ও বুঝি নাগেশ্বরকে ধ'রে আন্‌ছে?

[ পাশবদ্ধ নাগেশ্বরকে প্রহার ও আকর্ষণ করিতে করিতে বসন্তের প্রবেশ ]

নাগে। উঃ গেলাম রে—বাবা রে—আর না রে !

রাজা। আহা, মেরো না, মেরো না—কৈ খগেন্দ্র কৈ ?

বস। খগেন্দ্র তো আমার সঙ্গে যায় নি, সে যে ঔষধের সন্ধানে গেছে—এই শৃগালের পশ্চাতে আবার দুজনকে যেতে হবে ?

নাগে। ( বিশ্বামিত্রের পদতলে পড়িয়া ) প্রভু, রক্ষা করুন ! দেখুন, আপনার প্রতিনিধির কি দুর্দ্দশা ? দেখুন, প্রভু, আপনার আজ্ঞা অগ্রাহ্য ক'রেও আমায় রাজ্যচ্যুত ক'রে দিচ্ছে—এতে এ দাসের কি? এতে যে প্রভুর অপমান হ'চ্ছে, সেই দুঃখই দুঃখ !

বিশ্বা। হা নরাধম ! হা ভীরু ! হা ধূর্ত্ত ! হা কপট ধার্ম্মিক ! তুমি আমার প্রতিনিধি !—পাপাত্মন্ ! তুমি মনে করেছিলে, আমি ফল মূল খেগো বোকা বামুন, দুটো স্তবে আমায় ভুলিয়ে অমরাবতীকে অসুররাজ্য ক'রে সুখে কাল কাটাবে ?

[ পাতঞ্জলের প্রবেশ ]

পাত। তা কেন বলেন ? বলুন আপনার মাথায় কাঁঠাল রেখে উনি সাধ মিটিয়ে কোষ খাবেন ! উঃ ! বেটা কি চতুর ! মার বেটাকে আচ্ছা ক'রে মার—ঐ ঘেটো বালিতে মুখ ঘ'সড়ে দেও—দেও বেটাকে একটা চিলুতে চড়িয়ে দেও—

শৈব্যা। বাবা ! এনেছেন কি ?

পাত। হ্যাঁ মা—নরাধম বেটাকে দেখে রাগে ভুলে গিছ্‌লেম—

বিশ্বা। তবে আর বিলম্ব কেন ? ( রাণীর প্রতি ) রাজ্ঞি ! তুমি পুত্রকে কোলে ক'রে ব'সো—তার যে সর্পাঘাত হয়েছিল, সে যেন শীঘ্র তা জান্তে না পারে।

( পুত্র ক্রোড়ে রাণীর উপবেশন )

বিশ্বা। অঙ্গে ধূলি কর্দ্দমাদি যা লেগে আছে, পরিষ্কার কর।

[ মুক্তকেশা কমলা ও খগেন্দ্রের প্রবেশ ]

কম। (অতি দ্রুত আসিয়া রাণী ও রোহিতের বক্ষে পতন পূর্ব্বক) রোহিত রে! ওরে আমার প্রাণের রোহিত! ওরে বাবা! ওরে বাবা! ওরে বাবা! কি হলো—ওরে কেন তুই কথা ক'স্‌নে? ওরে রোহিত! দুখিনীকে ফেলে কোথায় গেলি? ওরে বাবা একবার একটী কথা ক!

শৈব্যা। (কমলার কণ্ঠ বেষ্টন পূর্ব্বক)কমল রে! ওরে তোরে পেয়ে সকল দুঃখ দূর হলো—কমল রে! প্রাণের রোহিতকে হারিয়েছি রে—

কম। দাদা আমার ঔষধের গাছ পেয়েছেন, নিদয় বিধাতা কি সদয় হয়ে তাইতে বাঁচিয়ে দেবেন না?

( খগেন্দ্র কর্ত্তৃক ঔষধ প্রয়োগ )

শৈব্যা। কমল রে! ঋষি দয়া ক'রে প্রাণের রোহিতের প্রাণদান দিচ্ছেন! কমল রে! বড় সময় তোরে পেয়েছি—

কম। ( সহসা ঋষির পা জড়াইয়া ) প্রভু! দয়া করুন্—

বিশ্বা। স্থির হও—এখনি রোহিতকে পাবে—( পাতঞ্জলের হস্ত হইতে কুণ্ডপাত্র লইয়া রোহিতের অঙ্গে নিক্ষেপ )

সকলে। ( উচ্চৈঃস্বরে ) নিশ্বাস—নিশ্বাস—নিশ্বাস ফেলেছে—নিশ্বাস ফেলেছে! (করতালি) চেয়েছে—চেয়েছে—ঐ রোহিত চেয়েছে!

কম। কৈ? কৈ? দেখি—

শৈব্যা। বাবা! ( পুনঃ পুনঃ চুম্বন ) বাবা আমার—

বসন্ত ও খগেন্দ্র। জয়! জয়! জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয়!

পাত। (নৃত্যপূর্ব্বক) জয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রকি জয়!—জয় মহারাজকি জয়! জয় রাণীমায়িকি জয়! জয় পাতঞ্জলকি জয়! জয়! জয়!

বস। ( উচ্চৈঃস্বরে ) মহারাজ! এখন তবে শুনাই—কাশীরাজ

এই পাপিষ্ঠ নাগেশ্বরের অত্যাচারে বিদ্রোহী হয়েছিলেন; তখন আমি আর প্রিয়সখা, কমলা আর মল্লিকে, আর রাণীর পরিচারিকা কাঞ্চনী, ক জনেই পাপিষ্ঠের কারাগারে বন্দী ছিলেম। পাপিষ্ঠ তার তুঙ্গদ্বী-পের পাপাচার সব অনুচর সঙ্গে কাশীরাজের বিরুদ্ধে কাশী যাত্রা করে; এমন সময় পিতাকে লয়ে অযোধ্যা সুদ্ধ ধার্ম্মিক প্রজারা রাজর্ষির তপোবনে যায়; পিতার মুখে রাজ্যের দুরবস্থা শুনে রাজর্ষি দয়া ক'রে এই কৃতঘ্নের দমনার্থ অনুমতি করেন; পিতার সঙ্গে প্র-জারা মহোল্লাসে প্রত্যাগত হয়ে পাপিষ্ঠের পুররক্ষকগণকে মেরে আমাদের উদ্ধার করে; আমি সখার সঙ্গে তাবৎ সমর্থ প্রজা লয়ে এই দুর্ম্মৃতির পশ্চাতে এসে আক্রমণ করি; সম্মুখে কাশীর সৈন্য, পশ্চাতে আমরা, ভীরু শৃগালেরা আর কতক্ষণ যুদ্ধ ক'র্ত্তে পারে? পাপিষ্ঠের দলবল হত, আহত, পলায়িত হলো, আর এই ধূর্ত্ত শৃগাল ল্যাজ মুখে ক'রে এই দিকে ছুটে এলো; তাইতেই বিধাতা এই শুভ মিলন ঘটিয়ে দিলেন! এতক্ষণ হয় তো পিতা এসেও জয়ী সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন—মহারাজের আদেশ হয় তো চলুন সকলে মিলে সেখানে যাই—

বিশ্বা। না বসন্ত, তা হবেনা—যা কিছু আনন্দোৎসবের প্রয়োজন, এখানেই হ'ক্—এ স্থানকে আ'জ্ পবিত্র ক'রে যাব, এই শ্মশানভূমি আ'জ্ হতে জগতে প্রসিদ্ধ হবে—এস্থানকে আ'জ্ অবধি আর কেউ শ্মশান ব'ল্বে না—অদ্যাবধি এর নাম "রাজঘাট" হবে—কাশীর রাজঘাট পুরাণের পাতায় লেখা থা'ক্বে!

বস। তবে সখা চল, পিতাকে এই শুভ সংবাদ শুনাইগে—তিনি শুন্‌লেই ছুটে আসবেন; চল সখা, শিবির হতে আমার মল্লিকাকেও—

শৈব্যা। যাও, যাও, মল্লিকাকে আগে আনগে—

[ বসন্ত ও খগেন্দ্রের প্রস্থান।

কম। বাবা রোহিত! ও বাবা, আমায় কি চিন্‌তে পাচ্ছো না? এস বাপ আমার—একবার কোলে ক'রে অনেক কালের তাপিত প্রাণ আ'জ্ শীতল করি! ( ক্রোড়ে গ্রহণ )

পাত। ও দাদা, তোমার সেই বামুন দাদাকে কি চিন্তে পার?

রোহি। বড় ক্ষুধার সময় আপনি আমায় ফল দিছ'লেন—আপনাকে প্রণাম করি—

[ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ ]

ব্রাহ্ম। ( শৈব্যার প্রতি ) বলি হ্যাঁ গা, ( খক্ খক্ খক্ ) দূর—হ'ক্—গে—ছাই— এই কাশীই আমায় কাশী পাওয়াবে! ( খক্ খক্ খক্ ) দূর হ'ক্ গে—বলি হ্যাঁ গা ভাল মানুষের ঝি, তোমার আক্কেলখানা কি? (খক্ খক্ খক্ ) দূর ছাই—নাড়িময় লেগে গেল! বলি—ছেলেই যেন গিয়েছে—আর কি কারো (খক্ খক্ খক্ ) যায় না? তা ব'লে কি সারা রা'ত্, এই শ্মশানে থাক্তে হয়? (খক্ খক্ খক্ ) এখন সকাল হলো তবু কি সৎকার করা হয় না? ( খক্ খক্ ) ব্রাহ্মণী যে গরু বাছুর নে ম'রে যা'চ্ছে—(স্বীয় গলা ধরিয়া উপবেশন )

পাত। তুমি ঠাকুর, ব্রাহ্মণ না মুচি?

ব্রাহ্ম। মুচি! যত বড় মুখ, তত বড় ( খক্ খক্ খক্ ) কথা?

পাত। তা বৈ কি? এত লোকের সাক্ষাতে এত বড় নিষ্ঠুর হতে একটু চক্ষুর্লজ্জাও হলো না?—ব্রাহ্মণ হলে কি এত নিষ্ঠুর হতে পারে?

শৈব্যা। (করযোড়ে বৃদ্ধের প্রতি) প্রভু, ঐ দয়াল্ ঠাকুর দয়া ক'রে বিষের ঔষধ দিলেন—

ব্রাহ্ম। সেখানে অত রা'ত্ পর্য্যন্ত অত ঝাড়ান্ ( খক্ খক্ )কাড়ান্ হলো—আবার এখানে এসে! তেমন ওঝায় পাল্লে না—

পাত। চ'কের মাথা না খেয়ে থাক তো ঐ চেয়ে দেখ, এই ওঝা ঠাকুরের ক্ষমতা আছে কিনা? ঐ দেখ যে সোণারচাঁদ, সেই সোণার চাঁদই হয়েছে! ওঁদের দাসত্ব ছাড়িয়ে দেও তো, ঝাড়িয়ে কাড়িয়ে তোমার কাশীও ছাড়িয়ে দিতে পারেন!

ব্রাহ্ম। অঁ্যা—বল কি? সত্যই কি ছেলেটী বেঁচেছে? ও বাবা! তাইতো! ( বিশ্বামিত্রের প্রতি ) তবে ওঝাঠাকুর! আমার ( খক্ খক্ খক্ ) আমার এই জলকাশীটে যদি ঝাড়িয়ে দেন—

পাত। তবে ওঁদের দাসত্ব ছেড়ে যাবে বল?

ব্রাহ্ম। ( সকোপে ) তুই থাম্ না—( খক্ খক্ খক্ ) আ ম'লো, সকল কথাতেই —( খক্ খক্ ) কথা কইতে আসে!

পাত। তবে মর—চিরকালই খক্ খক্ ক'রে মর—ঐ খক্ খকানিতেই একদিন মুখ থুবড়ে হবে!

[ ভ'দোর প্রবেশ ]

ভ'দো। মুষো! কিসের গোল-র্যা মুষো? মেলা মড়ুই প'ড়েছে নাকি?

পাত। এখনও পড়িনি, এই এক কেশো বুড়ো পড়ে পড়ে হয়েছে!

ব্রাহ্ম। ব্যল্লীক! যা মুখে আসে ( খক্ খক্ ) তাই বলিস্—তুই প'ড়গে না, আমি কেন? ( খক্ খক্ )

ভ'দো। ( বিশ্বামিত্রের প্রতি ) কেমন ঋষি ঠাকুর, হয়েছে কি?

বিশ্বা। তোমার প্রসাদে পরীক্ষার চূড়ান্তই হয়েছে—

ভ'দো। আরো কিছু অবশিষ্ট আছে নাকি?

বিশ্বা। কিছু মাত্র না!

ভ'দো। তবে আর বিলম্ব কেন?

বিশ্বা। মন্ত্রী, মন্ত্রী-পুত্র, খগেন্দ্র আর মল্লিকার আস্‌বার অপেক্ষা মাত্র।

রাজা। অ্যাঁ! একি? এঁদের দুজনের এত জানা শুনা হলো কিসে? ভ'দোর ভাষাই বা ভাল হলো কিসে?

বিশ্বা। (সহাস্যে) সে সব পরে ব'ল্‌ছি—

ব্রাহ্ম। চল গো ভাল মানুষের মেয়ে—এ ব্যল্লীকদের সমাজে আর থাক্তে নেই—এস, এস, বেলা হলো—ব্রাহ্মণী কত রাগ ক'চ্ছেন—ও কি? এর ওর মুখ পানে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে চাও যে? (খক্‌ খক্‌) চল না—ছেলে বেঁচেছে, ভালই হয়েছে—তবে আর বিলম্ব কেন?

পাত। ওঝার কড়ি দিবে না? কুড়ি কাহন কড়ি ফেল, তার পর নিয়ে যেতে হয় নিয়ে যাও—

ব্রাহ্ম। (সকোপে) কিসের কড়ি? সাপের ওঝার আবার কড়ি! ওঠ গো তুমি ওঠ—

পাত। কড়ি নয়—তবে দেখ্‌বে—এক বাণ মেরে তোমার কণ্ঠ-রোধ করে দেব, দেখ্‌বে—

শৈব্যা। (পাতঞ্জলের প্রতি করযোড়ে) প্রভু, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড় ভাল মানুষ—উনি বিদ্রূপ বুঝেন না, কেন ওঁরে—

ব্রাহ্ম। অধঃপাতে যাবেন—বিদ্রূপ—ওর বাপের বয়সী আমি, (খক্‌ খক্‌) আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করেন তো অধঃপাতে যাবেন! ওঠ গো! তুমি ওঠ!—

শৈব্যা। প্রভু, এক বেলার জন্যে কি দয়া ক'রে বিদায় দেবেন না ঠাকুর! আপনি আমাকে কন্যার ন্যায় পালন করেন, এ দয়াটী আ'জ্‌ ক'র্ত্তে হবে।

কম। কেনগা? উনি কোথায় যেতে ব'ল্‌ছেন?—

(কমলের কাণে কাণে শৈব্যার কথা)

ওমা সেকি! এখন কি তার মুক্তি নেই? ওঁর অর্থ ওঁরে দিলেই কি হবে না?

শৈব্যা। হা! দিদি! কোথা পাব ?

কম। এই যে আমার হাতে বালা আর আংটী—এ তোমারি দেওয়া—এতে ওঁর পণের দশ গুণ টাকা হবে।

ব্রাহ্ম। অঁ্যা—এসব কি কাণ্ড ? (খক্ খক্)

পাত। কাণ্ড আর কি? উনি যাবেন না—

ব্রাহ্ম। যাবেন না! সে কি? এ কি মগের রাজ্য নাকি? টাকা দে কিনিছি—(খক্ খক্) অম্নি নাকি ?

কম। আপনার টাকা পেলেই তো হয়—এই নেন—তার দশগুণ নেন—(অলঙ্কার দান)

ব্রাহ্ম। (হস্তে তোলা ভাবে অলঙ্কারের পরিমাণ) যদি কৃত্রিম না হয় তো কতক হতে পারে বটে! (সহর্ষে) হ্যাঁগা ভালমানুষের মেয়ে! তবে কি তোমার এই মতই স্থির হলো?—এ অলঙ্কার তো তোমার?—দেখো বাপু, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমার উপকার ক'রে শেষে যেন তার হাতে দড়ি পড়ে না! (খক্ খক্ খক্)

শৈব্যা। (গলবস্ত্র প্রণাম) ঠাকুর! আপনার আর ব্রাহ্মণী মা-ঠাকুরাণীর গুণ জন্মেও ভুল্তে পা'র্ব্বো না! ও অলঙ্কারের জন্যে কোনো চিন্তা নাই—আমি কি আপনাকে ঠকাতে পারি ?—এখন এই লয়ে যান—আশীর্ব্বাদ করুন, যদি কখনো ভগবান দিন দেন তো আবার ঐ পাদপদ্মে প্রচুর প্রণামী পাঠিয়ে দেব!

ব্রাহ্ম। তবে অবিশ্যি দিন পাবে মা, দিন পাবে! আমি তখনি জানি, তোমরা সামান্য লোক নও—যা হ'ক্ তবে এখন আমি চ'ল্লেম; (খক্ খক্) দেখি ব্রাহ্মণী দেখে কি বলেন!

[ প্রস্থান।

পাত। আঃ! বাঁচা গেল! (শৈব্যার প্রতি) মা! আপনি স্নান ক'রে আসুন গে—

কম। ঠাকুর উত্তম আজ্ঞা করেছেন। চল, আমিও যাচ্ছি ; রোহিত ! এস বাবা, তোমাকেও গঙ্গাস্নান করিয়ে আনি—

[ শৈব্যা, রোহিত ও কমলের প্রস্থান।

বিশ্বা। মহারাজ ! আপনাকেও স্নান ক'রে এসে এ বেশ ত্যাগ ক'র্ত্তে হবে—

রাজা। আজ্ঞে, কমলের গুণে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে আমার শৈব্যার যেমন মুক্তি হলো, ভ'দোর কাছে যতক্ষণ তেম্নি মুক্তি না পাচ্ছি, ততক্ষণ প্রভু বেশ পরিবর্ত্তনে আমার সাধ্য কি ?

বিশ্বা। ( ভ'দোর প্রতি সহাস্যে ) আর কেন ?

ভ'দো। (সহাস্যে) যাও মহারাজ ! তুমি স্বচ্ছন্দে স্নান ক'রে বেশ পরিবর্ত্তন করগে—আমার কাছে তোমার দাসত্ব আ'জ্ মোচন হলো !

[ রাজার প্রস্থান।

বিশ্বা। ( ভ'দোর প্রতি )তবে এখন স্বমূর্ত্তি ধারণ করুন—

ভ'দো। আর মূর্ত্তিধারণ কেন ? তোমার কার্য্যোদ্ধার হলো, আমি এখন চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

পাত। প্রভু ! ওটা কি হলো ? ওকি তবে চণ্ডাল নয় ?—

( নেপথ্যে জয়বাদ্য )

ওকি ?—আহা ! কি মধুর বাদ্যোদ্যম !

[ বসন্ত, খগেন্দ্র, নগরপাল, মল্লিকা,কাঞ্চনী এবং সিংহাসন মস্তকে জগন্নাথ প্রভৃতির প্রবেশ ]

বস। কৈ ? এঁরা কোথায় গেলেন প্রভু ?

বিশ্বা। সব স্নানে গেছেন।

মল্লি। তবে আমিও যাই—সেখানেই দেখা করি গে।

[ প্রস্থান।

বস। জগন্নাথ! তবে সিংহাসনখানি ঐ বৃক্ষমূলে স্থাপন কর—তুমি রাজার বেশ ভূষা লয়ে ঘাটে যাও; আমরা সিংহাসন সজ্জিত করি। কাঞ্চনি! তুমিও রাণীর সজ্জা লয়ে যাও।

[বেশ ভূষা লইয়া কাঞ্চনী ও জগন্নাথের প্রস্থান।

পাত। এখানেই রাজসভা হবে নাকি?—বাঃ! বাঃ! বেড়ে হবে—বেড়ে হবে!

[ মন্ত্রী, রক্ষী ও ছত্রচামরধারী প্রভৃতির প্রবেশ
এবং বিশ্বামিত্রকে সকলের প্রণাম]

মন্ত্রী। প্রভো! এ দাস পূর্ব্ব হতেই জানে, অবশ্যই এ মায়া!

বস। ( কিঙ্করগণের প্রতি ) এই দিগে ব্রাহ্মণের, আর এই দিগে অন্যান্যের আসন পাত। তোমরা দুজন এই স্থানে; ছত্রধারী এখানে—

[ রাজা, রাণী, রাজপুত্র, কমলা, মল্লিকা, কাঞ্চনী, জগন্নাথের
প্রবেশ ও সকলের ঋষিচরণে প্রণাম এবং মন্ত্রীর
সহিত রাজার সম্ভাষণাদি ]

বিশ্বা। মহারাজ!—

পাত। ওহো! সকলে চুপ্ কর, চুপ্ কর—মহারাজকে প্রভু কি বলেন শুন—

বিশ্বা। মহারাজ! অমিত-তেজা অসাধারণ ভুজবীর্য্যশালী মহা-প্রতাপান্বিত একচ্ছত্রা ধরণীর অধিপতি হয়ে সামান্য মানবেও যা সইতে না পারে, আপনি সেই অসম্ভব কষ্ট পেয়েছেন—যৎপরো-নাস্তি যাতনা সহ্য করেছেন। শুদ্ধ আপনি নন, নারীকুলে সাক্ষাৎ

নারায়ণী রূপিণী মা শৈব্যা রাণীও প্রাণাধিক পুত্রের সহিত ততোধিক দুঃখরাশি ভোগ করেছেন—সেই সঙ্গে পরম রূপগুণবতী কমলা আর মল্লিকাও সামান্য ক্লেশ পান নাই—সেই সঙ্গে ধীমান-শ্রেষ্ঠ মহামন্ত্রী তোমার মন্ত্রী, বীরাগ্রগণ্য পরম রাজভক্ত তাঁর মেধাবী পুত্র বসন্ত আর তুঙ্গরাজ-কুলের গৌরব খগেন্দ্রের কষ্টেরও পার ছিল না—সেই সঙ্গে রাজবৎসল, ধর্ম্মবৎসল তোমার প্রজাবর্গ আর মহাবলীয়ান্ তোমার সৈনিক জনগণ মাত্রেই কেবল হাহা রবে কাল ক্ষেপণ করেছে—মহারাজ! সূর্য্য অভাবে জগতের দিবাচরমাত্রেই যেমন জীবন্মৃত হয়; এক তোমার অদর্শনে এই সাম্রাজ্য তেমনি শ্রীশূন্য—জীবনশূন্য হয়েছিল। অধিক কি, ইন্দ্রপাতেও স্বর্গের যা না হয়, এই ভারতভুমির সেই দশাই ঘটেছিল!

সকলে। হায়! শত ইন্দ্রপাতেও এমন হয় না—

পাত। শত সহস্র ইন্দ্রপাতেও এমন হয় না!

বিশ্বা। কিন্তু মহারাজ! এই মর্ত্ত্যভূমি মনুষ্যের পক্ষে কর্ম্মভূমি—কেবল পরীক্ষাদানের স্থান বই আর কিছুই না! এ ভুবনে কেবল শ্রম, আয়াস, যত্ন, ক্লেশ, তিতিক্ষা, এই সকলের সাহায্যে কর্ম্ম ক'র্ত্তেই মনুষ্যের আবির্ভাব! সুখভোগ এখানে না, সুখের স্থান পরলোক! যে হতভাগ্য অপেক্ষা ক'র্ত্তে না পেরে এখানেই সুখে থাক্তে চায়—এখানেই সুখের স্থান ভেবে আর ইন্দ্রিয়সুখকেই সুখের পরাকাষ্ঠা ভেবে আমোদে মত্ত হয়, সে ভ্রান্ত জীব আত্ম-অনন্ত-সুখের পথে আপনিই কণ্টক বিস্তার করে! যে ভাগ্যবান তদ্বিপরীতে ক্লেশ আর যন্ত্রণারাশি উপেক্ষা ক'রেও সুখের একমাত্র নিদানভুত ধর্ম্মকেই আশ্রয় ক'রে থাকে, তার শেষ সুখের শেষ নাই—তুলনা নাই, তোমার দৃষ্টান্তই জগতে তার মহা দৃষ্টান্ত হবে!

পাত। দৃষ্টান্ত ব'লে দৃষ্টান্ত—চূড়ান্ত—একবারে অদ্ভুত দৃষ্টান্ত!

বিশ্বা। মহারাজ! তুমি সদারপুত্র সেই ভীষণ পরীক্ষা হতে উত্তীর্ণ হয়েছ—তুমি যে অসীম কষ্ট ভোগ করেছ, তা অন্যের অসহনীয়! সেই ক্লেশরাশি পরীক্ষার পূত অগ্নি—সেই অগ্নিকুণ্ড হতে তোমরা আ'জ্ উত্থান ক'ল্লে—অগ্নিশোধিত স্বর্ণের ন্যায় তোমরা আ'জ্ অতি পবিত্র নবীন রূপ ধারণ ক'ল্লে! মহারাজ! তুমি আ'জ্ অতি কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় অসামান্য ধর্ম্মতেজে জগৎকে আশ্চর্য্য ক'রে দিলে!—মহারাজ! মনুষ্য এতদূর পারে কি না, সেইটী দেখ্‌বার জন্যই ধর্ম্মের উত্তেজনায় আমি তোমার এই পরীক্ষা গ্রহণ করেছি—যিনি ভ'দো চণ্ডালের রূপ ধ'রে এত কাণ্ড ক'ল্লেন, তিনি চণ্ডাল নন—তিনিই সেই স্বয়ং ধর্ম্ম—তোমার জন্যই চণ্ডালরূপ ধরেছিলেন! আ'জ্ এ সব গূঢ় তত্ত্ব মুক্তকণ্ঠে ত্রিভুবনের লোককে শুনিয়ে দিয়ে নরসিংহরূপী মহারাজা হরিশ্চন্দ্রকে অক্ষয়-কীর্ত্তিরূপ সিংহাসন দান পূর্ব্বক এই জাহ্নবীদেবীর গর্ব্বেই—এস মহারাজ! তোমার পৈতৃক সিংহাসনে আবার তোমাকে পুনঃ স্থাপিত করি! সকলে একবার জয় শব্দ উচ্চারণ কর! (রাজা রাণীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে সংস্থাপন)

সকলে। জয়! জয়! জয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রকী জয়! জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকী জয়! জয় মহারাণী শৈব্যাদেবীকী জয়! জয়! জয়!

পাত। (নৃত্য করিতে করিতে) জয়! রাজর্ষিকী জয়! জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকী জয়! রাণীমায়ীকীজয়!—ও বাবাঃ! এত কারিকুরী! তাই তো বলি, আমার দয়াল্ ঋষি হঠাৎ এত নিষ্ঠুর হলেন কিসে? তাই তো বলি রাজ্য ছেড়ে এসে আবার রাজ্য কেন? (নৃত্য) তবু ভাল, ঠাকুর আমার নিদয় নন—ঠাকুর আমার কঠিন নন! জয়! জয়! ধর্ম্মের জয়!—জয়! দয়ার জয়!—কিন্তু ঠাকুর! ঐ দুরাত্মা নাগেশ্বরের কি দণ্ড হবে?

বিশ্বা। তোমার উপরেও ?

পাত। ক্রুর নাগ, তার আবার এ আর ও !

মন্ত্রী। প্রভু যে অপহরণের কথা ব'ল্লেন তা সত্য ; কমলাকে এনে রাজপুরীতে বন্দী ক'রে রাখে ; তার কৌমার ধর্ম্ম আক্রমণেও ক্রুটী হয় নাই ; যে দিন সেই ভয়ানক ব্যাপার হওনের কল্পনা ছিল, সে দিন আমার পুত্র কমলার ভ্রাতাকে সঙ্গে লয়ে সংগোপনে কোনো কৌশলে কমলাকে মুক্ত ক'রে আমার নিজের দশ জন প্রহরী সঙ্গে পলায়ন করে।

পাত। তবে তো উত্তম হয়েছে !

মন্ত্রী। আজ্ঞে না, উত্তম হয় নি—

পাত। কেন ? পথ থেকে তাদের ধ'রে এনেছে না কি ?

মন্ত্রী। পরদিন নাগেশ্বর তাদের ধ'রে আন্তে এক শত অশ্বারোহী পাঠান ; আমার পুত্র বসন্ত আর কমলের ভ্রাতা খগেন্দ্র. উভয়েই বীর পুরুষ ; তাদের সহচরগণও সামান্য নয় ; সর্ব্বসুদ্ধ গণনায় তারা দ্বাদশ-জন মাত্র পুরুষ হলেও ঐ একশত জনকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করেছিল। এমন কি, তাদের অধিকাংশই সেই ক্ষুদ্র যুদ্ধে বিনষ্ট হয়।

পাত। বাঃ ! বাঃ ! ভেলা বীর ! আমরা যারে খগা পাগলা ব'লে জেনেছিলেম, সে এমন বীর ?

মন্ত্রী। ভাগ্য ক্রমে, সে এখন আর খগা পাগলা নাই—সহোদরার প্রতি নাগেশ্বরের ঘোর অত্যাচারের আশঙ্কা হয়ে অবধি ঈশ্বরেচ্ছায় তার সে চিত্তরোগ আরোগ্য হয়েছে—এখন আবার যে খগেন্দ্র সেই খগেন্দ্রই হয়েছে !

পাত। আঃ ! বাঁচাগেল !

বিশ্বা। তারপর, আর কি ব'ল্‌ছিলে ?

মন্ত্রী। তারপর প্রভু, রাজা নাগেশ্বর এক সহস্র বাছা বাছা

এই পৃষ্ঠার পরাঙ্ক ১১১ হওয়া উচিত ; কিন্তু ভুলক্রমে ১১৭ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তী তাবৎ অঙ্কপাতেই তদনুযায়ী ভুল হইয়াছে। পাঠক মহাশয়েরা সানুগ্রহে সংশোধন করিয়া লইবেন।

তুঙ্গদ্বীপবাসী অশ্বারোহী পাঠান। আমার পুত্র সদলে কাশীর নিকট-বর্ত্তী কোনো স্থানে রাত্রিকালে নিদ্রিত ছিলেন, ঐ অশ্বারোহীরা কৌ-শলে সেই সুপ্ত সিংহগণকে ধ'রে এনে রাজ সমীপে দিয়েছে। আমি গিয়ে এত বিনয় ক'রে তাদের মুক্তি প্রার্থনা ক'ল্লেম, তথাপি তা হলোনা—রাজধানীর পূর্ব্ব অধিবাসী তাবৎ প্রধান ব্যক্তি বিস্তর অনু-নয় করেছে, কারো অনুরোধ গ্রাহ্য না ক'রে, তাদের সকলকেই কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন—কমল কেবল অসাধারণ সাহস আর ধর্ম্ম বলে অদ্যাপিও আপনার কৌমার ধর্ম্ম রাখ্‌তে পেরেছেন—মল্লিকা, যিনি আমার পুত্রবধূ হবেন, তিনি পর্য্যন্ত সকলেই চোরের ন্যায় কঠোর কারাদণ্ড ভোগ ক'চ্ছেন!

বিশ্বা। এতদূর?

পাত। (অনুচ্চ স্বরে) দুঃখী লোকের কথা বাসী হলেই খাটে! লোকের কাছে আমাকে মন্ত্রী ব'লে মিছে আমার কলঙ্ক রটানো বৈ তো না—আমার মন্ত্রণা শুন্‌লে কি পৃথিবী এই পাপ বহন ক'র্ত্তো!

মন্ত্রী। প্রভু, এই অত্যাচারে আর এম্‌নি এম্‌নি কাজে দেশে আগুন জ্ব'লে উঠেছে! এ দাসকে রাজ্যের ছোট বড় সকলেই স্নেহানুগ্রহ ক'রে থাকেন; সকলেই এই সংবাদে ক্ষেপে উঠেছিল; সকলেই বিদ্রোহানল প্রজ্বলনে প্রস্তুত; কেবল এ দাসই তাদের বিধিমতে নিরস্ত রেখে প্রভুর চরণে শরণ লতে এসেছে—এখন প্রভুর যেমন ইচ্ছা!

বিশ্বা। (ক্ষণচিন্তার পর) যাও, মন্ত্রি! যাও, সেই পামর নাগেশ্বরের নিকট গিয়ে কিম্বা কোনো বিশ্বস্ত বিজ্ঞলোক দিয়ে আমার নাম ক'রে বল গে, যে, মুহূর্ত্ত বিলম্ব ব্যতীত তোমার পুত্র, তোমার ভাবী পুত্রবধূ, কমলা আর খগেন্দ্রকে ছেড়ে দেয়—এ আদেশ যদি না গ্রাহ্য করে, তবে তোমাদের প্রতি—সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের প্রতি মুক্তকণ্ঠে

ব্যক্ত ক'চ্ছি, তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করগে—তোমরা যেরূপে পার, দুরাত্মাকে শাসন করগে! আমি তাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হব না! তার পর তোমাদের শূন্য সিংহাসন পূর্ণ কর্ব্বার বিষয়, আমি শীঘ্র তার উপায় ক'চ্ছি!

পাত। (স্বগত) চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে!—

মন্ত্রী। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক) প্রভু অনাথ-নাথ, পরম দয়াবান্—এমন প্রভু হতে রাজা হরিশ্চন্দ্রের এমন দশা কেন হলো, মানব বুদ্ধির অগোচর! অবশ্যই মহারাজের পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কোনো পাপ থাকুবে! যাই হ'ক্, প্রভু! এ সংবাদে বনাগত সমস্ত প্রজা-মণ্ডলি যে কি সুখী হবে, তা আর প্রভুকে ব'লে উঠ্‌তে পারিনে! আমার বৃদ্ধ-হৃদয় যখন নৃত্য ক'চ্ছে, তখন না জানি, যুবার হৃদয়ে আ'জ্ কি আনন্দই ক্রীড়া ক'র্ব্বে!

বিশ্বা। মন্ত্রি! যাও—আর কালক্ষেপণ বৈধ নয়—শীঘ্র আমি সাক্ষাত ক'র্ব্বো?

মন্ত্রী। প্রভুকে একটী সংবাদ দিতে ভুলেছিলেম; নাগেশ্বরের প্রেরিত উক্ত সহস্র সৈনিক কাশী রাজার অধিকার মধ্যে ঘোর অত্যাচার ক'রে এসেছে—তাঁর দুঃখী প্রজাদের জাতি কুল পর্য্যন্তের বিঘ্ন করেছে, এই জন্য কাশীরাজ অন্যান্য রাজগণকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন—নাগেশ্বর তা শুনে নাকি সসৈন্যে কাশী যাত্রা ক'চ্ছেন—প্রভুর আদেশ শুন্‌লেই রাজগণ পুলকে নৃত্য ক'র্ত্তে থাক্‌বেন—এদিগে প্রজাগণ অদ্যই হয় তো নাগেশ্বরের প্রহরীগণকে রাজপুরী ও দুর্গ হতে দূর ক'রে দে আমার পুত্র প্রভৃতিকে মুক্ত ক'র্ব্বে!

বিশ্বা। উত্তম! তাতে আর আমার কোনো আপত্তি নাই!—বরং আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের উদ্যম সফল হ'ক্!

[ প্রণাম পূর্ব্বক মন্ত্রীর প্রস্থান।

পাত। প্রভু দেখে আসি প্রজারা কি করে ?

বিশ্বা। না, তুমি শীঘ্র প্রস্তুত হও, আমি কাশী যাব।

( পটক্ষেপণ )

[ নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে—জয় রাজর্ষির জয়—জয় বিশ্বামিত্রের জয়—জয় রাজমন্ত্রীর জয়—জয় মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের জয় ! ]

## ষষ্ঠ অঙ্ক।

কাশী—শ্মশান ঘাট।

[ চণ্ডালবেশী রাজা হরিশ্চন্দ্র উপস্থিত ]

রাজা। ( স্বগত ) আ'জ্ হয় তো ভ'দো আবার ব'কুবে অখন। ব'কে রয়েছে আর ব'কুবে কি ? তাইতো, দুঃখী দেখে দয়া করা রোগটা আজো আমার গেল না ! আর কেন ভদ্রতা রেখে বেড়াই ? যে পথে তারা— হায় ! মনে ক'র্ত্তেও বুক ফাটেরে !—( অধোমুখ ) উঃ ! এত সব কোথায় গেল ? কি হলো ? হায় সেই সঙ্গে স্মরণও কেন গেল না ? স্মরণের জন্যই তো যাতনা—নইলে চণ্ডালগৃহেও সুখে থাক্তে পার্ত্তেম !—সুখ দুঃখ কি ? কিছুই না—আপেক্ষিক তুলনার বস্তু বই আর কি ? পূর্ব্বাপর আর পরস্পরের তুলনা বৈতো না ! এই স্মৃতি যদি জ্বালা না দিত তবে চণ্ডাল প্রভু যা যা ক'র্ত্তে বলে—যাতে তুষ্ট থাকে, তাই ক'রে পরম সুখেই থাক্তেম ! হা দগ্ধ স্মৃতি ! তুই কে ? তুই কি যথার্থই পূর্ব্বাবস্থার স্মৃতি না স্বপ্নাবস্থার স্মরণ ? স্বপ্নেরি স্মৃতিই হবি, নইলে সত্য সত্যই কি আমি রাজা ছিলেম ?

সত্যই কি আমার আসমুদ্র সাম্রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, তেমন সব সচিব, সেনাপতি, আত্মীয় জন ছিল? সত্যই কি তেমন লক্ষ্মীরূপিণী রাণী—তেমন দেবকুমার তুল্য পুত্র আমার ছিল? কখনই না! এও কি হয়? তেমন ইন্দ্র শ্মশানের চণ্ডাল, এও কি সম্ভবে? কখনই না!—অবশ্যই সে সব মনের বিকার—স্বপ্নের সংস্কার!—বাস্তবই আমি মূষো চণ্ডাল, চিরকাল চণ্ডাল বৃত্তিই ক'রে আস্‌ছি—হয় তো এক দিন অপরিমিত ভাং কি সুরাপান ক'রে অজ্ঞানে প'ড়েছিলেম; তাই একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি—দেখে স্বপ্নেই সূর্য্যবংশে জন্মেছি, স্বপ্নেই রাজা হয়েছি, রাণী পেয়েছি, রাজপুত্রের পিতা হয়েছি,—স্বপ্নেই মৃগয়ায় গিয়েছি, বিশ্বামিত্রকে রাজ্য ধন দান করেছি—স্বপ্নেই স্বপ্নের রাণী আর রাজপুত্রকে বেচে ফেলেছি—ফেলে স্বপ্নের রাজা স্বপ্নেই আবার "পুনর্মূষিকোভব!" অর্থাৎ যে মূষো সেই মূষো চণ্ডালই হয়েছি!—তার পর এখন যে এই জেগে উঠেছি, এখনও যেন সেই অদ্ভুত স্বপ্নকেই স্বপ্ন দেখ্‌ছি—বাঃ! কি কুহক! কি চমৎকার স্বপ্ন! এমন স্বপ্ন তো আর কখনো দেখিনি—জেগে উঠেও তার মোহিনী শক্তি যায় না—ঠিক হুবহু—যেন সে সব কাণ্ড সত্য সত্যই আমার জীবনে ঘটেছিল! এত চ'ক্ রগ্‌ড়াচ্ছি— এত আড়ামোড়া খা'চ্ছি—শরীরকে এত ক'রে দোলাচ্ছি, তবু ধাঁধা যা'চ্ছেনা—তবু যেন সত্যই আমার রাজত্ব, রাণী, রাজপুত্র ছিল, এম্নিটী ঠিক মনে প্রাণে লাগ্‌ছে! ভাগ্যিস্ স্বপ্নের ঘোরে স্বজাতীয় চণ্ডালদের কাছে গে রাজা ছিলেম ব'লে গল্প করিনি, তা হলেই তো তারা পাগল ব'লে টিট্‌কারী দিত; কি হয় তো বৈদ্য ডেকে বিষ্ণু তেলের জন্য ব্যস্ত হতো!—যা হ'কুগে, আর না, আর ও সব ভাব্‌বো না—দূর হ—স্বপ্নের কুহক দূর হ—তুই দূর হ!—ও সব খেয়াল ছেড়ে যাতে এখন চণ্ডাল প্রভুর লাভ আর সন্তোষ হয়, একান্ত মনে তাই করি—আবার প্রভুই

বা বলি কেন? দাসত্ব ভাব যে ছাই স্বপ্নের ভাব—আমি যে ভ'দো চাঁড়ালের ভাই—আমাকে যে তার কথা মত জাতীয় কর্ম্ম কর্ত্তেই হবে! সে তো ভালই বলে—সে বলে, দুঃখী হ'ক্ বড় মানুষ হ'ক্, মড়া আন্‌লেই কড়া হবি—দক্ষিণে চড়াবি—নিদেন ষোল কাহন কড়ি নইলে ছাড়্‌বিনে—আর যো পেলে জিনিসটা পত্তরটা সাবাড় দিতেও ভুল্‌বিনে! তা শেষেরটা আমি পা'র্ব্বো না—কখনই পা'র্ব্বো না—প্রথমেরটা কেনই বা না পারি? কেন তার ক্ষতি করি? দয়া!—উঃ! কিসের দয়া? চণ্ডালের আবার দয়া মায়া কি? সত্যই কি আমি নিদয় হতে পারিনে? কেন পা'র্ব্বো না? ওরা পারে—জগতে এত লোক পারে, আমিই বা পা'র্ব্বো না কেন? আ'জ্ আমি পরক্ দেখ্‌বো! এখন যদি দুঃখী লোক কেউ আসে, আমি কখনই তার কাত্‌রাণি শুন্‌বো না—তার মুখ পানে চেয়েও দেখ্‌বো না! ঐ যে তার সুবিধাও হ'চ্চে—জ্যোৎস্না ছিল, তাও গেল—মেঘ ঝড়ও এলো—ঠিক আমার স্বপ্নের অবস্থার মত দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘোর আঁধার হয়ে এলো—বেস হয়েছে—প্রথম অভ্যাসের সময় কারো মুখ দেখ্‌তে হবেনা! উঃ! কি বজ্রাঘাত! কি ঝড়! ঐ যে কে আ'স্‌ছে না? হ্যাঁ তো—এই দিগেই যে আ'স্‌ছে! এ সময় এখানে আর কে আ'স্‌বে? অবশ্যই কার কপাল পুড়েছে! দেখ্‌ছি স্ত্রীলোক—একাকিনী—সঙ্গে আপনার জন কেউ নেই—যেন ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে পা ফেল্‌ছে—যেন সাহস ক'রে আ'স্‌তে পাচ্চে না—অবশ্যই কোনো অনাথিনী হবে—হয়তো নয়নতারা বৎসহারাই হয়ে থা'ক্‌বে—হয় তো অভাগিনীর একমাত্র হৃদয়মণি নির্দ্দয় যম কেড়ে নিয়েছে—হয় তো কোন্ অনাথার একমাত্র আঁধারের দীপটী আ'জ্ জন্মের মত নিবে গিয়েছে! (চক্ষু মুছিয়া) দূর! দূর! আবার তাই! আবার হৃদয় পরের জন্যে অমন ক'রে মলিস্! কখনই না—কখনই আর দয়া মায়ার কথা শুন্‌বো না—

কখনই " আহা উহু " এ হৃদয়ে আর স্থান পাবে না!—দূর হ, তোরা দূর হ—ভ'দোর আজ্ঞায় দূর হ—ভ'দোর আজ্ঞায় মূষোর বুক থেকে চ'লে যা! যেই হ'ক্—ষোল কাহন কড়ি! ( গলা কাঁকিয়া ) আমার কণ্ঠস্বরেরও কেমন একটা দোষ আছে—আমার স্বর আর ভাষা শুনেই লোকে হয় তো বুঝে ফেলে, যে, এরে দুটো কথা ব'ল্লেই এ দয়া ক'র্ব্বে! তাই হয় তো, অত কাকুতি মিনতি ক'রে দুঃখের পরিচয় দিয়ে আমার মন গলায়!—আ'জ্ অবধি গলার সুর আর কথাগুলোকে ভ'দোর মত কর্কশ আর কঠোর ক'রে যতদূর পারি চণ্ডা'লে গলা, চণ্ডা'লে ধরণ আর চণ্ডা'লে অশিষ্টাচার' দেখাতে হবে—এরে দিয়েই সূত্রপাত করি! ( প্রকাশে রুক্ষ স্বরে) আগো তুই কে গো?

[মৃতপুত্র কোলে মলিনবেশা রোরুদ্যমানা
এক যুবতীর প্রবেশ]

এই আঁধার রেতে মেঘ ঝড়ে তুই কে বটিস্ গো কে বটিস্? (গলা কাঁকিয়া স্বগত) উহুঁ ঠিক হলোনা—আরো মোটা—আরো কর্কশ —আরো কড়া গলা চাই!(প্রকাশে)বলি হ্যাঁগা—বলি তোর মুখে কি বাক্য—বচ—কথ—বুলি—আরে তুহার মুখে—মুয়ে কি বুলি নেই? তুই কে বটিস্ গো?

যুবতী। (সরোদনে) ওগো আমি বড় অভাগিনী!

মূষো। অভাগিনী টভাগিনী আর খা'টবে না—সে বিকেল বেলা হলেও হতো—সে কাল গেছে—

যুবতী। ওগো, এ দুখিনীর কেউ নেই!

মূষো। দুখিনী ফুকিনীর কাহিনী মূষো চাঁড়াল আর শোনেনা— সন্ধ্যার পর এলেও যা হয় হতো—

যুবতী। কি হতো গা?

মুষো। কি হতো? যাতে তাতে পোড়ানো হতো—দু পণ চা'র্ পণ দিলেও হতো—এখন ষোল কাহনের এক কড়া এদিগে নয়!

যুবতী। হা বৎস! (মৃতপুত্রের মুখ চুম্বন পূর্ব্বক) কি শুনি! (অবসন্ন-ভাবে বসিয়া) বাপ্ রে! কি শুনি? ও বাপ্! তোরে কি পোড়াতে এসেছি? বাপ্ রে আমার! সোণার চাঁদ আমার! তোর সোণার অঙ্গ কেমন ক'রে—হায় এ কি কথা!—হায়! তোর অভাগিনী মার কপালে কি শেষে এই ছিলরে বাপ্! তা তো কখনই হবে না—কখনই হবেনা! না বাবা, আমি তোরে ছা'ড়্বো না—তোরে গলায় বেঁধে—তোরে কণ্ঠহার ক'রে গঙ্গার জলে ভেসে ভেসে বেড়াব ব'লেই এসেছি! ও বাবা আমি কি তোরে কোলছাড়া ক'র্ত্তে পারিরে বাবা? বাপ্ একবার কথা কও—বাপ্ আর একটীবার তেম্নি ক'রে দুখিনীর গলা জড়িয়ে চন্দ্রবদনে মা ব'লে ডাক বাবা—কেন বাবা মৌন রইলে? কেন বাবা অভিমান ক'ল্লে? আমি কি ওদের কথা শুনি? আমি কি তোমায় ছেড়ে যেতে পারি? না বাবা, তা যাব না—তা যাব না—তোমা ধন বিসর্জ্জন দিয়ে কি সুখে আর এ পাপ প্রাণ রাখ্বো? বাপ্ রে! কি নিয়ে আর থা'ক্বো? আর কার জন্য দাস্যবৃত্তি ক'র্ব্বো! বাপ্, একটী কথা কও—একটীবার মাথা নাড়া দেও—প্রাণ যে যায় রে বাপ্! বাবা তুমি কোলে ছিলে ব'লেই এত দূর এসেছি—কার সাধ্য, আমার কোল থেকে তোমাকে নামিয়ে নেবে? চল বাবা, তুমি যদি একান্ত আর কথা না কও, চল বাবা, তোমায় কোলে ক'রে মা জাহ্নবীর কোলে জীবন জুড়াইগে—আর আমার ভারতভূমে কাজ কি?

মুষো। (স্বগত) জ্বালালে—নিতান্তই জ্বালালে!—কিছুই হলো না—কিছুতেই দেখ্ছি সংকল্প রক্ষা হলো না!—হায়! প্রাণ যে কেমন করে!

হায় কি করি ? কি বলি ? কর্ত্তব্য, তুমি দূর হও! প্রভু! কিসের প্রভু ? চণ্ডাল-প্রভু! চণ্ডালের ক্রীত হয়েছি ব'লেই কি চণ্ডাল হতে হবে ? ধর্ম্ম! তুমি সাক্ষী! আমি প্রকৃত চণ্ডাল হব ব'লে অকপটে সংকল্প করেছিলেম—পাল্লেম না!—বিধাতা আমায় যে পদার্থে সৃষ্টি করেছেন, সম্পূর্ণ চেষ্টাতেও তা চণ্ডালের ভাবে পরিণত হলো না! এ বিধাতার দোষ, আমার নয়—আমি জানি না, আমার প্রাণ কেন এমন ক'চ্ছে ? হা প্রিয়ে শৈব্যে! প্রাণের রোহিতকে নিয়ে হয় তো তুমি এই অনাথার মত কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ! হায়! প্রাণ তো সবারি সমান! এ যদি অপরিচিতা যুবতী না হয়ে আমার প্রাণের প্রাণ সেই দুটী প্রাণই হতো, তবে উঃ! কল্পনা ক'র্ত্তেও হৃৎকম্প—শরীর অবশ হয়!—হা ভগবন্! রক্ষা কর—অভাগাকে অবশেষে সে অন্তিমদুঃখে আর ফেলো না!—আহা! এই যুবতীর অবস্থা কি নিদারুণ—কি হৃদয়-ভেদী! কেউ নাই—এই বিশাল জগতে এর এমন জন কেউ নাই, যে, এমন দিনে এমন কাজেও সাহায্য করে—এমন সর্ব্বনেশে শ্মশানেও সঙ্গে আসে!—হা! তা থা'ক্‌লে কি এই হতভাগিনী অনাথিনী, জননী হয়ে বুকের এমন ধনকে আপ্‌নি বুকে ক'রে শ্মশানে আনে ? কেউ থা'ক্‌লে কি তারা এমন ক'রে আস্‌তে দেয় ?—আহা! যার এমন দিনে আহা বল্‌বার নেই, এমন সর্ব্বনেশে পুত্রশোকে এখনি হয়তো তার আত্মঘাতিনী কি (তার চেয়েও ভয়ঙ্কর ভোগ) উন্মাদিনী হবার সম্ভাবনা—আহা! এমন অনাথার দুঃখে দুবার আহা না ব'লে—যেরূপ সাধ্য, সেরূপ সাহায্য না ক'রে, যে ক্ষান্ত থা'ক্‌বো, নরাধম হরিশ্চন্দ্র আজো ততদূর নরাধম—ততদূর নরপিশাচ হয়ে উঠেনি! আমি অবশ্যই এর ব্যথার ব্যথী হব! দুঃখের অংশী পেলে—আহা বল্‌বার লোক পেলে অবশ্যই তাপিনীর তাপ কিছু খাট হবে!—দুটো জিজ্ঞাসাই কেন করিনা ? দুটো ভাল কথাই কেন কই না ? তাতে তো আমার

প্রভুর কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না—( প্রকাশে ) হ্যাঁ গা তোমার বাছার কি রোগ হয়েছিল ?

যুবতী। (সরোদনে) ওগো, রোগ না—হায় সোণার চাঁদ আমার পাঁচ ছেলের সঙ্গে না'চ্‌তে না'চতে পাঠশালা থেকে অভাগিনীর কোলে আস্‌ছিল—হায় অভাগিনী সন্ধ্যাবেলা রাজপথে আগিয়ে আস্তে গিছ্‌লো; হা আমি মন্দভাগিনী ! যদি আর কিছু দূর আগিয়ে যাই, তবে আর এ সর্ব্বনাশ হয় না !—আহা ! বাছা আমার আহ্লাদে ছুটে আস্‌ছিল—অম্নি চেঁচিয়ে ব'ল্লে "মা আমায় কিসে কাম্‌ড়ালে" তখন অভাগিনী ছুটে গিয়ে দেখে, কাল ভুজঙ্গ বাছাকে দংশন ক'রে গর্ত্তের ভিতর যা'চ্ছে—ওগো, আমার সোণার চাঁদ দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেমন হলো—অম্নি কোলে ক'রে ছুটে বাড়ী আস্তে না আস্তে বাছা আমার "ওমা জ্ব'লে গেল—ওমা জ্বলে গেল—ও'মা আর চ'কে দেখ্‌তে পাইনে—ওমা এই বেলা একবার তোরে ভাল ক'রে দেখে নেই মা—ওমা জন্মের শোধ তোরে মা ব'লে ডেকে নিই মা—ওমা বড় দুঃখ, এ সময় বাবাকে একবার দেখ্‌তে পেলেম না !" এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে অভাগিনীর কোলে অম্নি ঢ'লে প'ড়লো গো ঢ'লে প'ড়লো !—হায় কাল ভুজঙ্গ এ পাপিনীকে দংশন ক'ল্লে না, পাপিনীকে দেখে এই ব'লে ঘৃণা ক'রে যেন চ'লে গেল "থা'ক্ পাপীয়সি ! থা'ক্—আরজন্মে তুই সাপিনী ছিলি, আমার বাছাকে খেয়েছিলি, এজন্মে তার শোধ নিলেম—থা'ক্ সেই কর্ম্মফল ভোগ কর্ত্তে থা'ক্ !"

মৃদ্যো। ( সরোদনে ) হ্যাঁগা, ওঝা টোঝা দেখানো কি হলো না ?

যুবতী। ওগো, মণিহারা ভুজঙ্গিনীর মত অভাগিনী ছট্‌ফট্ ক'রে কত চেঁচালে—কত লোককে ডাক্‌লে—কত লোকে দেখ্‌লে ; ওগো তারা কি ক'র্ব্বে গো কি ক'র্ব্বে ? পাপীয়সীর কর্ম্মান্তিক, কার সাধ্য খণ্ডাতে পারে ?

মূর্দ্দো। হ্যাঁগা তোমার কি কেউ নাই ?

যুবতী। হা ! আর কথা আসে না গো—বুক ফেটে যায়—তবুতো পোড়া বুক ফাটে না—

মূর্দ্দো। হ্যাঁগা! তবে এই যে ব'ল্লে, তোমার সোণারচাঁদ তার পিতার সঙ্গে দেখা হলোনা ব'লে আক্ষেপ করেছিল ?

যুবতী। (পুত্রের মুখচুম্বন পূর্ব্বক) হা বৎস! তোমার সেই আক্ষেপ অভাগিনীর বুকে শেল হয়ে রইলো! ওরে বাপ্! তো অভাবে এখনও এ পাপ প্রাণ যে কেন আছে, (বক্ষে করাঘাত) এই পাষাণ প্রাণই তা ব'ল্‌তে পারে! ওরে দগ্ধহৃদয়! কেন তুই এখনও বিদীর্ণ হচ্ছিস না? তোর কি এখনও আশা আছে, পতির পদারবিন্দ আর দেখ্‌তে পাবি? ওরে! তোর যদি সে ভাগ্য হতো, তবে এমন ক'রে কি তোর অন্ধের নড়ি দুরন্ত কাল কেড়ে লয়? হা মহারাজ! কোথা রইলে? এ সময় একবার এসে দেখ্‌লে না! তোমার পট্টমহিষী শৈব্যা তোমার প্রাণের রোহিতকে কোলে ক'রে শ্মশানে—

মূর্দ্দো। (বাহু বিস্তার পূর্ব্বক) প্রিয়ে! প্রিয়ে! প্রিয়ে! একি তুমি? হা রোহিত! হা পুত্র! হা প্রাণাধিক!

(পুত্রের শবোপরি অজ্ঞানে পতিত)

যুবতী। ভগবন্! কি ক'ল্লে? এ কার স্বর শুনি?—উঃ! এ কি? আমি কি জাগ্রত?—উঃ! উঃ! আঃ!—এ কি? প্রাণ যায় যে! আর সয় না যে! মহারাজ এখানে! শ্মশানে! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র শ্মশান-চণ্ডাল! বিধি! ও বিধি! ওরে দারুণ বিধি! তোর মনে কি এই ছিল?—(বক্ষে করাঘাত) হৃদয়! বিদীর্ণ হ!—ফেটে যা—যা প্রাণ, এই বেলা যা—আর কেন?—দেখ্‌ছিস নে, যাঁর আশায় এতক্ষণ ছিলি, তিনিও চ'লে গেলেন—ঐ যে তোর সাক্ষাতে—

তোর কোলে—এমন দিন আর পাবিনে—যাবার এমন শুভক্ষণ আর কখন্ ?—মহারাজ ! দাঁড়াও দাঁড়াও; যেও না; যেও না ; আগে যেও না; দাসীকে ফেলে একা যেওনা; প্রাণের রোহিতকে নিয়ে একা যেও না ; দাসীও যা'চ্ছে—এই যে যায় ! (পুনঃ পুনঃ বক্ষে করাঘাত ) —যা না—যা না—পাপ প্রাণ বেরো না !—

রাজা। ( উত্থান পূর্ব্বক ) ভ'দো ! ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—আমার শৈব্যাকে আমি পেয়েছি—এই মুহূর্ত্তে দেখেছি—ছেড়ে দে—দেখি, দেখি, কোথায় গেল ?—এই যে—এই যে—ও কি ! প্রিয়ে ! ( যুবতীর হস্ত ধরিয়া) ওকি ? ওকি প্রিয়ে ? তোমার নিষ্পাপ নির্ম্মল হৃদয়ের দোষ কি ? দেবের দুর্ল্লভ এ কোমল হৃদয়ে আঘাত কেন ? এই পাপাত্মার ( স্বীয় বক্ষে সবলে করাঘাত ) বক্ষই আঘাতের যোগ্য ! ( মস্তকে আঘাত ) এই মস্তকই বজ্রাঘাতের যোগ্য ! ( রাজার বক্ষে যুবতীর পতন ) ও কি ? মহিষি ! আর যে কথা কও না ? হায় কি হলো ! একবারে যে নিস্পন্দ ! ( নাসিকা স্পর্শ ) এই যে শ্বাসরুদ্ধ ! হায় ! আমার অদৃষ্ট-তরুর বিষফল আ'জ্ পেকে উঠ্‌লো—বিশ্বামিত্র মনের সাধে এ পাপিষ্ঠকে উদর পূরে আ'জ্ সেই ফল খাইয়ে দিলেন !—তা ভালই হয়েছে ! ঋষি হে তোমার মনে যা ছিল, তাই হলো—হরিশ্চন্দ্রকে সবংশে নির্ম্মূল করা যদি তোমার অভিসন্ধি হয়, তবে তা সম্পূর্ণ হয়—আর অপেক্ষা নাই—সতীই পতির সহগামিনী হয়, আজ সতীর সহমরণে পতি চল্লো !—ভালই হলো—যন্ত্রণা গেল ! না, বিধাতা বুঝি তাও হতে দিলেন না—এই যে শ্বাস আবার পাচ্ছি—এ সময় বুকথেকে প্রিয়তমাকে নামাই কেমন ক'রে ? নইলেই বা একটু জল এনে দেবে কে ?

শৈব্যা। না মহারাজ ! জল আর আন্তে হবে না—তোমার চরণ স্পর্শেই এ দাসী শীতল হয়েছে—মহারাজ ! এ যে জ্বালা, জলে কি

বিশ্বা। নাগেশ্বর অতি দুর্ম্মতি—ওরে চিরজীবন কারারুদ্ধ রাখাই উচিত ; কিন্তু তা না ক'রে ওরে আমি সঙ্গে লয়ে যাই—দেখি, যদি ওর দুশ্চিকিৎস্য মোহব্যাধির চিকিৎসা ক'র্ত্তে পারি !—সেজন্য তোমরা চিন্তিত হয়ো না—তোমরা আনন্দ কর !

রাজা। প্রভো ! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন ; আপনার সাক্ষাতেই আমি তুঙ্গরাজ-কুল-গৌরব খগেন্দ্রকে তাঁর পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত করি !

শৈব্যা। আর কমলকে আমার সহোদরা ব'লে আলিঙ্গন করি—আ'জ্ অবধি এই রাজসংসারে কমল সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—কমল আমার দ্বিতীয় জীবন—কমল যা ক'র্ব্বে তাই হবে—আমার সহিত কমলের কোনো ভিন্নভাব আর কেউ ভাব্‌তে পা'র্ব্বেন না !

[ সিংহাসন ত্যাগ পূর্ব্বক খগেন্দ্রের সহিত রাজার এবং কমলার সহিত শৈব্যার আলিঙ্গন ]

সকলে। জয় ! জয় ! ধর্ম্মের জয় !

( নেপথ্যে দুন্দুভি বাদ্য ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি )

বিশ্বা। সকলে দেখ, ঐ দেবতারাও আশ্চর্য্য আর প্রসন্ন হয়ে পুষ্পবৃষ্টি ক'চ্ছেন ! তোমরা এক্ষণে আনন্দোৎসব কর—তোমাদের ধন, পুত্র, ধর্ম্ম, যশ হ'ক, আমি মনের সহিত এই আশীর্ব্বাদ ক'রে বিদায় হই !—পাতঞ্জল ! নৃত্যগীত দেখ শুনো—

[ প্রস্থান।

পাত। ( নৃত্য পূর্ব্বক ) হায় ! কি আনন্দ ! হায় কি আনন্দ ! দাদা রোহিত ! আয়না নাচি ! ( রোহিতকে কোলে করিয়া নৃত্য )

[ বন্দীদ্বয়ের প্রবেশ ]

( গীত—সংখ্যা ৫ )

পটক্ষেপণ।

# হরিশ্চন্দ্র নাটকের গীত।

(স্পষ্ট _ হসন্ত চিহ্ন ব্যতীত আর সমস্তই অজন্ত উচ্চারণে গাইতে হইবে)

## (নেপথ্যে—সংখ্যা ১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

যাতনা সহেনা, সহেনা; (সই)
আশার প্রবোধ আর অবোধ মন মানে না।

শুনেছি নিদাঘে সখি,
চাতকী নীরদ-মুখী;
নিদয় নীরদ নাকি,
ওগো, তথাপি বারি বর্ষে না! ১।

আমার সে নব ঘন,
কভু তো নহে তেমন—
শীতল বারি মিলন—
তাতে, বঞ্চিত কভু করে না! ২।

আ'জ্ সে জীবন-কান্ত,
কেন সখি, হলো ভ্রান্ত?
তা ভেবে প্রাণ নিতান্ত,
বুঝি, এ দেহে আর রহে না! ৩।

## (নেপথ্যে—সংখ্যা ২)

রাগিণী খট্। তাল ঢিমা তেতালা।

সই রে কি হেরি!
এ নর্ নারী গো—
হায়্ কি ভুবন্ মোহন্ রূপ্ মাধুরী—
বুঝি কশীশ্বরী—সেই শঙ্করী গো।

পলকে পলকে, লাবণ্য ঝলকে,
দামিনী নলকে যেন ;
কিন্তু সে সুবর্ণ, কেন রে বিবর্ণ—
মালিন্য গ্রাসিছে মরি ! ১ ।

মুকুতা দশন, সুধাংশু বদন,
কমল নয়ন দুটী ;
হায় কি কারণে, সে মৃগ লোচনে,
সঘনে ঝুরিছে বারি ? ২ ।

বিহীন ভূষণ, মলিন বসন,
তথাপি কি রূপ প্রভা !
শৈবালে জড়িত, নলিনী যেমত,
জগ-জন মনোহারী ! ৩ ।

পদ কোকনদ, গুঞ্জে ষটপদ,
গমনে দ্বিরদ-পতি ;
এ হেন যুবতী, এ দ্বিজ সংহতি,
কেন রে বুঝিতে নারি ! ৪ ।

সত্য যুগে রতি, সম্বর বসতি,
দাসী হয়ে সতী ছিল ;
সে রূপে ইহারে, অকূল পাথারে,
বিধি কি ভাসালে মরি ! ৫ ।

রূপে গুণে রমা, রম্ভা তিলোত্তমা,
শৈব্যা রাণী সমা দেখি ;
হা বিধি কঠোর ! এ কি কর্ম্ম তোর—
দাসীত্ব ঘটালি তারি ! ৬ ।

---

( নেপথ্যে—সংখ্যা ৩ )

রাগিণী ভৈরবী। তাল একতালা।

দিনের্ দিন্, সবে দীন্, হয়ে পরাধীন্।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ,
অপমানে তনু ক্ষীণ্॥
সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্য ভূমে
পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হলো ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা রাহু মুখে লীন্! ১।
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল;
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টি-হীন্! ২।
তুঙ্গদ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে,
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের্ লোকের্ ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে,
হায় গো রাজা কি কঠিন্! ৩।
তাঁতি, কর্ম্মকার্ করে হাহাকার্,
সুতা, জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার্—
দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায়্ না কো আর্—
হলো দেশের্ কি দুর্দ্দিন্! ৪।
আ'জ্ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ্,
কলের বসন্ বিনা কিসে রবে লাজ্,
ধ'র্ব্বে কি লোক্ তবে দিগম্বরের্ সাজ্—
বাকল্ টেনা ডোর্ কপিন্! ৫।
ছুঁই সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে;
দীয়াশলাই কাটি, তাও আসে পোতে;
প্রদীপ্ টী জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক্ নয়্ স্বাধীন্! ৬।

(নেপথ্যে—সংখ্যা ৪)

রাগিণী বিভাস। তাল একতালা।

নরবর নাগেশ্বর-শাসন কি ভয়ঙ্কর—
দে কর, দে কর,—রব নিরন্তর—
করের দায় অঙ্গ জর জর!
শোণিত শোষণ করে শত কর;
সিন্ধু-বারি যথা শুষে দিন-কর;
কর-দাহে নর নিকর কাতর;
রাজা নয়, যেন বৈশ্বানর! ১।
ভূমি-কর মাত্র ছিল রাজ-কর;
কে জানিত এত কর দুঃখাকর?
কর বিনা রাজা করে না বিচার;
ধর্ম্মে নয়, ধনে জয়ী নর! ২।
বাড়ী, ঘর, আলো, শান্তি, জল-কর;
স্থলপথে আরো সেতুর উপর;
জলে গেলে তরী ধরে রাজ-চর;
শূন্য বই গতি নাহি আরো! ৩।
গো অশ্ব শকট কর বহুতর;
পশু নর কারো নাহিক নিস্তার;
নীচ কর্ম্মে খাটে, তাদের ধরে কর—
নীচাশয় এমি রাজ্যেশ্বর! ৪।
আয়-কর শুনে গায় আসে জ্বর!
অস্থি ভেদী রথ্যা-কর কি দুষ্কর!
লবণটুকু খাব, তাতেও লাগে কর;
কত আর, কব, মুনিবর! ৫।

পাতক-জনক মাদক-প্রচার,
কর-দণ্ড ছলে, করে দণ্ডধর,
সে গরলে দগ্ধ ভারত এবারো,
—রাজ্যময় সুধু হাহাকার ৬।

( বন্দীর গান—সংখ্যা ৫ )
রাগিণী ললিত। তাল জলদ তেতালা।

দুখ যামিনী গত, আইল সুখ দিবা।
কিবা, নব ভাগ্য অরুণ প্রতিভা!
মেঘ-মুক্ত ছবি,
আর্য্যাবর্ত্ত-রবি,
বামে ছায়া দেবী শৈব্যা! ১।

মর্ত্ত্যপুরি-ইন্দ্র,
রাজা হরিশ্চন্দ্র,
বামে শৈব্যা সচী শোভা! ২।

জয় মহোৎসবে,
জয় বাদ্য রবে,
জয় নাহি গায় কেবা? ৩।

পুষ্প বরিষণ,
করে দেবগণ,
দুন্দুভি বাদন কিবা!!! ৪।

সমাপ্ত।

*All rights reserved.*